প্রথম মুদ্রণ : শ্রাবণ, ১৩৪৭

প্রকাশক : ময়ূখ বসু বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড ১৪
চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা-১২। মুদ্রাকর : রঞ্জনকুমার দাস শ
প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড কলিকাতা-৩৭। প্রচ্ছদ : রবী

সূচীপত্র

বনলতা সেন

ধূসর পাণ্ডুলিপি

মহাপৃথিবী

রূপসী বাংলা

সংযোজন : বনলতা সেন

সংযোজন : মহাপৃথিবী

বনলতা সেন

বনলতা সেন

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ; অতিদূরে সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলিমিল ;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

কুড়ি বছর পরে

আবার বছর কুড়ি পরে তার সাথে দেখা হয় যদি
আবার বছর কুড়ি পরে—
হয়তো ধানের ছড়ার পাশে
কার্তিকের মাসে—
তখন সন্ধ্যার কাক ঘরে ফেরে—তখন হলুদ নদী
নরম নরম হয় শর কাশ হোগলায়—মাঠের ভিতরে !

অথবা নাইকো ধান ক্ষেতে আর ;
ব্যস্ততা নাইকো আর,
হাঁসের নীড়ের থেকে খড়
পাখির নীড়ের থেকে খড়
ছড়াতেছে ; মনিয়ার ঘরে রাত, শীত আর শিশিরের জল।

জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি কুড়ি, বছরের পার—
তখন হঠাৎ যদি মেঠো পথে পাই আমি তোমারে আবার!
হয়তো এসেছে চাঁদ মাঝরাতে একরাশ পাতার পিছনে
সরু-সরু কালো-কালো ডালপালা মুখে নিয়ে তার,
শিরীষের অথবা জামের,
ঝাউয়ের—আমের;
কুড়ি বছরের পরে তখন তোমারে নাই মনে!

জীবন গিয়েছে চ'লে আমাদের কুড়ি-কুড়ি বছরের পার,—
তখন আবার যদি দেখা হয় তোমার আমার!

তখন হয়তো মাঠে হামাগুড়ি দিয়ে পেঁচা নামে—
বাবলার গলির অন্ধকারে
অশথের জানালার ফাঁকে
কোথায় লুকায় আপনাকে!
চোখের পাতার মতো নেমে চুপি কোথায় চিলের ডানা থামে—

সোনালি সোনালি চিল—শিশির শিকার ক'রে নিয়ে গেছে তারে—
কুড়ি বছরের পরে সেই কুয়াশায় পাই যদি হঠাৎ তোমারে!

হাওয়ার রাত

গভীর হাওয়ার রাত ছিলো কাল—অসংখ্য নক্ষত্রের রাত;
সারা রাত বিস্তীর্ণ হাওয়া আমার মশারিতে খেলেছে;
মশারিটা ফুলে উঠেছে কখনো মৌশুমী সমুদ্রের পেটের মতো,
কখনো বিছানা ছিঁড়ে
নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চেয়েছে;
এক-একবার মনে হচ্ছিলো আমার—আধো ঘুমের ভিতর হয়তো—
মাথার উপর মশারি নেই আমার,
স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মত উড়ছে সে!
কাল এমন চমৎকার রাত ছিলো।

সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিলো—আকাশে এক তিল ফাঁক ছিল না;
পৃথিবীর সমস্ত ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রের ভিতর দেখেছি আমি;
অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিল পুরুষের শিশির ভেজা চোখের মতো
ঝলমল করছিলো সমস্ত নক্ষত্রেরা;
জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রাণীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার
শালের মতো জ্বলজ্বল করছিলো বিশাল আকাশ!
কাল এমন আশ্চর্য রাত ছিলো।

যে নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার-হাজার বছর আগে ম'রে গিয়েছে
তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ সঙ্গে করে এনেছে ;
যে রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় মরে যেতে দেখেছি
কাল তারা অতিদূরে আকাশের সীমানার কুয়াশায় কুয়াশায় দীর্ঘ বর্শা হাতে ক'রে
কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন—
মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য ?
জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য ?
প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য ?
আড়ষ্ট—অভিভূত হয়ে গেছি আমি,
কাল রাতের প্রবল নীল অত্যাচার আমাকে ছিঁড়ে ফেলেছে যেন ;
আকাশের বিরামহীন বিস্তীর্ণ ডানার ভিতর
পৃথিবী কীটের মতো মুছে গিয়েছে কাল !
আর উত্তুঙ্গ বাতাস এসেছে আকাশের বুক থেকে নেমে
আমার জানালার ভিতর দিয়ে, শাঁই শাঁই করে,
সিংহের হুংকারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রার মতো ।

হৃদয় ভরে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে
দিগন্ত-প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে
মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে,
জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায় !

আমার হৃদয় পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে গেল,
নীল হাওয়ার সমুদ্রে স্ফীত মাতাল বেলুনের মতো গেল উড়ে ;
একটা দূর নক্ষত্রের মাস্তুলকে তারায়-তারায় উড়িয়ে নিয়ে চললো
একটা দুরন্ত শকুনের মতো ।

আমি যদি হতাম

আমি যদি হতাম বনহংস ;
বনহংসী হতে যদি তুমি ;
কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে
ছিপছিপে শরের ভিতর
এক নিরালা নীড়ে ;

তা'হলে আজ এই ফাল্গুনের রাতে
ঝাউয়ের শাখার পেছনে চাঁদ উঠতে দেখে
আমরা নিম্নভূমির জলের গন্ধ ছেড়ে
আকাশের রুপালি শস্যের ভিতর গা ভাসিয়ে দিতাম—
তোমার পাখনায় আমার পালক, আমার পাখায় তোমার রক্তের স্পন্দন—

নীল আকাশে খই ক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো অজস্র তারা,
শিরীষ বনের সবুজ রোমশ নীড়ে
সোনার ডিমের মতো
ফাল্গুনের চাঁদ।
হয়তো গুলির শব্দ ঃ
আমাদের তির্যক গতিস্রোত,
আমাদের পাখায় পিস্‌টনের উল্লাস,
আমাদের কণ্ঠে উত্তর হাওয়ার গান!

হয়তো গুলির শব্দ আবার ঃ
আমাদের স্তব্ধতা,
আমাদের শান্তি।
আজকের জীবনের এই টুকরো টুকরো মৃত্যু আর থাকত না ;
থাকতো না আজকের জীবনের টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার ;
আমি যদি বনহংস হতাম,
বনহংসী হতে যদি তুমি ;
কোনো এক দিগন্তের জলসিঁড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে।

ঘাস

কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভ'রে গিয়েছে এই ভোরের বেলা ;
কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ ঘাস—তেমনি সুঘ্রাণ—
হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে!
আমারো ইচ্ছে করে এই ঘাসের এই ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি—চোখে চোখ ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পলক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।

হায় চিল

হায় চিল, সোনালী ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে-উড়ে ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে!
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে!
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে ;
আবার তাহারে কেন ডেকে আন? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে!
হায় চিল, সোনালী ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে-উড়ে কেঁদো নাকো ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে।

বুনো হাঁস

পেঁচার ধূসর পাখা উড়ে যায় নক্ষত্রের পানে—
জলা মাঠ ছেড়ে দিয়ে চাঁদের আহ্বানে

বুনো হাঁস পাখা মেলে—শাঁই শাঁই শব্দ শুনি তার ;
এক—দুই—তিন—চার—অজস্র—অপার—

রাত্রির কিনার দিয়ে তাহাদের ক্ষিপ্র ডানা ঝাড়া
এঞ্জিনের মতো শব্দে ; ছুটিতেছে—ছুটিতেছে তারা ।

তারপর প'ড়ে থকে, নক্ষত্রের বিশাল আকাশ,
হাঁসের গায়ের ঘ্রাণ—দু একটা কল্পনার হাঁস ;

মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ ;
উড়ুক উড়ুক তারা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক

কল্পনার হাঁস সব—পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রঙ মুছে গেলে 'পর
উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর ।

শঙ্খমালা

কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে
সে কে এক নারী এসে ডাকিল আমারে,
বলিল, তোমারে চাই ঃ
বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত তোমার দুই চোখ
খুঁজেছি নক্ষত্রে আমি—কুয়াশার পাখনায়—
সন্ধ্যার নদীর জলে নামে যে আলোক
জোনাকির দেহ হতে—খুঁজেছি তোমারে সেইখানে—
ধূসর পেঁচার মতো ডানা মেলে অঘ্রাণের অন্ধকারে
ধানসিঁড়ি বেয়ে-বেঁয়ে
সোনার সিঁড়ির মতো ধানে আর ধানে
তোমারে খুঁজেছি আমি নির্জন পেঁচার মতো প্রাণে ।

দেখিলাম দেহ তার বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা ;
সন্ধ্যার আঁধারে ভিজে শিরীষের ডালে যেই পাখী দেয় ধরা—
বাঁকা চাঁদ থাকে যার মাথার উপর,
শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ শোনে যার স্বর ।

কড়ির মতন শাদা মুখ তার,
দুইখানা হাত তার হিম ;

চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
চিতা জ্বলে ঃ দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
সে আগুনে হায়।

চোখে তার
যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার।
স্তন তার
করুণ শঙ্খের মতো — দুধে আর্দ্র — কবেকার শঙ্খিনীমালার !
এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায়নাকো আর।

নগ্ন নির্জন হাত

আবার আকাশে অন্ধকার ঘন হ'য়ে উঠছে ;
আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো এই অন্ধকার।

যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে
অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখিনি,
সেই নারীর মতো
ফাল্গুন আকাশে অন্ধকার নিবিড় হ'য়ে উঠছে।

মনে হয় কোনো বিলুপ্ত নগরীর কথা
সেই নগরীর এক ধূসর প্রাসাদের রূপ জাগে হৃদয়ে।

ভারতসমুদ্রের তীরে
কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে
অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে
আজ নেই, কোনো এক নগরী ছিল একদিন,
কোন এক প্রাসাদ ছিল ;
মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ ;
পারস্য গালিচা, কাশ্মিরী শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল
আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা
আর তুমি নারী—
এই সব ছিলো সেই জগতে একদিন।
অনেক কমলা রঙের রোদ ছিলো,
অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিলো,
মেহগনির ছায়াঘন পল্লব ছিলো অনেক ;

অনেক কমলা রঙের রোদ ছিলো,
অনেক কমলা রঙের রোদ ;
আর তুমি ছিলে ;

তোমার মুখের রূপ কত শত শতাব্দী আমি দেখি না,
খুঁজি না।

ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রপারের কাহিনী,
অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা,
লুপ্ত নাশপাতির গন্ধ,
অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি,
রামধনু রঙের কাচের জানালা,
ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায় পর্দায়
কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ কক্ষান্তরের
ক্ষণিক আভাস—
আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়।

পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ,
রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ!
তোমার নগ্ন নির্জন হাত;

তোমার নগ্ন নির্জন হাত।

শিকার

ভোর;
আকাশের রঙ ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল:
চারিদিকে পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো সবুজ।
একটি তারা এখনো আকাশে রয়েছে:
পাড়াগাঁর বাসরঘরে সব চেয়ে গোধূলি-মদির মেয়েটির মতো;
কিংবা মিশরের মানুষী তার বুকের থেকে যে মুক্তা আমার নীল মদের গেলাসে রেখেছিল
হাজার হাজার বছর আগে এক রাতে তেমনি—
তেমনি একটি তারা আকাশে জ্বলছে এখনো

হিমের রাতে শরীর 'উম্' রাখবার জন্য দেশোয়ালীরা সারারাত মাঠে আগুন জ্বেলেছে
মোরগ ফুলের মতো লাল আগুন;
শুকনো অশ্বত্থপাতা দুমড়ে এখনো আগুন জ্বলছে তাদের;

সূর্যের আলোয় তার রঙ কুঙ্কুমের মতো নেই আর;
হ'য়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো।
সকালের আলোয় টলটল শিশিরে চারিদিকের বন ও আকাশ
ময়ূরের সবুজ নীল ডানার মতো ঝিলমিল করছে।

ভোর ;
সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে
নক্ষত্রহীন, মেহগনির মতো অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে ঘুরে ঘুরে
সুন্দর বাদামী হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিলো।
এসেছে সে ভোরের আলোয় নেমে ;
কচি বাতাবি লেবুর মতো সবুজ সুগন্ধি ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে ;
নদীর তীক্ষ্ম শীতল ঢেউয়ে সে নামল—
ঘুমহীন ক্লান্ত বিহ্বল শরীরটাকে স্রোতের মতো একটা আবেশ দেওয়ার জন্য
অন্ধকারের হিম কুঞ্চিত জরায়ু ছিড়ে ভোরের রৌদ্রের মতো
একটা বিস্তীর্ণ উল্লাস পাবার জন্য ;
এই নীল আকাশের নিচে সূর্যের সোনার বর্শার মতো জেগে উঠে
সাহসে সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য।
একটা অদ্ভুত শব্দ।
নদীর জল মচকাফুলের পাপড়ির মত লাল।
আগুন জ্বললো আবার—উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরী হয়ে এলো।
নক্ষত্রের নিচে ঘাসের বিছানায় বসে অনেক পুরানো শিশিরভেজা গল্প ;
সিগারেটের ধোঁয়া ;
টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা ;
এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক—হিম—নিঃস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।

হরিণেরা

স্বপ্নের ভিতরে বুঝি—ফাল্গুনের জ্যোৎস্নার ভিতরে
দেখিলাম পলাশের বনে খেলা করে

হরিণেরা ; রুপালি চাঁদের হাত শিশিরে পাতায় ;
বাতাস ঝাড়িছে ডানা—মুক্তা ঝ'রে যায়

পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে—বনে বনে—হরিণের চোখে ;
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর মুক্তার আলোকে।

হীরের প্রদীপ জেলে শেফালিকা বোস যেন হাসে
হিজল ডালের পিছে অগণন বনের আকাশে,—

বিলুপ্ত ধূসর কোন পৃথিবীর শেফালিকা, আহা ;
ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় হরিণেরা জানে শুধু তাহা।

বাতাস ঝাড়িছে ডানা, হীরা ঝরে হরিণের চোখে—
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর হীরার আলোকে।

বেড়াল

সারাদিন একটা বেড়ালের সঙ্গে ঘুরে ফিরে কেবলই আমার দেখা হয় :
গাছের ছায়ায়, রোদের ভিতরে, বাদামী পাতার ভিড়ে ;
কোথাও কয়েক টুকরো মাছের কাঁটার সফলতার পর
তারপর শাদা মাটির কঙ্কালের ভিতর
নিজের হৃদয়কে নিয়ে মৌমাছির মতো নিমগ্ন হয়ে আছে দেখি ;
কিন্তু তবুও তারপর কৃষ্ণচূড়ার গায়ে নখ আঁচড়াচ্ছে,
সারাদিন সূর্যের পিছনে-পিছনে চলছে সে।
একবার তাকে দেখা যায়,
একবার হারিয়ে যায় কোথায়।
হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান-রঙের সূর্যের নরম শরীরে
শাদা থাবা বুলিয়ে বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে ;
তারপর অন্ধকারকে ছোট ছোট বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে আনলো সে
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিল।

সুদর্শনা

একদিন ম্লান হেসে আমি
তোমার মতন এক মহিলার কাছে
যুগের সঞ্চিত পণ্যে লীন হ'তে গিয়ে
অগ্নি পরিধির মাঝে সহসা দাঁড়িয়ে
শুনেছি কিন্নরকণ্ঠ দেবদারু গাছে,
দেখেছি অমৃতসূর্য আছে।

সব চেয়ে আকাশ নক্ষত্র ঘাস চন্দ্রমল্লিকার রাত্রি ভালো ;
তবুও সময় স্থির নয় ;
আরেক গভীরতর শেষ রূপ চেয়ে
দেখেছে সে তোমার বলয়।

এই পৃথিবীর ভালো পরিচিত রোদের মতন
তোমার শরীর ; তুমি দান করোনি তো ;
সময় তোমাকে সব দান করে মৃতদার ব'লে
সুদর্শনা, তুমি আজ মৃত।

অন্ধকার

গভীর অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর ছল ছল শব্দে জেগে উঠলাম আবার ;
তাকিয়ে দেখলাম পাণ্ডুর চাঁদ বৈতরণীর থেকে তার অর্ধেক ছায়া
গুটিয়ে নিয়েছে যেন
কীর্তিনাশার দিকে।

ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়েছিলাম—পউষের রাতে—
কোনোদিন আর জাগবো না জেনে
কোনোদিন জাগবো না আমি—কোনোদিন জাগবো না আর—

হে নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,
তুমি দিনের আলো নও, উদ্যম নও, স্বপ্ন নও,
হৃদয়ে যে মৃত্যুর শান্তি ও স্থিরতা রয়েছে,
রয়েছে যে অগাধ ঘুম,
সে আস্বাদ নষ্ট করবার মতো শেলতীব্রতা তোমার নেই,
তুমি প্রদাহ প্রবহমান যন্ত্রণা নও—
জানো না কি চাঁদ,
নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,
জানো না কি নিশীথ,
আমি অনেক দিন—অনেক অনেক দিন
অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে
হঠাৎ ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব ব'লে
বুঝতে পেরেছি আবার ;
ভয় পেয়েছি,
পেয়েছি অসীম দুর্নিবার বেদনা ;
দেখেছি রক্তিম আকাশে সূর্য জেগে উঠে
মানুষিক সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য
আমাকে নির্দেশ দিয়েছে ;
আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়—বেদনায়—আক্রোশে ভরে গিয়েছে ;
সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি-কোটি শুয়োরের আর্তনাদে
উৎসব শুরু করেছে।
হায়, উৎসব !
হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে
আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি,
অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে
থাকতে চেয়েছি।

কোনোদিন মানুষ ছিলাম না আমি।
হে নর, হে নারী,
তোমাদের পৃথিবীকে চিনিনি কোনদিন ;
আমি অন্য কোনো নক্ষত্রের জীব নই।
যেখানে স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, যেখানে উদ্যম, চিন্তা, কাজ,
সেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, কালপুরুষ, অনন্ত আকাশগ্রন্থি,
শত শত শূকরের চিৎকার সেখানে,
শত শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর ;

এই সব ভয়াবহ আরতি।

গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আত্মা লালিত ;
আমাকে কেন জাগাতে চাও ?
হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি, হে হিম-হাওয়া,
আমাকে জাগাতে চাও কেন ?

অরব অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছল চ্ছল শব্দে জেগে উঠবো না আর ;
তাকিয়ে দেখবো না নির্জন বিমিশ্র চাঁদ বৈতরণীর থেকে
অর্ধেক ছায়া গুটিয়ে নিয়েছে
কীর্তিনাশার দিকে।
ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকবো—ধীরে—ধীরে—পউষের রাতে
কোনোদিন জাগবো না জেনে—
কোনোদিন জাগবো না আমি—কোনোদিন আর।

কমলালেবু

একবার যখন দেহ থেকে বা'র হয়ে যাব
আবার কি ফিরে আসব না আমি পৃথিবীতে ?
আবার যেন ফিরে আসি
কোনো এক শীতের রাতে
একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে
কোন এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে।

শ্যামলী

শ্যামলী, তোমার মুখ সেকালের শক্তির মতন ;
যখন জাহাজে চড়ে যুবকের দল
সুদূর নতুন দেশে সোনা আছে ব'লে,
মহিলারি প্রতিভায় সে ধাতু উজ্জ্বল
টের পেয়ে, দ্রাক্ষা দুধ ময়ূর শয্যার কথা ভুলে
সকালের রূঢ় রৌদ্রে ডুবে যেত কোথায় অকূলে।

তোমার মুখের দিকে তাকালে এখনো
আমি সেই পৃথিবীর সমুদ্রের নীল,
দুপুরের শূন্য সব বন্দরের ব্যথা,
বিকেলের উপকন্ঠে সাগরের চিল,
নক্ষত্র, রাত্রির জল, যুবাদের ক্রন্দন সব-
শ্যামলী, করেছি অনুভব।

অনেক অপরিমেয় যুগ কেটে গেল ;

মানুষকে স্থির—স্থিরতর হ'তে দেবে না সময় ;
সে কিছু চেয়েছে ব'লে এত রক্ত নদী।
অন্ধকার প্রেরণার মতো মনে হয়
দূর সাগরের শব্দ—শতাব্দীর তীরে এসে ঝরে ঃ
কাল কিছু হয়েছিলো ;—হবে কি শাশ্বতকাল পরে।

দু'জন

'আমাকে খোঁজো না তুমি বহুদিন—কতদিন আমিও তোমাকে
খুঁজি নাকো ;—এক নক্ষত্রের নিচে তবু—একই আলো পৃথিবীর পারে
আমরা দু'জনে আছি ; পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়,
প্রেম ধীরে মুছে যায়, নক্ষত্রেরও একদিন মরে যেতে হয়,
হয় নাকি ?'—বলে সে তাকাল তার সঙ্গিনীর দিক ;
আজ এই মাঠ সূর্য সহধর্মী অঘ্রাণ কার্তিকে
প্রাণ তার ভ'রে গেছে।

দুজনে আজকে তারা চিরস্থায়ী পৃথিবী ও আকাশের পাশে
আবার প্রথম এলো—মনে হয়—যেন কিছু চেয়ে—কিছু একান্ত বিশ্বাসে।
লালচে হলদে পাতা অনুষঙ্গে জাম বট অশ্বত্থের শাখার ভিতরে
অন্ধকারে নড়ে-চড়ে ঘাসের উপর ঝরে পড়ে ;
তারপর সান্ত্বনায় থাকে চিরকাল।

যেখানে আকাশে খুব নীরবতা, শান্তি খুব আছে,
হৃদয়ে প্রেমের গল্প শেষ হ'লে ক্রমে-ক্রমে যেখানে মানুষ
আশ্বাস খুঁজেছে এসে সময়ের দায়ভাগী নক্ষত্রের কাছে ঃ
সেই ব্যাপ্ত প্রান্তরে দুজন ; চারিদিকে ঝাউ আম নিম নাগেশ্বরে
হেমন্ত আসিয়া গেছে ;—চিলের সোনালি ডানা হয়েছে খয়েরি ;
ঘুঘুর পালক যেন ঝরে গেছে—শালিকের নেই আর দেরি,
হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে ;
ঝরিছে মরিছে সব এইখানে—বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের ফলে।

নারী তার সঙ্গীকে ; 'পৃথিবীর পুরোনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়,
জানি আমি ;—তারপর আমাদের দুঃস্থ হৃদয়
কী নিয়ে থাকিবে বল ;—একদিন হৃদয়ে আঘাত ঢের দিয়েছে চেতনা,
তারপর ঝরে গেছে ; আজ তবু মনে হয় যদি ঝরিত না
হৃদয়ে প্রেমের শীর্ষ আমাদের—প্রেমের অপূর্ব শিশু আরক্ত বাসনা
ফুরোত না যদি, আহা, আমাদের হৃদয়ের থেকে—'
এই ব'লে ম্রিয়মাণ আঁচলের সর্বস্বতা দিয়ে মুখ ঢেকে
উদ্বেল কাশের বনে দাঁড়িয়ে রহিল হাঁটুভর।
হলুদ রঙের শাড়ি, চোরকাঁটা বিঁধে আছে, এলোমেলো অঘ্রাণের খড়

চারিদিকে শূন্য থেকে ভেসে এসে ছুঁয়ে ছেনে যেতেছে শরীর ;
চুলের উপর তার কুয়াশা রেখেছে হাত; ঝরিছে শিশির ;—

প্রেমিকের মনে হল : 'এই নারী—অপরূপ—খুঁজে পাবে নক্ষত্রের তীরে ;
যেখানে রব না আমি, রবে না মাধুরী এই, রবে না হতাশা,
কুয়াশা রবে না আর—জনিত বাসনা নিজে—বাসনার মতো ভালোবাসা
খুঁজে নেবে অমৃতের হরিণীর ভিড় থেকে ঈপ্সিতেরে তার।'

অবশেষে

এখানে প্রশান্ত মনে খেলা করে উঁচু উঁচু গাছ।
সবুজ পাতার 'পরে যখন নেমেছে এসে দুপুরের সূর্যের আঁচ
নদীতে স্মরণ করে একবার পৃথিবীর সকাল বেলাকে।
আবার বিকেল হ'লে অতিকায় হরিণের মতো শান্ত থাকে
এই সব গাছগুলো ;—যেন কোনো দূর থেকে অস্পষ্ট বাতাস
বাঘের ঘ্রাণের মতো হৃদয়ে জাগায়ে যায় ত্রাস ;
চেয়ে দেখ—ইহাদের পরস্পর নীলিম বিন্যাস
নড়ে ওঠে ত্রস্ততায় ;—আধো নীল আকাশের বুকে
হরিণের মতো দ্রুত ঠ্যাঙের তুরুকে
অন্তর্হিত হয়ে যেতে পারে তারা বটে ;
একজোটে কাজ করে মানুষেরা যে রকম ভোটের ব্যালটে ;
তবুও বাঘিনী হয়ে বাতাসকে আলিঙ্গন করে—
সাগরের বালি আর রাত্রির নক্ষত্রের তরে।

স্বপ্নের ধ্বনিরা

স্বপ্নের ধ্বনিরা এসে ব'লে যায় : স্থবিরতা সব চেয়ে ভালো ;
নিস্তব্ধ শীতের রাতে দীপ জেবলে
অথবা নিভায়ে দীপ বিছানায় শুয়ে
স্থবিরের চোখে যেন জমে ওঠে অন্য কোন বিকেলের আলো।

সেই আলো চিরদিন হয়ে থাকে স্থির,
সব ছেড়ে একদিন আমিও স্থবির
হয়ে যাব ; সেদিন শীতের রাতে সোনালি জরির কাজ ফেলে
প্রদীপ নিভায়ে রব বিছানায় শুয়ে ;
অন্ধকারে ঠেস দিয়ে জেগে র'বো
বাদুড়ের আঁকাবাঁকা আকাশের মতো।

স্থবিরতা, কবে তুমি আসিবে বলো তো।

আমাকে তুমি

আমাকে
তুমি দেখিয়েছিলে একদিন ঃ
মস্ত বড়ো ময়দান—দেবদারু পামের নিবিড় মাথা—মাইলের পর মাইল ;—
দুপুরবেলার জনবিরল গভীর বাতাস
দূর শূন্যে চিলের পাটকিলে ডানার ভিতর অস্পষ্ট হয়ে হারিয়ে যায় ;
জোয়ারের মতো ফিরে আসে আবার ;
জানালায়-জানালায় অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে ঃ
পৃথিবীকে মায়াবীর নদীর পারের দেশ ব'লে মনে হয় ।
তারপর
দূরে
অনেক দূরে
খররৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষীয়সী রূপসীর মতো ধান ভানে—গান গায়—গান গায়
এই দুপুরের বাতাস ।
এক একটা দুপুরে এক-একটা পরিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত হয়ে যায় যেন ।
বিকেলে নরম মুহূর্ত ;
নদীর জলের ভিতর শম্বর, নীলগাই, হরিণের ছায়ার আসা-যাওয়া ;
একটা ধবল চিতল-হরিণীর ছায়া
আতার ধূসর ক্ষীরে-গড়া মূর্তির মতো
নদীর জলে
সমস্ত বিকেলবেলা ধ'রে
স্থির

মাঝে মাঝে অনেক দূর থেকে শ্মশানের চন্দনকাঠের চিতার গন্ধ,
আগুনের—ঘিয়ের ঘ্রাণ ;
বিকেলে
অসম্ভব বিষন্নতা ।
ঝাউ হরিতকী শাল, নিভন্ত সূর্যে
পিয়াশাল পিয়াল আমলকী দেবদারু—
বাতাসের বুকে স্পৃহা, উৎসাহ, জীবনের ফেনা ;
শাদা-শাদাছিট কালো পায়রার ওড়াওড়ি জ্যোৎস্নায়—ছায়ায়,
রাত্রি ;
নক্ষত্র ও নক্ষত্রের
অতীত নিস্তব্ধতা ।

মরণের পরপারে বড় অন্ধকার
এই সব আলো প্রেম ও নির্জনতার মতো ।

তুমি

নক্ষত্রের চলাফেরা ইশারায় চারিদিকে উজ্জ্বল আকাশ ;
বাতাসে নীলাভ হ'য়ে আসে যেন প্রান্তরের ঘাস ;
কাঁচপোকা ঘুমিয়েছে – গঙ্গা ফড়িং সে-ও ঘুমে ;
আম নিম হিজলের ব্যাপ্তিতে পড়ে আছো তুমি ।

'মাটির অনেক নিচে চলে গেছো ? কিংবা দূর আকাশের পারে
তুমি আজ ? কোন কথা ভাবছো আঁধারে ?
ওই যে ওখানে পায়রা একা ডাকে জামিরের বনে ঃ
মনে হয় তুমি যেন ওই পাখি—তুমি ছাড়া সময়ের এ-উদ্ভাবনে

আমার এমন কাছে—আশ্বিনের এত বড়ো অকূল আকাশে
আর কাকে পাবো এই সহজ গভীর অনায়াসে—'
বলতেই নিখিলের অন্ধকার দরকারে পাখি গেল উড়ে
প্রকৃতিস্থ প্রকৃতির মতো শব্দে—প্রেম অপ্রেম থেকে দূরে ।

ধান কাটা হয়ে গেছে

ধান কাটা হয়ে গেছে কবে যেন—ক্ষেতে মাঠে প'ড়ে আছে খড়
পাতা কুটো ভাঙা ডিম—সাপের খোলস নীড় শীত ।
এই সব উৎরায়ে ঐখানে মাঠের ভিতর
ঘুমাতেছে কয়েকটি পরিচিত লোক আজ—কেমন নিবিড় ।

ঐখানে একজন শুয়ে আছে—দিনরাত দেখা হতো কত কত দিন,
হৃদয়ের খেলা নিয়ে তার কাছে করেছি যে কত অপরাধ ;
শান্তি তবু ঃ গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং
আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ ।

শিরীষের ডালপালা

শিরীষের ডালপালা লেগে আছে বিকেলের মেঘে
পিপুলের ভরা বুকে চিল নেমে এসেছে এখন ;
বিকেলের শিশুসূর্যকে ঘিরে মায়ের আবেগে
করুণ হয়েছে ঝাউবন ।

নদীর উজ্জ্বল জল কোরালের মতো কলরবে
ভেসে নারকোলবনে কেড়ে নেয় কোরালীর ভ্রূণ ;
বিকেল বলেছে এই নদীটিকে ঃ 'শান্ত হতে হবে—'
অকূল সুপুরিবন স্থির জলে ছায়া ফেলে এক মাইল শান্তি কল্যাণ

হ'য়ে আছে। তার মুখ মনে পড়ে এ-রকম স্নিগ্ধ পৃথিবীর
পাতাপতঙ্গের কাছে চলে এসে ; চারিদিকে রাত্রি নক্ষত্রের আলোড়ন
এখন দয়ার মতো ; তবুও দয়ার মানে মৃত্যুতে স্থির
হ'য়ে থেকে ভুলে যাওয়া মানুষের সনাতন মন।

হাজার বছর শুধু খেলা করে

হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো :
চারিদিকে চিরদিন রাত্রির নিধান ;
বালির উপরে জ্যোৎস্না—দেবদারু ছায়া ইতস্তত
বিচূর্ণ থামের মতো : দ্বারকার,—দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।
শরীরে ঘুমের ঘ্রাণ আমাদের—ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন ;
'মনে আছে?' সুধালো সে—সুধালাম আমি শুধু, 'বনলতা সেন?'

সুরঞ্জনা

সুরঞ্জনা, আজো তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছো ;
পৃথিবীর বয়সিনী তুমি এক মেয়ের মতন ;
কালো চোখ মেলে ঐ নীলিমা দেখেছ ;
গ্রীক হিন্দু ফিনিশীয় নিয়মের রূঢ় আয়োজন
শুনেছ ফেনিল শব্দে তিলোত্তমা—নগরীর গায়ে
কী চেয়েছে? কী পেয়েছে? —গিয়েছে হারায়ে।

বয়স বেড়েছে ঢের নরনারীদের,
ঈষৎ নিভেছে সূর্য নক্ষত্রের আলো ;
তবুও সমুদ্র নীল ; ঝিনকের গায়ে আলপনা ;
একটি পাখির গান কী রকম ভালো।
মানুষ কাউকে চায়—তার সেই নিহত উজ্জ্বল
ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য কোনো সাধনার ফল।

মনে পড়ে কবে এক তারাভরা রাতের বাতাসে
ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রের সাথে
উতরোল বড় সাগরের পথে অন্তিম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রাণে
তবু কাউকে আমি পারিনি বোঝাতে।
সেই ইচ্ছা সঙ্ঘ নয় শক্তি নয়, কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়,
আরো আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।

যেন সব অন্ধকার সমুদ্রের ক্লান্ত নাবিকেরা
মক্ষিকার গুঞ্জনের মতো এক বিহ্বল বাতাসে
ভূমধ্যসাগরলীন দূর এক সভ্যতার থেকে

আজকের নব সভ্যতায় ফিরে আসে ;—
তুমি সেই অপরূপ সিন্ধু রাত্রি মৃতদের রোল
দেহ দিয়ে ভালোবেসে, তবু আজ ভোরের কল্লোল

মিতভাষণ

তোমার সৌন্দর্য নারি, অতীতের দানের মতন।
মধ্যসাগরের কালো তরঙ্গের থেকে
ধর্মাশোকের স্পষ্ট আহ্বানের মতো
আমাদের নিয়ে যায় ডেকে
শান্তির সঙ্ঘের দিকে—ধর্মে—নির্বাণে ;
তোমার মুখের স্নিগ্ধ প্রতিভার পানে।

অনেক সমুদ্র ঘুরে ক্ষ'য়ে অন্ধকারে
দেখেছি মণিকা-আলো হাতে নিয়ে তুমি
সময়ের শতকের মৃত্যু হ'লে তবু
দাঁড়িয়ে রয়েছে শ্রেয়তর বেলাভূমি ;
যা হয়েছে যা হতেছে এখুনি যা হবে
তার স্নিগ্ধ মালতী-সৌরভে।

মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে ;
বড়ো বড়ো নগরীর বুকভরা ব্যথা ;
ক্রমেই হারিয়ে ফেলে তারা সব সংকল্প স্বপ্নের
উদ্যমের অমূল্য স্পষ্টতা।
তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল, সূর্য নামে আলো ;
এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো।

সবিতা

সবিতা, মানুষজন্ম আমরা পেয়েছি
মনে হয় কোনো এক বসন্তের রাতে ঃ
ভূমধ্যসাগর ঘিরে যেই সব জাতি,
তাহাদের সাথে
সিন্ধুর আঁধার পথে করেছি গুঞ্জন ;
মনে পড়ে নিবিড় মেরুন আলো, মুক্তার শিকারী
রেশম, মদের সার্থবাহ,
দুধের মতন শাদা নারী

অনন্ত রৌদ্রের থেকে তারা
শাশ্বত রাত্রির দিকে তবে

সহসা বিকেলবেলা শেষ হ'য়ে গেলে
চলে যেত কেমন নীরবে।
চারিদিকে ছায়া ঘুম সপ্তর্ষি নক্ষত্র ;
মধ্যযুগের অবসান
স্থির করে দিতে গিয়ে ইউরোপ গ্রীস
হতেছে উজ্জ্বল খৃষ্টান

তবুও অতীত থেকে উঠে এসে তুমি আমি ওরা-
সিন্ধুর রাত্রের জল জানে—
আধেক যেতাম নব পৃথিবীর দিকে ;
কেমন অনন্যোপায় হাওয়ার আহ্বানে
আমরা আকুল হয়ে উঠে
মানুষকে মানুষের প্রয়াসকে শ্রদ্ধা করা হবে
জেনে তবু পৃথিবীর মৃত সভ্যতায়
যেতাম তো সাগরের স্নিগ্ধ কলরবে।

এখন অপর আলো পৃথিবীতে জ্বলে ;
কি এক অপব্যয়ী অক্লান্ত আগুন !
তোমার নিবিড় কালো চুলের ভিতরে
কবেকার সমুদ্রের নুন ;
তোমার মুখের রেখা আজো
মৃত কত পৌত্তলিক খৃষ্টান সিন্ধুর
অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্যে জাগার মতন ;
কত কাছে—তবু কত দূর।

সুচেতনা

সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে ;
সেইখানে দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে
নির্জনতা আছে।
এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা
সত্য ; তবু শেষ সত্য নয়।
কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে ;
তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।

আজকে অনেক রূঢ় রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ
পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো
ভালবাসা দিতে গিয়ে তবু,
দেখেছি আমারি হাতে হয়তো নিহত

ভাই বোন বন্ধু পরিজন প'ড়ে আছে ;
পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন ;
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।

কেবলি জাহাজ এসে আমাদের বন্দরের রোদে
দেখেছি ফসল নিয়ে উপনীত হয় ;
সেই শস্য অগণন মানুষের শব ;
শব থেকে উৎসারিত স্বর্ণের বিস্ময়ে
আমাদের পিতা বুদ্ধ কনফুশিয়সের মতো আমাদেরো প্রাণ
মূক ক'রে রাখে ; তবু চারিদিকে রক্তক্লান্ত কাজের আহ্বান।

সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে ;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ।
এ-বাতাস কি পরম সূর্যকরোজ্জ্বল ;—
প্রায় তত দূর ভালো মানব-সমাজ
আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গ'ড়ে দেবো, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।

মাটি-পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি,
না এলেই ভালো হত অনুভব ক'রে ;
এসে যে গভীরতর লাভ সে-সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে ;
দেখেছি যা হ'লো হবে মানুষের যা হবার নয়—
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।

অঘ্রাণ প্রান্তরে

'জানি আমি তোমার দু' চোখ আজ আমাকে খোঁজে না আর পৃথিবীর 'পরে—'
বলে চুপে থামলাম, কেবলি অশ্বত্থপাতা পড়ে আছে ঘাসের ভিতরে
শুকনো মিয়ানো ছেঁড়া ;- অঘ্রাণ এসেছে আজ পৃথিবীর বনে ;
সে সবের ঢের আগে আমাদের দু'জনের মনে
হেমন্ত এসেছে তবু ; বললে সে, 'ঘাসের ওপরে সব বিছানো পাতার
মুখে এই নিস্তব্ধতা কেমন যে—সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার
ছড়িয়ে পড়েছে জলে' ;—কিছুক্ষণ অঘ্রাণের অস্পষ্ট জগতে
হাঁটলাম, চিল উড়ে চলে গেছে—কুয়াশার প্রান্তরের পথে
দু' একটা সজারুর আসা যাওয়া ; উচ্ছল কলার ঝাড়ে উড়ে চুপে সন্ধ্যার বাতাসে
লক্ষ্মীপেঁচা হিজলের ফাঁক দিয়ে বাবলার আঁধার গলিতে নেমে আসে ;
আমাদের জীবনের অনেক অতীত ব্যাপ্তি আজো যেন লেগে আছে বহতা পাখায়
ঐ সব পাখিদের ; ঐ সব দূর দূর ধানক্ষেতে, ছাতকুড়োমাখা ক্লান্ত জামের শাখায় ;
নীলচে ঘাসের ফুলে ফড়িঙের হৃদয়ের মতো নীরবতা

ছড়িয়ে রয়েছে এই প্রান্তরের বুকে আজ···হেঁটে চলি···আজ কোন কথা
নেই আর আমাদের ; মাঠের কিনারে ঢের ঝরা ঝাউফল
পড়ে আছে ; শান্ত হাত, চোখ তার বিকেলের মতন অতল
কিছু আছে ; খড়কুটো উড়ে এসে লেগে আছে শাড়ির ভিতরে,
সজনে পাতার গুঁড়ি চুলে বেঁধে গিয়ে নড়ে চড়ে ;
পতঙ্গ পালক জল—চারিদিকে সূর্যের উজ্জ্বলতা নাশ ;
আলেয়ার মতো ঐ ধানগুলো নড়ে শূন্যে কিরকম অবাধ আকাশ
হয়ে যায় ; সময়ও অপার—তাকে প্রেম আশা চেতনার কণা
ধরে আছে বলে সে-ও সনাতন ;—কিন্তু এই ব্যর্থ ধারণা
সরিয়ে মেয়েটি তার আঁচলের চোরকাঁটা বেছে
প্রান্তর নক্ষত্র নদী আকাশের থেকে সরে গেছে
সেই স্পষ্ট নির্লিপ্ততে—তাই-ই ঠিক ; —ওখানে স্নিগ্ধ হয় সব।
অপ্রেমে বা প্রেমে নয়—নিখিলের বৃক্ষ নিজ বিকাশে নীরব।

পথহাঁটা

কি এক ইশারা যেন মনে রেখে একা-একা শহরের পথ থেকে পথে
অনেক হেঁটেছি আমি ; অনেক দেখেছি আমি ট্রাম-বাস সব ঠিক চলে ;
তারপর পথ ছেড়ে শান্ত হয়ে চলে যায় তাহাদের ঘুমের জগতে ঃ

সারা রাত গ্যাসলাইট আপনার কাজ বুঝে ভালো করে জ্বলে।
কেউ ভুল করে নাকো—ইঁট বাড়ি সাইনবোর্ড জানালা কপাট ছাদ সব
চুপ হয়ে ঘুমাবার প্রয়োজন বোধ করে আকাশের তলে!

একা-একা পথ হেঁটে এদের গভীর শান্তি হৃদয়ে করেছি অনুভব ;
তখন অনেক রাত—তখন অনেক তারা মনুমেণ্ট মিনারের মাথা
নির্জনে ঘিরেছে এসে ;—মনে হয় কোনোদিন এর চেয়ে সহজ সম্ভব

আর কিছু দেখেছি কি ঃ একরাশ তারা আর মনুমেণ্ট-ভরা কলকাতা ?
চোখ নিচে নেমে যায়—চুরুট নীরবে জ্বলে—বাতাসে অনেক ধুলো খড় ;
চোখ বুজে একপাশে সরে যাই—গাছ থেকে অনেক বাদামী জীর্ণ পাতা

উড়ে গেছে ; বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর
কেন যেন ; আজো আমি জানিনাকো হাজার হাজার ব্যস্ত বছরের পর।

ধূসর পাণ্ডুলিপি

নির্জন স্বাক্ষর

তুমি তা জানো না কিছু—না জানিলে,
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে ;
যখন ঝরিয়া যাবো হেমন্তের ঝড়ে—
পথের পাতার মতো তুমিও তখন
আমার বুকের 'পরে শুয়ে রবে ?
অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন
সেদিন তোমার !
তোমার এ জীবনের ধার
ক্ষ'য়ে যাবে সেদিন সকল ?
আমার বুকের 'পরে সেই রাতে জমেছে যে শিশিরের জল,
তুমিও কি চেয়েছিলে শুধু তাই ?
শুধু তার স্বাদ
তোমারে কি শান্তি দেবে ?
আমি ঝ'রে যাবো—তবু জীবন অগাধ
তোমারে রাখিবে ধ'রে সেইদিন পৃথিবীর 'পরে,
—আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে ।

রয়েছি সবুজ মাঠে - ঘাসে—
আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হ'য়ে আকাশে-আকাশে ;
জীবনের রঙ তবু ফলানো কি হয়
এই সব ছুঁয়ে ছেনে' !—সে এক বিস্ময়
পৃথিবীতে নাই তাহা—আকাশেও নাই তার স্থল,
চেনে নাই তারে ওই সমুদ্রের জল ;
রাতে-রাতে হেঁটে-হেঁটে নক্ষত্রের সনে
তারে আমি পাই নাই ; কোনো এক মানুষীর মনে
কোনো এক মানুষের তরে
যে-জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে—
নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে
কোনো এক মানুষের তরে এক মানুষীর মনে !

একবার কথা ক'য়ে দেশ আর দিকের দেবতা
বোবা হ'য়ে প'ড়ে থাকে—ভুলে যায় কথা ;
যে-আগুন উঠেছিলো তাদের চোখের তলে জ্ব'লে
নিভে যায়—ডুবে যায়—তারা যায় স্খ'লে ।
নতুন আকাঙ্ক্ষা আসে—চ'লে আসে নতুন সময়—
পুরোনো সে-নক্ষত্রের দিন শেষ হয়

নতুনেরা আসিতেছে ব'লে ;
আমার বুকের থেকে তবুও কি পড়িয়াছে স্খ'লে
কোনো এক মানুষীর তরে
যেই প্রেম জ্বালায়েছি পুরোহিত হ'য়ে তার বুকের উপরে !
আমি সেই পুরোহিত - সেই পুরোহিত ।
যে-নক্ষত্র ম'রে যায়, তাহার বুকের শীত
লাগিতেছে আমার শরীরে—
যেই তারা জেগে আছে, তার দিকে ফিরে
তুমি আছো জেগে—
যে-আকাশ জ্বলিতেছে, তার মতো মনের আবেগে
জেগে আছো ;
জানিয়াছো তুমি এক নিশ্চয়তা—হয়েছো নিশ্চয় ।
হ'য়ে যায় আকাশের তলে কতো আলো—কতো আগুনের ক্ষয় ;
কতোবার বর্তমান হ'য়ে গেছে ব্যথিত অতীত—
তবুও তোমার বুকে লাগে নাই শীত
যে নক্ষত্র ঝ'রে যায় তার ।
যে-পৃথিবী জেগে আছে, তার ঘাস—আকাশ তোমার ।
জীবনের স্বাদ ল'য়ে জেগে আছো, তবুও মৃত্যুর ব্যথা দিতে
পারো তুমি ;
তোমার আকাশে তুমি উষ্ণ হ'য়ে আছো—তবু—
বাহিরের আকাশের শীতে
নক্ষত্রের হইতেছে ক্ষয়,
নক্ষত্রের মতন হৃদয়
পড়িতেছে ঝ'রে—
ক্লান্ত হ'য়ে—শিশিরের মত শব্দ ক'রে ।
জানো নাকো তুমি তার স্বাদ,
তোমারে নিতেছে ডেকে জীবন অবাধ,
জীবন অগাধ ।

হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন,
পথের পাতার মতো তুমিও তখন
আমার বুকের 'পরে শুয়ে রবে ? অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন
সেদিন তোমার ।
তোমার আকাশ—আলো—জীবনের ধার
ক্ষ'য়ে যাবে সেদিন সকল ?
আমার বুকের 'পরে সেই রাতে জমেছে যে শিশিরের জল
তুমিও কি চেয়েছিলে শুধু তাই, শুধু তার স্বাদ
তোমারে কি শান্তি দেবে ?
আমি চ'লে যাবো—তবু জীবন অগাধ

তোমারে রাখিবে ধ'রে সেইদিন পৃথিবীর 'পরে ;
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য ক'রে।

মাঠের গল্প

মেঠো চাঁদ

মেঠো চাঁদ রয়েছে তাকায়ে
আমার মুখের দিকে, ডাইনে আর বাঁয়ে
পোড়ো জমি—খড়—নাড়া—মাঠের ফাটল,
শিশিরের জল।
মেঠো চাঁদ—কাস্তের মত বাঁকা, চোখা—
চেয়ে আছে ;—এমনি সে তাকায়েছে কতো রাত—নাই লেখা-জোখা
মেঠো চাঁদ বলে ঃ
'আকাশের তলে
খেতে খেতে লাঙলের ধার
মুছে গেছে—ফসল-কাটার
সময় আসিয়া গেছে,—চ'লে গেছে কবে !
শস্য ফলিয়া গেছে—তুমি কেন তবে
রয়েছো দাঁড়ায়ে
একা-একা ! ডাইনে আর বাঁয়ে
খড়-নাড়া—পোড়ো জমি—মাঠের ফাটল,
শিশিরের জল !'...
আমি তারে বলি ঃ
'ফসল গিয়েছে ঢের ফলি,
শস্য গিয়েছে ঝ'রে কতো—
বুড়ো হয়ে গেছো তুমি এই বুড়ী পৃথিবীর মত।
খেতে-খেতে লাঙলের ধার
মুছে গেছে কতোবার—কতোবার ফসল-কাটার
সময় আসিয়া গেছে,—চ'লে গেছে কবে !
শস্য ফলিয়া গেছে—তুমি কেন তবে
রয়েছো দাঁড়ায়ে
একা-একা ! ডাইনে আর বাঁয়ে
পোড়ো জমি—খড়-নাড়া—মাঠের-ফাটল,
শিশিরের জল !'

পেঁচা

প্রথম ফসল গেছে ঘরে—
হেমন্তের মাঠে-মাঠে ঝ'রে
শুধু শিশিরের জল ;

অঘ্রাণের নদীটির শ্বাসে
হিম হ'য়ে আসে
বাঁশপাতা—মরা ঘাস—আকাশের তারা ;
বরফের মত চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা ;
ধানখেতে—মাঠে
জমিতে ধোঁয়াটে
ধারালো কুয়াশা ;
ঘরে গেছে চাষা ;
ঝিমায়েছে এ-পৃথিবী—
তবু পাই টের
কার যেন দুটো চোখে নাই এ-ঘুমের
কোনো সাধ।
হলুদ পাতার ভিড়ে ব'সে,
শিশিরে পালক ঘ'ষে-ঘ'ষে,
পাখার ছায়ায় শাখা ঢেকে,
ঘুম আর ঘুমন্তের ছবি দেখে-দেখে
মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে
জাগে একা অঘ্রাণের রাতে
সেই পাখি ;

আজ মনে পড়ে
সেদিনও এমনি গেছে ঘরে
প্রথম ফসল ;
মাঠে-মাঠে ঝ'রে এই শিশিরের সুর
কার্তিক কি অঘ্রাণের রাত্রির দুপুর ;
হলুদ পাতার ভিড়ে ব'সে,
শিশিরে পালক ঘ'ষে ঘ'ষে,
পাখার ছায়ায় শাখা ঢেকে,
ঘুম আর ঘুমন্তের ছবি দেখে-দেখে
মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে
জেগেছিলো অঘ্রাণের রাতে
এই পাখি।
নদীটির শ্বাসে
সে-রাতেও হিম হ'য়ে আসে
বাঁশপাতা—মরা ঘাস—আকাশের তারা,
বরফের মত চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা ;
ধানখেতে মাঠে
জমিছে ধোঁয়াটে
ধারালো কুয়াশা ;

ঘরে গেছে চাষা ;
ঝিমায়েছে এ-পৃথিবী,
তবু আমি পেয়েছি যে টের
কার যেন দুটো চোখে নাই এ-ঘুমের
কোনো সাধ।

পঁচিশ বছর পরে

শেষবার তার সাথে যখন হয়েছে দেখা মাঠের উপরে-
বলিলাম—'একদিন এমন সময়
আবার আসিয়ো তুমি—আসিবার ইচ্ছা যদি হয়—
পঁচিশ বছর পরে।'
এই ব'লে ফিরে আমি আসিলাম ঘরে ;
তারপর, কতোবার চাঁদ আর তারা,
মাঠে-মাঠে ম'রে গেল, ইঁদুর-পেঁচারা
জ্যোৎস্নায় ধানখেত খুঁজে
এলো গেল ;—চোখ বুজে
কতোবার ডানে আর বাঁয়ে
পড়িল ঘুমায়ে
কতো-কেউ ; রহিলাম জেগে
আমি একা ; নক্ষত্র যে-বেগে
ছুটিছে আকাশে
তার চেয়ে আগে চ'লে আসে
যদিও সময়,
পঁচিশ বছর তবু কই শেষ হয় !

তারপর - একদিন
আবার হলদে তৃণ
ভ'রে আছে মাঠে,
পাতায়, শুকনো ডাঁটে
ভাসিছে কুয়াশা
দিকে দিকে, চড়ুয়ের ভাঙা বাসা
শিশিরে গিয়েছে ভিজে—পথের উপর
পাখির ডিমের খোলা, ঠাণ্ডা—কড়্ কড়্ ;
শসাফুল—দু-একটা নষ্ট শাদা শসা,
মাকড়ের ছেঁড়া জাল—শুক্‌নো মাকড়সা
লতায়—পাতায় ;
ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাতে পথ চেনা যায় ;
দেখা যায় কয়েকটা তারা
হিম আকাশের গায়—ইঁদুর-পেঁচারা

ঘুরে যায় মাঠে-মাঠে, খুদ খেয়ে ওদের পিপাসা আজো মেটে,
পঁচিশ বছর তবু গেছে কবে কেটে !

কার্তিক মাঠের চ-

জেগে ওঠে হৃদয়ে আবেগ,—
পাহাড়ের মত অই মেঘ
সঙ্গে ল'য়ে আসে
মাঝরাতে কিম্বা শেষরাতের আকাশে
যখন তোমারে !—
মৃত সে পৃথিবী এক আজ রাতে ছেড়ে দিলো যারে।
ছেঁড়া-শাদা মেঘ ভয় পেয়ে গেছে সব চ'লে
তরাসে ছেলের মত,—আকাশে নক্ষত্র গেছে জ্ব'লে
অনেক সময়,—
তারপর তুমি এলে, মাঠের শিয়রে,—চাঁদ ;—
পৃথিবীতে আজ আর যা হবার নয়,
একদিন হয়েছে যা,—তারপর হাতছাড়া হ'য়ে
হারায়ে ফুরায়ে গেছে,—আজো তুমি তার স্বাদ ল'য়ে
আর-একবার তবু দাঁড়ায়েছো এসে !
নিড়োনো হয়েছে মাঠ পৃথিবীর চারদিকে,
শস্যের ক্ষেত চষে-চষে
গেছে চাষা চ'লে ;
তাদের মাটির গল্প—তাদের মাঠের গল্প সব শেষ হ'লে
অনেক তবুও থাকে বাকি,—
তুমি জানো—এ-পৃথিবী আজ জানে তা কি !

সহজ

আমার এ-গান
কোনোদিন শুনিবে না তুমি এসে,—
আজ রাতে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে,—
তবুও হৃদয়ে গান আসে !
ডাকিবার ভাষা
তবুও ভুলি না আমি,—
তবু ভালোবাসা
জেগে থাকে প্রাণে !
পৃথিবীর কানে
নক্ষত্রের কানে
তবু গাই গান !

কোনোদিন শুনিবে না তুমি তাহা,—জানি আমি—
আজ রাতে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে,—
তবুও হৃদয়ে গান আসে!

তুমি জল—তুমি ঢেউ—সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন
তোমার দেহের বেগ—তোমার সহজ মন
ভেসে যায় সাগরের জলের আবেগে!
কোন্ ঢেউ তার বুকে গিয়েছিলো লেগে
কোন্ অন্ধকারে
জানে না সে!—কোন্ ঢেউ তারে
অন্ধকারে খুঁজিছে কেবল
জানে না সে! রাত্রির সিন্ধুর জল,
রাত্রির সিন্ধুর ঢেউ
তুমি এক; তোমারে কে ভালোবাসে!—তোমারে কি কেউ
বুকে ক'রে রাখে!
জলের আবেগে তুমি চ'লে যাও,—
জলের উচ্ছ্বাসে পিছে ধু-ধু জল তোমারে যে ডাকে!

তুমি শুধু একদিন,—এক রজনীর!—
মানুষের—মানুষীর ভিড়
তোমারে ডাকিয়া লয় দূরে—কত দূরে!
কোন্ সমুদ্রের পারে,—বনে—মাঠে—কিম্বা যে-আকাশ জুড়ে
উল্কার আলেয়া শুধু ভাসে!—
কিম্বা যে-আকাশে
কাস্তের মত বাঁকা চাঁদ
জেগে ওঠে,—ডুবে যায়,—তোমার প্রাণের সাধ
তাহাদের তরে!
যেখানে গাছের শাখা নড়ে
শীত রাতে,—মড়ার হাতের শাদা হাড়ের মতন!—
যেইখানে বন
আদিম রাত্রির ঘ্রাণ
বুকে লয়ে অন্ধকারে গাহিতেছে গান!—
তুমি সেইখানে!
নিঃসঙ্গ বুকের গানে
নিশীথের বাতাসের মত
একদিন এসেছিলে,—
দিয়েছিলে এক রাত্রি দিতে পারে যত!

কয়েকটি লাইন

কেউ যাহা জানে নাই—কোন এক বাণী—
আমি বহে আনি ;
একদিন শুনেছ যে-সুর—
ফুরায়েছে,—পুরানো তা—কোনো এক নতুন-কিছুর
আছে প্রয়োজন,
তাই আমি আসিয়াছি,—আমার মতন
আর নাই কেউ।
সৃষ্টির সিন্ধুর বুকে আমি এক ঢেউ
আজিকার ;—শেষ মুহূর্তের
আমি এক ;—সকলের পায়ের শব্দের
সুর গেছে অন্ধকারে থেমে ;
তারপর আসিয়াছি নেমে
আমি ;
আমার পায়ের শব্দ শোনো,—
নতুন এ—আর সব হারানো—পুরোনো।

উৎসবের কথা আমি কহি নাকো,
পড়ি নাকো দুর্দশার গান,
যে-কবির প্রাণ
উৎসাহে উঠেছে শুধু ভ'রে,—
সেই কবি—সে-ও যাবে স'রে ;
যে-কবি পেয়েছে শুধু যন্ত্রণার বিষ
শুধু জেনেছে বিষাদ,
মাটি আর রক্তের কর্কশ স্বাদ
যে বুঝেছে,—প্রলাপের ঘোরে,
যে বকেছে,—সে-ও যাবে স'রে ;
একে-একে সবি
ডুবে যাবে ;—উৎসবের কবি,
তবু বলিতে কি পারো
যাতনা পাবে না কেউ আরো ?
সেই দিন তুমি যাবে চ'লে
পৃথিবী গাবে কি গান তোমার বইয়ের পাতা খুলে ?
কিম্বা যদি গায়,—পৃথিবী যাবে কি তবু ভুলে
একদিন যেই ব্যথা ছিলো সত্য তার ?
আনন্দের আবর্তনে আজিকে আবার
সেদিনের পুরোনো আঘাত
ভুলিবে সে ? ব্যথা যার স'য়ে গেছে রাত্রি-দিন

তাহাদের আর্ত ডান হাত
ঘুম ভেঙে জানাবে নিষেধ ;
সব ক্লেশ আনন্দের ভেদ
ভুল মনে হবে ;
সৃষ্টির বুকের 'পরে ব্যথা লেগে র'বে,
শয়তানের সুন্দর কপালে
পাপের ছাপের মত সেই দিনও !—
মাঝরাতে মোম যারা জ্বালে,
রোগা পায়ে করে পাইচারি,
দেয়ালে যাদের ছায়া পড়ে সারি-সারি
সৃষ্টির দেয়ালে,—
আহ্লাদ কি পায় নাই তারা কোনোকালে ?
যেই উড়ো উৎসাহের উৎসবের রব
ভেসে আসে—তাই শুনে জাগেনি উৎসব ?
তবে কেন বিহ্বলের গান
গায় তারা !—বলে কেন, আমাদের প্রাণ
পথের আহত
মাছিদের মতো !

উৎসবের কথা আমি কহি নাকো,
পড়ি নাকো ব্যর্থতার গান
শুনি শুধু সৃষ্টির আহ্বান,—
তাই আসি,
নানা কাজ তার,
আমরা মিটায়ে যাই,—
জাগিবার কাল আছে—দরকার আছে ঘুমাবার ;—
এই সচ্ছলতা
আমাদের ;—আকাশ কহিছে কোন্ কথা
নক্ষত্রের কানে ?—
আনন্দের ? দুর্দশার ?—পড়ি নাকো ।—সৃষ্টির আহ্বানে
আসিয়াছি ।
সময় সিন্ধুর মত ঃ
তুমিও আমার মতো সমুদ্রের পানে, জানি, রয়েছ তাকায়ে,
ঢেউয়ের হুঁচোট লাগে গায়ে,—
ঘুম ভেঙে যায় বার-বার
তোমার—আমার !
জানি না তো কোন্ কথা কও তুমি ফেনার কাপড়ে বুক ঢেকে,
ওপারের থেকে ;
সমুদ্রের কানে

কোন্ কথা কই আমি এই পারে—সে কি কিছু জানে ?
আমিও তোমার মত রাতের সিন্ধুর দিকে রয়েছি তাকায়ে,
ঢেউয়ের হুঁচোট লাগে গায়ে
ঘুম ভেঙে যায় বার-বার
তোমার আমার ।

কোথায় রয়েছ, জানি, তোমারে তবুও আমি ফেলেছি হারায়ে ;
পথ চলি—ঢেউ ভেজে পায়ে ;
রাতের বাতাসে ভেসে আসে,
আকাশে আকাশে
নক্ষত্রের 'পরে
এই হাওয়া যেন হা-হা করে !
হু-হু ক'রে ওঠে অন্ধকার !
কোন্ রাত্রি—আঁধারের পার
আজ সে খুঁজিছে
কত রাত ঝ'রে গেছে,—নিচে—তারো নিচে
কোন্ রাত—কোন্ অন্ধকার
একবার এসেছিলো,—আসিবে না আর ।

তুমি এই রাতের বাতাস,
বাতাসের সিন্ধু—ঢেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর !
অন্ধকার—নিঃসাড়তার
মাঝখানে
তুমি আনো প্রাণে
সমুদ্রের ভাষা,
রুধিবে পিপাসা,
যেতেছ জাগায়ে,
ছেঁড়া দেহ—ব্যথিত মনের ঘায়ে
ঝরিতেছে জলের মতন,—
রাতের বাতাস তুমি,—বাতাসের সিন্ধু—ঢেউ
তোমার মতন কেউ
নাই আর ।

গান গায় যেখানে সাগর তার জলের উল্লাসে,
সমুদ্রের হাওয়া ভেসে আসে
যেখানে সমস্ত রাত ভ'রে
নক্ষত্রের আলো পড়ে ঝ'রে

যেইখানে,
পৃথিবীর কানে
শস্য গায় গান
সোনার মতন ধান,—
ফ'লে ওঠে যেইখানে,—
একদিন—হয়তো—কে জানে
তুমি আর আমি
ঠাণ্ডা ফেনা ঝিনুকের মত চুপে থামি
সেইখানে রবো প'ড়ে !—
যেখানে সমস্ত রাত্রি নক্ষত্রের আলো পড়ে ঝ'রে,
সমুদ্রের হাওয়া ভেসে আসে,
গান গায় সিন্ধু তার জলের উল্লাসে।

ঘুমাতে চাও কি তুমি ?
অন্ধকারে ঘুমাতে কি চাই ?—
ঢেউয়ের গানের শব্দ
সেখানে ফেনার গন্ধ নাই ?
কেহ নাই,—আঙুলের হাতের পরশ
সেইখানে নাই আর,—
রূপ যেই স্বপ্ন আনে,—স্বপ্নে বুকে জাগায় যে-রস
সেইখানে নাই তাহা কিছু ;
ঢেউয়ের গানের শব্দ
যেখানে ফেনার গন্ধ নাই—

ঘুমাতে চাও কি তুমি ?
সেই অন্ধকারে আমি ঘুমাতে কি চাই।
তোমারে পাব কি আমি কোনোদিন ?—নক্ষত্রের তলে
অনেক চলার পথ,—সমুদ্রের জলে
গানের অনেক সুর—গানের অনেক সুর বাজে,—
ফুরাবে এ-সব, তবু—তুমি যেই কাজে
ব্যস্ত আজ—ফুরাবে না, জানি ;
একদিন তবু তুমি তোমার আঁচলখানি
টেনে লবে ; যেটুকু করার ছিলো সেইদিন হ'য়ে গেছে শেষ,
আমার এ সমুদ্রের দেশ
হয়তো হয়েছে স্তব্ধ সেইদিন,—আমার এ নক্ষত্রের রাত
হয়তো সরিয়া গেছে—তবু তুমি আসিবে হঠাৎ ;
গানের অনেক সুর—গানের অনেক সুর সমুদ্রের জলে,
অনেক চলার পথ নক্ষত্রের তলে !

আমার নিকট থেকে,
তোমারে নিয়েছে কেটে যখন সময় !
চাঁদ জেগে রয়
তারা-ভরা আকাশের তলে,
জীবন সবুজ হ'য়ে ফলে
শিশিরের শব্দে গান গায়
অন্ধকার,—আবেগ জানায়
রাতের বাতাস !
মাটি ধুলো কাজ করে,—মাঠে-মাঠে ঘাস
নিবিড় –গভীর হ'য়ে ফলে !
তারা-ভরা আকাশের তলে
চাঁদ তার আকাঙ্ক্ষার স্থল খুঁজে লয়,—
আমার নিকট থেকে তোমারে নিয়েছে কেটে যদিও সময়।

একদিন দিয়েছিলে যেই ভালোবাসা,
ভুলে গেছ আজ তার ভাষা !
জানি আমি,—তাই
আমিও ভুলিয়া যেতে চাই
একদিন পেয়েছি যে-ভালোবাসা
তার স্মৃতি—আর তার ভাষা ;
পৃথিবীতে যত ক্লান্তি আছে,
একবার কাছে এসে আসিতে চায় না আর কাছে
যে-মুহূর্তে ;—
একবার হ'য়ে গেছে, তাই যাহা গিয়েছে ফুরায়ে
একবার হেঁটেছে যে,—তাই যার পায়ে
চলিবার শক্তি আর নাই ;
সবচেয়ে শীত,—তৃপ্ত তাই

কেন আমি গান গাই ?
কেন এই ভাষা
বলি আমি !—এমন পিপাসা
বার-বার কেন জাগে।
প'ড়ে আছে যতটা সময়
এমন তো হয়।

অনেক আকাশ

গানের সুরের মতো বিকালের দিকের বাতাসে
পৃথিবীর পথ ছেড়ে—সন্ধ্যার মেঘের রঙ খুঁজে
হৃদয় ভাসিয়া যায়,—সেখানে সে কারে ভালোবাসে !—

পাখির মতন কেঁপে—ডানা মেলে—হিম-চোখ বুজে
অধীর পাতার মতো পৃথিবীর মাঠের সবুজে
উড়ে-উড়ে ঘর ছেড়ে কতো দিকে গিয়েছে সে ভেসে,—
নীড়ের মতন বুকে একবার তার মুখ গুঁজে
ঘুমাতে চেয়েছে,—তবু—ব্যথা পেয়ে গেছে ফেঁসে,—
তখন ভোরের রোদে আকাশে মেঘের ঠোঁট উঠেছিলো হেসে।

আলোর চুমায় এই পৃথিবীর হৃদয়ের জ্বর
ক'মে যায় ;—তাই নীল-আকাশের স্বাদ—সচ্ছলতা—
পূর্ণ ক'রে দিয়ে যায় পৃথিবীর ক্ষুধিত গহ্বর ;
মানুষের অন্তরের অবসাদ—মৃত্যুর জড়তা
সমুদ্র ভাঙিয়া যায় ;—নক্ষত্রের সাথে কয় কথা
যখন নক্ষত্র তবু আকাশের অন্ধকার রাতে—
তখন হৃদয়ে জাগে নতুন যে এক অধীরতা,—
তাই ল'য়ে সেই উষ্ণ-আকাশেরে চাই যে জড়াতে
গোধূলির মেঘে মেঘে, নক্ষত্রের মতো র'বো নক্ষত্রের সাথে।

আমারে দিয়েছ তুমি হৃদয়ের যে এক ক্ষমতা
ওগো শক্তি,—তার বেগে পৃথিবীর পিপাসার ভার,
বাধা পায়, জেনে লয় নক্ষত্রের মতন স্বচ্ছতা !
আমারে করেছ তুমি অসহিষ্ণু—ব্যর্থ—চমৎকার !
জীবনের পারে থেকে যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার,
কবর খুলেছে মুখ বার-বার যার ইশারায়,
বীণার তারের মতো পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষার তার
তাহার আঘাত পেয়ে কেঁপে-কেঁপে ছিঁড়ে শুধু যায় !
একাকী মেঘের মত ভেসেছে সে—বৈকালের আলোয়—সন্ধ্যায় !

সে এসে পাখির মত স্থির হ'য়ে বাঁধে নাই নীড়,—
তাহার পাখায় শুধু লেগে আছে তীর—অস্থিরতা !
অধীর অন্তর তারে করিয়াছে অস্থির—অধীর !
তাহারি হৃদয় তারে দিয়েছে ব্যাধের মতো ব্যথা।
একবার তাই নীল আকাশের আলোর গাঢ়তা
তাহারে করেছে মুগ্ধ,—অন্ধকার নক্ষত্র আবার
তাহারে নিয়েছে ডেকে,—জেনেছে সে এই চঞ্চলতা
জীবনের ;—উড়ে-উড়ে দেখেছি সে মরণের পার
এই উদ্বেলতা ল'য়ে নিশীথের সমুদ্রের মতো চমৎকার !

গোধূলির আলো ল'য়ে দুপুরে সে করিয়াছে খেলা,
স্বপ্ন দিয়ে দুই চোখ একা-একা রেখেছে সে ঢাকি ;

আকাশে আঁধার কেটে গিয়েছে যখন ভোর-বেলা
সবাই এসেছে পথে,—আসে নাই তবু সেই পাখি !—
নদীর কিনারে দূরে ডানা মেলে উড়েছে একাকী,
ছায়ার উপরে তার নিজের পাখার ছায়া ফেলে
সাজায়েছে স্বপ্নের 'পরে তার হৃদয়ের ফাঁকি !
সূর্যের আলোর 'পরে নক্ষত্রের মত আলো জেলে
সন্ধ্যার আঁধার দিয়ে দিন তার ফেলেছে সে মুছে অবহেলে !

কেউ তারে দেখে নাই ;—মানুষের পথ ছেড়ে দূরে
হাড়ের মতন শাখা ছায়ার মতন পাতা ল'য়ে
যেইখানে পৃথিবীর মানুষের মত ক্ষুব্ধ হ'য়ে
কথা কয়,—আকাঙ্ক্ষার আলোড়নে চলিতেছে ব'য়ে
হেমন্তের নদী,—ঢেউ ক্ষুধিতের মতো এক সুরে
হতাশ প্রাণের মতো অন্ধকারে ফেলিছে নিঃশ্বাস,—
তাহাদের মতো হ'য়ে তাহাদের সাথে গেছি র'য়ে ;
দূরে পড়ে পৃথিবীর ধুলা-মাটি-নদী-মাঠ-ঘাস,—
পৃথিবীর সিন্ধু দূরে,—আরো দূরে পৃথিবীর মেঘের আকাশ

এখানে দেখছি আমি জাগিয়াছে হে তুমি ক্ষমতা,
সুন্দর মুখের চেয়ে তুমি আরো ভীষণ,—সুন্দর !
ঝড়ের হাওয়ার চেয়ে আরো শক্তি—আরো ভীষণতা
আমারে দিয়েছে ভয় ! এইখানে পাহাড়ের 'পর
তুমি এসে বসিয়াছ —এইখানে অশান্ত সাগর
তোমারে এনেছে ডেকে ;—হে ক্ষমতা, তোমার বেদনা
পাহাড়ের বনে-বনে তুলিতেছে উত্তরের ঝড়
আকাশের চোখে-মুখে তুলিতেছে বিদ্যুতের ফণা
তোমার স্ফুলিঙ্গ আমি, ওগো শক্তি,—উল্লাসের মতন যন্ত্রণা !

আমার সকল ইচ্ছা প্রার্থনার ভাষার মতন
প্রেমিকের হৃদয়ের গানের মতন কেঁপে উঠে
তোমারে প্রাণের কাছে একদিন পেয়েছে কখন !
সন্ধ্যার আলোর মতো পশ্চিম মেঘের বুকে ফুটে,
আঁধার রাতের মতো তারার আলোর দিকে ছুটে,
সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো ঝড়ের হাওয়ার কোলে জেগে
সব আকাঙ্ক্ষার বাঁধ একবার গেছে তার টুটে !
বিদ্যুতের পিছে-পিছে ছুটে গেছি বিদ্যুতের বেগে !
নক্ষত্রের মত আমি আকাশের নক্ষত্রের বুকে গেছি লেগে !

যে মুহূর্ত চ'লে গেছে,—জীবনের যেই দিনগুলি

ফুরায়ে গিয়েছে সব,—একবার আসে তারা ফিরে ;
তোমার পায়ের চাপে তাদের করেছ তুমি ধূলি !
তোমার আঘাত দিয়ে তাদের দিয়েছ তুমি ছিঁড়ে
হে-ক্ষমতা ;—মনের ব্যথার মতো তাদের শরীরে
নিমেষে-নিমেষে তুমি কতোবার উঠেছিলে জেগে !
তারা সব চ'লে গেছে ;—ভূতুড়ে পাতার মতো ভিড়ে
উত্তুর-হাওয়ার মতো তুমি আজো রহিয়াছ লেগে !
যে-সময় চ'লে গেছে তা-ও কাঁপে ক্ষমতার বিস্ময়ে—আবেগে !

তুমি কাজ ক'রে যাও, ওগো শক্তি, তোমার মতন !
আমারে তোমার হাতে একাকী দিয়েছি আমি ছেড়ে ;
বেদনা-উল্লাসে তাই সমুদ্রের মত ভরে মন !
তাই কৌতূহল—তাই ক্ষুধা এসে হৃদয়েরে ঘেরে—
জোনাকির পথ ধ'রে তাই আকাশের নক্ষত্রেরে
দেখিতে চেয়েছি আমি,—নিরাশার কোলে ব'সে একা
চেয়েছি আশারে আমি,—বাঁধনের হাতে হেরে-হেরে
চাহিয়াছি আকাশের মতো এক অগাধের দেখা !—
ভোরের মেঘের ঢেউয়ে মুছে দিয়ে রাতের মেঘের কালো রেখা !

আমি প্রণয়িনী,—তুমি হে অধীর, আমার প্রণয়ী !
আমার সকল প্রেম উঠেছে চোখের জলে ভেসে !—
প্রতিধ্বনির মতো হে ধ্বনি, তোমার কথা কহি
কেঁপে উঠে—হৃদয়ের সে যে কতো আবেগে আবেশে ।
সব ছেড়ে দিয়ে আমি তোমারে একাকী ভালোবেসে
তোমার ছায়ার মতো ফিরিয়াছি তোমার পিছনে !
তবুও হারায়ে গেছে,—হঠাৎ কখন কাছে এসে
প্রেমিকের মতো তুমি মিশেছ আমার মনে-মনে
বিদ্যুৎ জ্বালায়ে গেছ,—আগুন নিভায়ে গেছ হঠাৎ গোপনে ।

কেন তুমি আস যাও ?—হে অস্থির, হবে নাকি ধীর !
কোনোদিন ?—রৌদ্রের মতন তুমি সাগরের 'পরে
একবার—দুবার জ্ব'লে উঠে হতেছ অস্থির !
তারপর, চ'লে যাও কোন্ দূরে পশ্চিমে—উত্তরে,—
সেখানে মেঘের মুখে চুমো খাও ঘুমের ভিতরে,
ইন্দ্র-ধনুকের মতো তুমি সেইখানে উঠিতেছ জ্বলে,
চাঁদের আলোর মতো একবার রাত্রির সাগরে,
খেলা করো ;—জ্যোৎস্না চ'লে যায়,—তবু তুমি যাও চ'লে
তার আগে ;—যা বলেছ একবার, যাবে নাকি আবার তা ব'লে !

যা পেয়েছি একবার পাব নাকি আবার তা খুঁজে !
যেই রাত্রি যেই দিন একবার ক'য়ে গেল কথা
আমি চোখ বুজিবার আগে তারা গেল চোখ বুজে,
ক্ষীণ হ'য়ে নিভে গেল সলিতার আলোর স্পষ্টতা !
ব্যথার বুকের 'পরে আর এক ব্যথা-বিহ্বলতা
নেমে এলো ;—উল্লাস ফুরায়ে গেল নতুন উৎসবে ;
আলো-অন্ধকার দিয়ে বুনিতেছি শুধু এই ব্যথা,—
দুলিতেছি এই ব্যথা-উল্লাসের সিন্ধুর বিপ্লবে !
সব শেষ হবে ;—তবু আলোড়ন,—তা কি শেষ হবে !

সকল যেতেছে চ'লে,—সব যায় নিভে—মুছে—ভেসে —
যে-সুর থেমেছে তার স্মৃতি তবু বুকে জেগে রয় ।
যে নদী হারায়ে যায় অন্ধকারে—রাতে—নিরুদ্দেশে,
তাহার চঞ্চল জল স্তব্ধ হ'য়ে কাঁপায় হৃদয় !
যে-মুখ মিলায়ে যায় আবার ফিরিতে তারে হয়
গোপনে চোখের 'পরে,—ব্যথিতের স্বপ্নের মতন !
ঘুমন্তের এই অশ্রু—কোন্ পীড়া—সে কোন্ বিস্ময়
জানায়ে দিতেছে এসে !—রাত্রি-দিন আমাদের মন
বর্তমান অতীতের গুহা ধ'রে একা-একা ফিরিছে এমন !

আমরা মেঘের মতো হঠাৎ চাঁদের বুকে এসে
অনেক গভীর রাতে—একবার পৃথিবীর পানে
চেয়ে দেখি, আবার মেঘের মতো চুপে-চুপে ভেসে
চ'লে যাই, এক ক্ষীণ বাতাসের দুর্বল আহ্বানে
কোন্ দিকে পথ বেয়ে !—আমাদের কেউ কি তা জানে ।
ফ্যাকাশে মেঘের মতো চাঁদের আকাশ পিছে রেখে
চ'লে যাই ;—কোন্ এক রুগ্ন হাত আমাদের টানে ?
পাখির মায়ের মতো আমাদের নিতেছে সে ডেকে
আরো আকাশের দিকে,—অন্ধকারে,—অন্য কারো আকাশের থেকে !

একদিন বুজিবে কি চারিদিকে রাত্রির গহ্বর !—
নিবন্ত বাতির বুকে চুপে-চুপে যেমন আঁধার
চ'লে আসে,—ভালোবেসে—নুয়ে তার চোখের উপর
চুমো খায়,—তারপর তারে কোলে টেনে লয় তার ;—
মাথার সকল স্বপ্ন—হৃদয়ের সকল সঞ্চার
একদিন সেই শূন্য সেই শীত-নদীর উপরে
ফুরাবে কি ?—দুলে-দুলে অন্ধকারে তবুও আবার
আমার রক্তের ক্ষুধা নদীর ঢেউয়ের মতো স্বরে
গান গাবে,—আকাশ উঠিবে কেঁপে আবার সে সঙ্গীতের ঝড়ে !

পৃথিবীর—আকাশের পুরানো কে আত্মার মতন
জেগে আছি ;—বাতাসের সাথে-সাথে আমি চলি ভেসে,
পাহাড়ে-হাওয়ার মতো ফিরিতেছে একা-একা মন,
সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো দুপুরের সমুদ্রের শেষে
চলিতেছে ;—কোন্ এক দূর দেশ—কোন্ নিরুদ্দেশ
জন্ম তার হয়েছিল,—সেইখানে উঠেছে সে বেড়ে ;
দেহের ছায়ার মতো আমার মনের সাথে মেশে
কোন্ স্বপ্ন ?—এ-আকাশ ছেড়ে দিয়ে কোন্ আকাশেরে
খুঁজে ফিরি !—গুহার হাওয়ার মতো বন্দী হ'য়ে মন তব ফেরে !

গাছের শাখার জালে এলোমেলো আঁধারের মতো
হৃদয় খুঁজিছে পথ, ভেসে-ভেসে,—সে যে কারে চায় !
হিমের হাওয়ার হাত তার হাড় করিছে আহত,—
সে-ও কি শাখার মতো—পাতার মতন ঝ'রে যায় !
বনের বুকের গান তার মতো শব্দ ক'রে গায় !
হৃদয়ের সুর তার সে যে কবে ফেলেছে হারায়ে !
অন্তরের আকাঙ্ক্ষারে—স্বপ্নেরে বিদায় জানায়
জীবন-মৃত্যুর মাঝে চোখ বুজে একাকি দাঁড়ায়ে ;
ঢেউয়ের ফেনার মত ক্লান্ত হ'য়ে মিশিবে কি সে-ঢেউয়ের গায়ে !

হয়তো সে মিশে গেছে,—তারে খুঁজে পাবে নাকো কেউ !
কেন যে সে এসেছিলো পৃথিবীর কেহ কি তা জানে !
শীতের নদীর বুকে অস্থির হয়েছে যেই ঢেউ
শুনেছে সে উষ্ণ-গান সমুদ্রের জলের আহ্বানে।
বিদ্যুতের মত অল্প আয়ু তবু ছিলো তার প্রাণে,
যে-ঝড় ফুরায়ে যায় তাহার মতন বেগ ল'য়ে
যে-প্রেম হয়েছে ক্ষুব্ধ সেই ব্যর্থ-প্রেমিকের গানে
মিলায়েছে গান তার,—তারপর চ'লে গেছে ব'য়ে।
সন্ধ্যায় মেঘের রঙ্ কখন গিয়েছে তার অন্ধকার হ'য়ে।

তবুও নক্ষত্র এক জেগে আছে,—সে যে তারে ডাকে !
পৃথিবী চায়নি যারে,— মানুষ করেছে যারে ভয়
অনেক গভীর রাতে তারায় তারায় মুখ ঢাকে
তবুও সে !—কোনো এক নক্ষত্রের চোখের বিস্ময়
তাহার মানুষ—চোখে ছবি দেখে একা জেগে রয় !
মানুষীর মতো ? কিম্বা আকাশের তারাটির মতো,—
সেই দূর-প্রণয়িনী আমাদের পৃথিবীর নয় !
তার দৃষ্টি তাড়নায় করেছে যে আমারে ব্যাহত,—

ঘুমন্ত বাঘের বুকের বিষের বাণের মত বিষম সে—ক্ষত।

আলো আর অন্ধকারে তার ব্যথা-বিহ্বলতা লেগে,
তাহার বুকের রক্তে পৃথিবী হতেছে শুধু লাল!—
মেঘের চিলের মতো—দুরন্ত চিতার মতো বেগে
ছুটে যাই,—পিছে আসিতেছে বৈকাল-সকাল
পৃথিবীর; যেন কোন্ মায়াবীর নষ্ট-ইন্দ্রজাল
কাঁদিতেছে ছিঁড়ে গিয়ে! কেঁপে কেঁপে পড়িতেছে ঝ'রে।
আরো কাছে আসিয়াছি তবু আজ,—আরো কাছে কাল
আসিব তবুও আমি; দিন-রাত্রি রয় পিছে প'ড়ে,—
তারপর একদিন কুয়াশার মতো সব বাধা যাবে স'রে

সিন্ধুর ঢেউয়ের তলে অন্ধকার রাতের মতন
হৃদয় উঠিতে আছে কোলাহলে কেঁপে বার—বার!
কোথায় রয়েছে আলো জেনেছে তা,—বুঝেছে তা মন,—
চারিদিকে ঘিরে তারে রহিয়াছে যদিও আঁধার!
একদিন এই গুহা ব্যথা পেয়ে আহত হিয়ার
বাঁধন খুলিয়া দেবে!—অধীর ঢেউয়ের মত ছুটে
সেদিন সে খুঁজে লবে ওই দূর নক্ষত্রের পার!
সমুদ্রের অন্ধকারে গহ্বরের ঘুম থেকে উঠে
দেখিবে জীবন তার খুলে গেছে পাখির ডিমের মতো ফুটে।

পরস্পর

মনে প'ড়ে গেল এক রূপকথা ঢের আগেকার,
কহিলাম,—শোনো তবে,—
শুনিতে লাগিব সবে,—
শুনিল কুমার;
কহিলাম,—দেখেছি সে চোখ বুজে আছে,
ঘুমোনো সে এক মেয়ে,—নিঃসাড় পুরীতে এক পাহাড়ের কাছে;
সেইখানে আর নেই কেহ,—
এক ঘরে পালঙ্কের 'পরে শুধু একখানা দেহ
প'ড়ে আছে,—পৃথিবীর পথে—পথে রূপ খুঁজে—খুঁজে
তারপর,—তারে আমি দেখেছিগো,—সেও চোখ বুজে
প'ড়েছিলো;—মসৃণ হাড়ের মতো শাদা হাত দুটি
বুকের উপরে তার রয়েছিলো উঠি!
আসিবে না গতি যেন কোনোদিন তাহার দু'পায়ে,
পাথরের মত শাদা গায়ে
এর যেন কোনোদিন ছিলো না হৃদয়,—
কিম্বা ছিলো—আমার জন্য তা নয়।

আমি গিয়ে তাই তারে পারিনি জাগাতে,
পাষাণের মতো হাত পাষাণের হাতে
রয়েছে আড়ষ্ট হ'য়ে লেগে ;
তবু্ও,—হয়তো তবু উঠিবে সে জেগে
তুমি যদি হাত দু'টি ধরো গিয়ে তার !—
ফুরালাম রূপকথা, শুনিল কুমার।
তারপর, কহিল কুমার,
আমিও দেখেছি তারে,—বসন্তসেনার
মতো সেইজন নয়—কিম্বা হবে তাই,—
ঘুমন্ত দেশের সে-ও বসন্তসেনাই !
মনে পড়ে,—শোনো,—মনে পড়ে
নবমী ঝরিয়া গেছে নদীর শিয়রে,—
(পদ্মা—ভাগীরথী—মেঘনা—কোন্ নদী যে সে,—
সে সব জানি কি আমি !—হয়তো বা তোমাদের দেশে
সেই নদী আজ আর নাই,—
আমি তবু তার পাড়ে আজো তো দাঁড়াই ।)
সেদিন তারার আলো—আর নিবু নিবু জ্যোৎস্নায়
পথ দেখে, যেইখানে নদী ভেসে যায়
কান দিয়ে তার শব্দ শুনে,
দাঁড়িয়েছিলাম গিয়ে মাঝরাতে,—কিম্বা ফাল্গুনে।
দেশ ছেড়ে শীত যায় চ'লে
সে সময়,—প্রথম দখিনে এসে পড়িতেছে ব'লে
রাতারাতি ঘুম ফেঁসে যায় ;
আমারো চোখের ঘুম খসেছিলো হায়,—
বসন্তের দেশে
জীবনের—যৌবনের !—আমি জেগে,—ঘুমন্ত শুয়ে সে !
জমানো ফেনার মত দেখা গেল তারে
নদীর কিনারে।
হাতির দাঁতের গড়া-মূর্তি'র মতন
শুয়ে আছে,—শুয়ে আছে—শাদা হাতে ধবধবে স্তন
রেখেছে সে ঢেকে !
বাকিটুকু,—থাক্—আহা,—একজনে দেখে শুধু—দেখে না অনেকে

এই ছবি !
দিনের আলোয় তার মুছে যায় সবি !—
আজো তবু খুঁজি
কোথায় ঘুমন্ত তুমি চোখ আছো বুজি !

কুমারের শেষ হ'লে পরে,—

আর এক দেশের এক রূপকথা বলিল আর একজন।
কহিল সে,—উত্তর সাগরে
আর নাই কেউ!—
জ্যোৎস্না আর সাগরের ঢেউ
উঁচুনিচু পাথরের 'পরে
হাতে হাত ধ'রে
সেইখানে ; কখন জেগেছে তারা—তারপর ঘুমালো কখন!
ফেনার মতন তারা ঠাণ্ডা—শাদা,—
আর তারা ঢেউয়ের মতন
জড়ায়ে জড়ায়ে যায় সাগরের জলে !
ঢেউয়ের মতন তারা ঢলে।
সেই জল-মেয়েদের স্তন
ঠাণ্ডা,—শাদা,—বরফের কুঁচির মতন!
তাহাদের মুখ চোখ ভিজে,
ফেনার শেমিজে
তাহাদের শরীর পিছল!
কাঁচের গুঁড়ির মত শিশিরের জল
চাঁদের বুকের থেকে ঝরে
উত্তর সাগরে!
পায়ে-চলা-পথ ছেড়ে ভাসে তারা সাগরের গায়ে,
কাঁকরের রক্ত কই তাহাদের পায়ে!
রূপার মতন চুল তাহাদের ঝিক্‌মিক্‌ করে
উত্তর সাগরে!

বরফের কুঁচির মতন
সেই জল-মেয়েদের স্তন।—
মুখ বুক ভিজে,
ফেনার শেমিজে
শরীর পিছল!

কাঁচের গুঁড়ির মতো শিশিরের জল
চাঁদের বুকের থেকে ঝরে
উত্তর সাগরে!
উত্তর সাগরে!
সবাই থামিলে পরে মনে হলো—একদিন আমি যাবো চ'লে
কল্পনার গল্প সব ব'লে ;
তারপর,—শীত-হেমন্তের শেষে বসন্তের দিন
আবার তো এসে যাবে ;
এক কবি,—তন্ময়,—সৌখিন,—

আবার তো জন্ম নেবে তোমাদের দেশে !
আমরা সাধিয়া গেছি যার কথা,—পরীর মতন এক ঘুমোনো মেয়ে সে
হীরের ছুরির মতো গায়ে
আরো ধার লবে সে শানায়ে !
সেই দিনও তার কাছে এসে হয়তো র'বে না আর কেউ,—
মেঘের মতন চুল ;—তার সে চুলের ঢেউ
এমনি পড়িয়া রবে পালঙ্কের 'পরে,—
ধুপের ধোয়ার মতো ধলা সেই পুরীর ভিতর।
চার পাশে তার
রাজ—যুবরাজ—জেতা—যোদ্ধাদের হাড়
গড়েছে পাহাড় !

এ রূপকথার এই রূপসীর ছবি
তুমিও দেখিবে এসে,—
তুমিও দেখিবে এসে কবি !
পাথরের হাতে তার রাখিবে তো হাত,—
শরীরে ননীর বাছুরি,—ছুঁয়ে দ্যাখো—চোখা ছুরি,—ধারালো হাতির দাঁত !
হাড়েরই কাঠামো শুধু,—তার মাঝে কোনোদিন হৃদয় মমতা
ছিলো কই।—তবু, সে কি জেগে যাবে ? কবে সে কি কথা
তোমার রক্তের তাপ পেয়ে ?—
আমার কথার এই মেয়ে,—এই মেয়ে !
কে যেন উঠিল ব'লে—তোমরা তো বলো রূপকথা,—
তেপান্তরের গল্প সব,—ওর কিছু আছে নিশ্চয়তা !
হয়তো অমনি হবে,—দেখিনিকো তাহা,
কিন্তু, শোনো,—স্বপ্ন নয়,—আমাদেরি দেশে কবে, আহা !
যেখানে মায়াবী নাই,—যাদু—নাই কোনো,—
এ-দেশের—গাল নয়, গল্প নয়, দু'-একটা শাদা কথা শোনো !

সে-ও এক রোদে লাল দিন,
রোদে লাল,—সবুজীর গানে-গানে সহজ স্বাধীন
একদিন,—সেই একদিন :
ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো চোখে,
ছেঁড়া করবীর মত মেঘের আলোকে
চেয়ে দেখি রূপসী কে প'ড়ে আছে খাটের উপরে !
মায়াবীর ঘরে।
ঘুমন্ত কন্যার কথা শুনেছি অনেক আমি, দেখিলাম তবু চেয়ে-চেয়ে
এ ঘুমোনো মেয়ে
পৃথিবীর,—মানুষের দেশের মতন ;
রূপ ঝ'রে যায়,—তবু করে যারা সৌন্দর্যের মিছা আয়োজন,—

যে-যৌবন ছিঁড়ে ফেঁড়ে যায়,
যারা ভয় পায়
আয়নায় তার ছবি দেখে !—
শরীরের ঘৃণ রাখে ঢেকে,
ব্যর্থতা লুকায়ে রাখে বুকে,
দিন যায় যাহাদের অসাধে,—অসুখে !—
দেখিতেছিলাম সেই সুন্দরীর মুখ,
চোখে ঠোঁটে অসুবিধা,—ভিতরে অসুখ !
কে যেন নিতেছে তারে খেয়ে !—
এ ঘুমোনো মেয়ে
পৃথিবী—ফোঁপ্রার মত ক'রে এরে লয় শুষে
দেবতা গন্ধর্ব নাগ পশু ও মানুষে !···
সবাই উঠিল ব'লে,—ঠিক—ঠিক—ঠিক !
আবার বলিল সেই সৌন্দর্য-তান্ত্রিক,—
আমায় বলেছে সে কি শোনো,—
আর একজন এই,—
পরী নয়,—মানুষও সে হয়নি এখনো ;—
বলেছে সে,—কাল সাঁজরাতে
আবার তোমার সাথে
দেখা হবে ?—আসিবে তো ?—তুমি আসিবে তো !
দেখা যদি পেতো !
নিকটে বসায়ে
কালো খোঁপা ফেলিত খসায়ে,—
কি কথা বলিতে নিয়ে থেমে যেতো শেষে
ফিক্ ক'রে হেসে !
তবু, আরো কথা
বলিতে আসিত,—তবু সব প্রগল্ভতা
থেমে যেত !
খোঁপা বেঁধে,—ফের খোঁপা ফেলিত খসায়ে,—
স'রে যেত, দেয়ালের গায়ে
রহিত দাঁড়ায়ে !
রাত ঢের,—বাড়িবে আরো কি
এই রাত !—বেড়ে যায়,—তবু চোখাচোখি
হয় নাই দেখা ।
আমাদের দুজনার !—দুইজন,—একা !—
বার-বার চোখ তবু কেন ওর ভ'রে আসে জলে !
কেন বা এমন ক'রে বলে,
কাল সাঁঝরাতে
আবার তোমার সাথে

দেখা হবে ?—আসিবে তো ?—তুমি আসিবে তো !—
আমি না কাঁদিতে কাঁদে, দেখা যদি পেত !…
দেখা দিয়ে বলিলাম, 'কে গো তুমি ?'—বলিল সে, 'তোমার বকুল,—
মনে আছে ?'—'এগুলো কি বাসি চাঁপাফুল ?
হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে ;'—'ভালোবাসো ?' হাসি পেল,—হাসি !
'ফুলগুলো বাসি নয়,—আমি শুধু বাসি !'
আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে ফেলে
নিবানো মাটির বাতি জেলে
চ'লে এলো কাছে,—
জটার মতন খোঁপা অন্ধকারে খসিয়া গিয়াছে,—
আজো এতো চুল !
চেয়ে দেখি,—দুটো হাত, ক'খানা আঙুল
একবার চুপে তুলে ধরি ;
চোখ দুটো চুণ-চুণ,—মুখ খড়ি-খড়ি !
থুতনিতে হাত দিয়ে তবু চেয়ে দেখি,—
সব বাসি,—সব বাসি,—একেবারে মেকি !

বোধ

আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়,—কোন্ এক বোধ কাজ করে ;
স্বপ্ন নয়,—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয় ;
আমি তারে পারি না এড়াতে,
সে আমার হাত রাখে হাতে ;
সব কাজ তুচ্ছ হয়,—পন্ড মনে হয়,
সব চিন্তা—প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়,
শূন্য মনে হয়।

সহজ লোকের মতো কে চলিতে পারে।
কে থামিতে পারে এই আলোয় আঁধারে
সহজ লোকের মতো ; তাদের মতন ভাষা কথা
কে বলিতে পারে আর,—কোনো নিশ্চয়তা
কে জানিতে পারে আর ?—শরীরের স্বাদ
কে বুঝিতে চায় আর ?—প্রাণের আহ্লাদ
সকল লোকের মতো কে পাবে আবার !
সকল লোকের মতো বীজ বুনে আর
স্বাদ কই !—ফসলের আকাঙ্ক্ষায় থেকে,
শরীরে মাটির গন্ধ মেখে,

শরীরে জলের গন্ধ মেখে,
উৎসাহে আলোর দিকে চেয়ে
চাষার মতন প্রাণ পেয়ে
কে আর রহিবে জেগে পৃথিবীর 'পরে ?
স্বপ্ন নয়,—শান্তি নয় – কোন্ এক বোধ কাজ করে
মাথার ভিতরে।

পথে চ'লে পারে—পারাপারে
উপেক্ষা করিতে চাই তারে ;
মড়ার খুলির মতো ধ'রে
আছাড় মারিতে চাই, জীবন্ত মাথার মতো ঘোরে
তবু সে মাথার চারিপাশে,
তবু সে চোখের চারিপাশে,
তবু সে বুকের চারিপাশে ;
আমি চলি, সাথে-সাথে সেও চ'লে আসে।

আমি থামি,—
সে-ও থেমে যায় ;

সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা ?
আমার চোখেই শুধু ধাঁ ধাঁ ?
আমার পথেই শুধু বাধা ?
জন্মিয়াছে যারা এই পৃথিবীতে
সন্তানের মতো হ'য়ে,—
সন্তানের জন্ম দিতে-দিতে
যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়,
কিম্বা আজ সন্তানের জন্ম দিতে হয়
যাহাদের ; কিম্বা যারা পৃথিবীর বীজখেতে আসিতেছে চ'লে
জন্ম দেবে—জন্ম দেবে ব'লে ;
তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
তাদের হৃদয় না কি ?—তাহাদের মন
আমার মনের মতো না কি ?
—তবু কেন এমন একাকী ?
তবু আমি এমন একাকী !

হাতে তুলে দেখিনি কি চাষার লাঙল ?
বালতিতে টানিনি কি জল ?

কাস্তে হাতে কতোবার যাইনি কি মাঠে ?
মেছোদের মতো আমি কতো নদী ঘাটে
ঘুরিয়াছি ;
পুকুরের পানা শ্যাওলা—আঁশটে গায়ের ঘ্রাণ গায়ে
গিয়েছে জড়ায়ে ;
—এই-সব স্বাদ ;
—এ-সব পেয়েছি আমি ;—বাতাসের মতন অবাধ
বয়েছে জীবন,
নক্ষত্রের তলে শুয়ে ঘুমায়েছে মন
একদিন ;
এই সব সাধ
জানিয়াছি একদিন,—অবাধ—অগাধ ;
চলে গেছি ইহাদের ছেড়ে ;—
ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
অবহেলা ক'রে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
ঘৃণা ক'রে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে ;

আমারে সে ভালোবাসিয়াছে,
আসিয়াছে কাছে,
উপেক্ষা সে করেছে আমারে,
ঘৃণা ক'রে চ'লে গেছে—যখন ডেকেছি বারে-বারে,
ভালোবেসে তারে ;
তবুও সাধনা ছিল একদিন,—এই ভালোবাসা ;
আমি তার উপেক্ষার ভাষা
আমি তার ঘৃণার আক্রোশ
অবহেলা ক'রে গেছি ; যে-নক্ষত্র—নক্ষত্রের দোষ
আমার প্রেমের পথে বার-বার দিয়ে গেছে বাধা
আমি তো ভুলিয়া গেছি ;
তবু এই ভালোবাসা—ধুলো আর কাদা— ।

মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোন এক বোধ কাজ করে ।
আমি সব দেবতারে ছেড়ে,
আমার প্রাণের কাছে চ'লে আসি,
বলি আমি এই হৃদয়েরে ;
সে কেন জলের মতো ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয় !
অবসাদ নাই তার ? নাই তার শান্তির সময় ?
কোনোদিন ঘুমাবে না ? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ
পাবেনা কি ? পাবেনা আহ্লাদ

মানুষের মুখ দেখে কোনোদিন৷
মানুষীর মুখ দেখে কোনোদিন।
শিশুদের মুখ দেখে কোনোদিন!

এই বোধ—শুধু এই স্বাদ
পায় সে কি অগাধ—অগাধ!
পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ
চায় না সে?—করেছে শপথ
দেখিবে সে মানুষের মুখ?
দেখিবে সে মানুষীর মুখ?
দেখিবে সে শিশুদের মুখ?
চোখে কালো শিরার অসুখ,
কানে যেই বধিরতা আছে,
যেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্ট শসা—পঁচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে সব হৃদয়ে ফলিয়াছে
—সেই সব।

অবসরের গান

শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে
অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের ক্ষেতে;
মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার – চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ,
তাহার আস্বাদ পেয়ে অবসাদে পেকে ওঠে ধান,
দেহের স্বাদের কথা কয়;
বিকালের আলো এসে (হয়তো বা) নষ্ট ক'রে দেবে তার সাধের সম
চারিদিকে এখন সকাল—
রোদের নরম রং শিশুর গালের মতো লাল;
মাঠের ঘাসের 'পরে শৈশবের ঘ্রাণ—
পাড়াগাঁর পথে ক্ষান্ত উৎসবের এসেছে আহ্বান!

চারিদিকে নুয়ে প'ড়ে ফলেছে ফসল,
তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা-ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল;
প্রচুর শস্যের গন্ধ থেকে-থেকে আসিতেছে ভেসে
পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণে ভরা আমাদের ভাঁড়ারের দেশে!
শরীর এলায়ে আসে এইখানে ফলন্ত ধানের মতো ক'রে,
যেই রোদ একবার এসে শুধু চ'লে যায় তাহার ঠোঁটের চুমো ধ'রে
আহ্লাদের অবসাদে ভ'রে আসে আমার শরীর,
চারিদিকে ছায়া—রোদ—খুদ—কুঁড়ো—কার্তিকের ভিড়;
চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কা

পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে রূপশালি-ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ

আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই- নুয়ে আছে নদীর এ-পারে
বিয়োবার দেরি নাই—রূপ ঝ'রে পড়ে তার—
শীত এসে নষ্ট ক'রে দিয়ে যাবে তারে ;
আজো তবু ফুরায়নি বৎসরের নতুন বয়স,
মাঠে-মাঠে ঝ'রে পড়ে কাঁচা রোদ—ভাঁড়ারের রস।

মাছির গানের মতো অনেক অলস শব্দ হয়
সকালবেলার রৌদ্রে ; কুঁড়েমির আজিকে সময়।

গাছের ছায়ার তলে মদ ল'য়ে কোন্ ভাঁড় বেঁধেছিলো ছড়া !
তার সব কবিতার শেষ পাতা হবে আজ পড়া ;
ভুলে গিয়ে রাজ্য—জয়—সাম্রাজ্যের কথা
অনেক মাটির তলে যেই মদ ঢাকা ছিলো তুলে নেবো তার শীতলতা ;
ডেকে নেবো আইবুড়ো পাড়াগাঁর মেয়েদের সব ;

মাঠের নিস্তেজ রোদে নাচ হবে—
শুরু হবে হেমন্তের নরম উৎসব।

হাতে হাত ধ'রে-ধ'রে গোল হ'য়ে ঘুরে-ঘুরে-ঘুরে
কার্তিকের মিঠে রোদে আমাদের মুখ যাবে পুড়ে ;
ফলন্ত ধানের গন্ধে—রঙে তার—স্বাদে তার ভ'রে যাবে আমাদের সকলের দেহ ;
রাগ কেহ করিবে না—আমাদের দেখে হিংসা করিবে না কেহ।
আমাদের অবসর বেশি নয়—ভালোবাসা আহ্লাদের অলস সময়
আমাদের সকলের আগে শেষ হয় ;
দূরের নদীর মতো সুর তুলে অন্য এক ঘ্রাণ—অবসাদ—
আমাদের ডেকে লয়, তুলে লয় আমাদের ক্লান্ত মাথা, অবসন্ন হাত।

তখন শস্যের গন্ধ ফুরায়ে গিয়াছে ক্ষেতে—রোদ গেছে প'ড়ে,
এসেছে বিকালবেলা তার শান্ত শাদা পথ ধ'রে ;
তখন গিয়েছে থেমে ওই কুঁড়ে গেঁয়োদের মাঠের রগড় ;
হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে শেষ ঝরা মেয়ে তার শাদা মরা শেফালীর বিছানার 'পর ;
মদের ফোঁটার শেষ হ'য়ে গেছে এ-মাঠের মাটির ভিতর ;
তখন সবুজ ঘাস হ'য়ে গেছে শাদা সব, হ'য়ে গেছে আকাশ ধবল,
চ'লে গেছে পাড়াগাঁর আইবুড়ো মেয়েদের দল !

২

পুরোনো পেঁচারা সব কোটরের থেকে
এসেছে বাহির হ'য়ে অন্ধকার দেখে
মাঠের মুখের 'পরে ;
সবুজ ধানের নিচে—মাটির ভিতরে
ইঁদুরেরা চ'লে গেছে ; আঁটির ভিতর থেকে চ'লে গেছে চাষা ;
শস্যের খেতের পাশে আজ রাতে আমাদের জেগেছে পিপাসা।

ফলন্ত মাঠের 'পরে আমরা খুঁজি না আজ মরণের স্থান,
প্রেম আর পিপাসার গান
আমরা গাহিয়া যাই পাড়াগাঁর ভাঁড়ের মতন ;
ফসল—ধানের ফলে যাহাদের মন
ভ'রে উঠে উপেক্ষা করিয়া গেছে সাম্রাজ্যের, অবহেলা ক'রে গেছে
পৃথিবীর সব সিংহাসন—
আমাদের পাড়াগাঁর সেই সব ভাঁড়
যুবরাজ রাজাদের হাড়ে আজ তাহাদের হাড়
মিশে গেছে অন্ধকারে অনেক মাটির নিচে পৃথিবীর তলে ;
কোটালের মতো তারা নিশ্বাসের জলে
ফুরায়নি তাদের সময় ;
পৃথিবীর পুরোহিতদের মতো তারা করে নাই ভয় ;
প্রণয়ীর মতো তারা ছেঁড়েনি হৃদয়
ছড়া বেঁধে শহরের মেয়েদের নামে ;
চাষাদের মতো তারা ক্লান্ত হ'য়ে কপালের ঘামে
কাটায়নি—কাটায়নি কাল ;
অনেক মাটির নিচে তাদের কপাল
কোনো এক সম্রাটের সাথে
মিশিয়া রয়েছে আজ অন্ধকার রাতে ;
যোদ্ধা—জয়ী—বিজয়ীর পাঁচ ফুট জমিনের কাছে—পাশাপাশি—
জিতিয়া রয়েছে আজ তাদের খুলির অট্টহাসি !

অনেক রাতের আগে এসে তারা চ'লে গেছে—তাদের দিনের আলো হয়েছে আঁধার,
সেই সব গেঁয়ো কবি—পাড়াগাঁর ভাঁড়—
আজ এই অন্ধকারে আসিবে কি আর ?
তাদের ফলন্ত দেহ শুষে ল'য়ে জন্মিয়াছে আজ এই খেতের ফসল ;
অনেক দিনের গন্ধে ভরা ওই ইঁদুরেরা জানে তাহা—জানে তাহা
নরম রাতের হাতে ঝরা এই শিশিরের জল !
সে-সব পেঁচারা আজ বিকালের নিশ্চলতা দেখে
তাহাদের নাম ধ'রে যায় ডেকে-ডেকে।
মাটির নিচের থেকে তারা

মৃতের মাথায় স্বপ্নে ন'ড়ে উঠে জানায় কি অদ্ভুত ইশারা !

আঁধারের মশা আর নক্ষত্র তা জানে—
আমরাও আসিয়াছি ফসলের মাঠের আহ্বানে।
সূর্যের আলোর দিন ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীর যশ পিছে ফেলে
শহর—বন্দর—বস্তি—কারখানা দেশলাইয়ে জেলে
আসিয়াছি নেমে এই খেতে ;
শরীরের অবসাদ—হৃদয়ের জ্বর ভুলে যেতে।
শীতের চাঁদের মতো শিশিরের ভেজা পথ ধ'রে
আমরা চলিতে চাই, তারপর যেতে চাই ম'রে
দিনের আলোয় লাল আগুনের মুখে পুড়ে মাছির মতন ;
অগাধ ধানের রসে আমাদের মন
আমরা ভরিতে চাই গেঁয়ো কবি—পাড়াগাঁর ভাঁড়ের মতন।

জমি উপড়ায়ে ফেলে চ'লে গেছে চাষা
নতুন লাঙল তার প'ড়ে আছে—পুরানো পিপাসা
জেগে আছে মাঠের উপরে ;
সময় হাঁকিয়া যায় পেঁচা ওই আমাদের তরে !
হেমন্তের ধান ওঠে ফ'লে—
দুই পা ছড়ায়ে বোসো এইখানে পৃথিবীর কোলে।

আকাশের মেঠো পথে থেমে ভেসে চ'লে যায় চাঁদ ;
অবসর আছে তার—অবোধের মতন আহ্লাদ
আমাদের শেষ হবে যখন সে চ'লে যাবে পশ্চিমের পানে,
এটুকু সময় তাই কেটে যাক্ রূপ আর কামনার গানে।

ফুরোনো খেতের গন্ধে এইখানে ভরেছে ভাঁড়ার ;
পৃথিবীর পথে গিয়ে কাজ নেই, কোনো কৃষকের মতো দরকার নেই দূরে মাঠে গিয়ে আর ;
রোধ—অবরোধ—ক্লেশ—কোলাহল শুনিবার নাহিকো সময়,
জানিতে চাই না আর সম্রাট সেজেছে ভাঁড় কোন্খানে—
কোথায় নতুন ক'রে বেবিলন ভেঙে গুঁড়ো হয় ;
আমার চোখের পাশে আনিয়ো না সৈন্যদের মশালের আগুনের রং ;
দামামা থামায়ে ফেল—পেঁচার পাখার মতো অন্ধকারে ডুবে যাক্
রাজ্য আর সাম্রাজ্যের সঙ।

এখানে নাহিকো কাজ—উৎসাহের ব্যথা নাই, উদ্যমের নাহিকো ভাবনা ;
এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার অনেক উত্তেজনা।
অলস মাছির শব্দে ভ'রে থাকে সকালের বিষণ্ণ সময়,

পৃথিবীরে মায়াবীর নদীর পারের দেশ ব'লে মনে হয়।
সকল পড়ন্ত রোদ চারিদিকে ছুটি পেয়ে জমিতেছে এইখানে এসে,
গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে,
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেক দিন—
জেগে থেকে ঘুমাবার সাধ ভালোবেসে।

এখানে চকিত হ'তে হবেনাকো, ত্রস্ত হ'য়ে পড়িবার নাহিকো সময়;
উদ্যমের ব্যথা নাই—এইখানে নাই আর উৎসাহের ভয়;
এইখানে কাজ এসে জমেনাকো হাতে,
মাথার চিন্তার ব্যথা হয় না জমাতে;
এখানে সৌন্দর্য এসে ধরিবে না হাত আর,
রাখিবে না চোখ আর নয়নের 'পর;
ভালোবাসা আসিবে না—
জীবন্ত কৃমির কাজ এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার ভিতর।

অলস মাছির শব্দে ভ'রে থাকে সকালের বিষণ্ন সময়,
পৃথিবীরে মায়াবীর নদীর পারের দেশ ব'লে মনে হয়;
সকল পড়ন্ত রোদ চারিদিকে ছুটি পেয়ে জমিতেছে এইখানে এসে,
গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে,
'এখানে-পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেকদিন জেগে থেকে ঘুমাবার সাধ ভালোবেসে।

ক্যাম্পে

এখানে বনের কাছে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি;
সারারাত দখিনা বাতাসে
আকাশের চাঁদের আলোয়
এক ঘাইহরিণীর ডাক শুনি—
কাহারে সে ডাকে!

কোথাও হরিণ আজ হতেছে শিকার;
বনের ভিতরে আজ শিকারীরা আসিয়াছে,
আমিও তাদের ঘ্রাণ পাই যেন,
এইখানে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে
ঘুম আর আসেনাকো
বসন্তের রাতে।

চারিপাশে বনের বিস্ময়,
চৈত্রের বাতাস,
জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ যেন;
ঘাইমৃগী সারারাত ডাকে;

কোথাও অনেক বনে - যেইখানে জ্যোৎস্না আর নাই
পুরুষ হরিণ সব শুনিতেছে শব্দ তার,
তাহারা পেতেছে টের,
আসিতেছে তার দিকে।
আজ এই বিস্ময়ের রাতে
তাহাদের প্রেমের সময় আসিয়াছে;
তাহাদের হৃদয়ের বন
বনের আড়াল থেকে তাহাদের ডাকিতেছে জ্যোৎস্নায়—
পিপাসার সান্ত্বনায়—আঘ্রাণে—আস্বাদে;
কোথাও বাঘের সাড়া বনে আজ নাই আর যেন;
মৃগদের বুকে আজ কোনো স্পষ্ট ভয় নাই,
সন্দেহের আবছায়া নাই কিছু;
কেবল পিপাসা আছে,
রোমহর্ষ আছে।
মৃগীর মুখের রূপে হয়তো চিতারও বুকে জেগেছে বিস্ময়;
লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-প্রেম-স্বপ্ন স্ফুট হ'য়ে উঠিতেছে সব দিকে
আজ এই বসন্তের রাতে;
এইখানে আমার নকটার্ন।

একে একে হরিণেরা আসিতেছে গভীর বনের পথ ছেড়ে,
সকল জলের শব্দ পিছে ফেলে অন্য এক আশ্বাসের খোঁজে
দাঁতের—নখের কথা ভুলে গিয়ে তাদের বোনের কাছে ওই
সুন্দরী গাছের নীচে—জ্যোৎস্নায়;
মানুষ যেমন করে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে
হরিণেরা আসিতেছে!
—তাদের পেতেছি আমি টের
অনেক পায়ের শব্দ শোনা যায়,
ঘাইমৃগী ডাকিতেছে জ্যোৎস্নায়।
ঘুমাতে পারি না আর;
শুয়ে শুয়ে থেকে
বন্দুকের শব্দ শুনি;
তারপর বন্দুকের শব্দ শুনি।
চাঁদের আলোয় ঘাইহরিণী আবার ডাকে;
এইখানে প'ড়ে থেকে একা-একা
আমার হৃদয়ে এক অবসাদ জ'মে ওঠে
বন্দুকের শব্দ শুনে শুনে
হরিণীর ডাক শুনে-শুনে।

কাল মৃগী আসিবে ফিরিয়া;

সকালে—আলোয় তাকে দেখা যাবে—
পাশে তার মৃত সব প্রেমিকেরা প'ড়ে আছে।
মানুষেরা শিখায়ে দিয়েছে তাকে এই সব।

আমার খাবার ডিশে হরিণের মাংসের ঘ্রাণ আমি পাবো,
…মাংস-খাওয়া হ'লো তবু শেষ?
…কেন শেষ হবে?
কেন এই মৃগদের কথা ভেবে ব্যথা পেতে হবে
তাদের মতন নই আমিও কি?
কোনো এক বসন্তের রাতে
জীবনের কোনো এক বিস্ময়ের রাতে
আমাকেও ডাকেনি কি কেউ এসে জ্যোৎস্নায়—দখিনা বাতাসে
ওই ঘাইহরিণীর মতো?

আমার হৃদয়—এক পুরুষহরিণ—
পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে
চিতার চোখের ভয়—চমকের কথা সব পিছে ফেলে রেখে
তোমাকে কি চায় নাই ধরা দিতে?
তোমার বুকের প্রেম ঐ মৃত মৃগদের মতো
যখন ধূলায় রক্তে মিশে গেছে
এই হরিণীর মতো তুমি বেঁচেছিলে নাকি
জীবনের বিস্ময়ের রাতে
কোনো এক বসন্তের রাতে?

তুমিও কাহার কাছে শিখেছিলে!
মৃত পশুদের মতো আমাদের মাংস ল'য়ে আমরাও প'ড়ে থাকি;
বিয়োগের—বিয়োগের—মরণের মুখে এসে পড়ে সব
ঐ মৃত মৃগদের মতো।
প্রেমের সাহস সাধ স্বপ্ন ল'য়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা-মৃত্যু পাই;
পাই না কি?
দোলনার শব্দ শুনি।
ঘাইমৃগী ডেকে যায়,
আমার হৃদয়ে ঘুম আসেনাকো
একা-একা শুয়ে থেকে;
বন্দুকের শব্দ তবু চুপে-চুপে ভুলে যেতে হয়।

ক্যাম্পের বিছানায় রাত তার অন্য এক কথা বলে;
যাহাদের দোনলার মুখে আজ হরিণেরা ম'রে যায়
হরিণের মাংস হাড় স্বাদ তৃপ্তি নিয়ে এলো যাহাদের ডিশে

তাহারাও তোমার মতন ;
ক্যাম্পের বিছানায় শুয়ে থেকে শুকাতেছে তাদেরো হৃদয়
কথা ভেবে—কথা ভেবে-ভেবে।
এই ব্যথা—এই প্রেম সব দিকে র'য়ে গেছে—
কোথাও ফড়িঙে-কীটে—মানুষের বুকের ভিতরে,
আমাদের সবের জীবনে।
বসন্তের জ্যোৎস্নায় ওই মৃত মৃগদের মতো
আমরা সবাই।

জীবন

চারিদিকে বেজে ওঠে অন্ধকার সমুদ্রের স্বর,—
নতুন রাত্রির সাথে পৃথিবীর বিবাহের গান!
ফসল উঠিছে ফ'লে—রসে রসে ভরিছে শিকড় ;
লক্ষ নক্ষত্রের সাথে কথা কয় পৃথিবীর প্রাণ!
সে কোন্ প্রথম ভোরে পৃথিবীতে ছিলো যে সন্তান
অংকুরের মতো আজ জেগেছে সে জীবনের বেগে!
আমার দেহের গন্ধে পাই তার শরীরের ঘ্রাণ,—
সিন্ধুর ফেনার গন্ধ আমার শরীরে আছে লেগে!
পৃথিবী রয়েছে জেগে চক্ষু মেলে,—তার সাথে সে-ও আছে জেগে!

২

নক্ষত্রের আলো জ্বেলে পরিষ্কার আকাশের 'পর
কখন এসেছে রাত্রি!—পশ্চিমের সাগরের জলে
তার শব্দ—উত্তর সমুদ্র তার,—দক্ষিণ সাগর
তাহার পায়ের শব্দে—তাহার পায়ের কোলাহলে
ভ'রে ওঠে ;—এসেছে সে আকাশের নক্ষত্রের তলে
প্রথম যে এসেছিলো, তারি মতো ;—তাহার মতন
চোখ তার,—তাহার মতন চুল—বুকের আঁচলে
প্রথম মেয়ের মতো ;—পৃথিবীর নদী মাঠ বন
আবার পেয়েছে তারে,—সমুদ্রের পারে রাত্রি এসেছে এখন!

৩

সে এসেছে,—আকাশের শেষ আলো পশ্চিমের মেঘে
সন্ধ্যার গহ্বর খুঁজে পালায়েছে!—রক্তে-রক্তে লাল
হয়ে গেছে বুক তার,—আহত চিতার মতো বেগে
পালায়ে গিয়েছে রোদ,—স'রে গেছে আলোর বৈকাল!
চ'লে গেছে জীবনের 'আজ' এক—আর এক 'কাল'
আসিত না যদি আর আলো লয়ে—রৌদ্র সঙ্গে ল'য়ে!—
এই রাত্রি—নক্ষত্র সমুদ্র ল'য়ে এমন বিশাল
আকাশের বুক থেকে পড়িত না যদি আর ক্ষ'য়ে!—
রয়ে যেতো,—যে-গান শুনিনি আর তাহার স্মৃতির মতো হয়ে!

৪

যে-পাতা সবুজ ছিলো—তবুও হলুদ হতে হয়,—
শীতের হাড়ের হাত আজো তারে যায় নাই ছুঁয়ে ;—
যে-মুখ যুবার ছিল,—তবু যার হয়ে যায় ক্ষয়,
হেমন্ত রাতের আগে ঝ'রে যায়,—প'ড়ে যায় নুয়ে ;—
পৃথিবীর এই ব্যথা বিহ্বলতা অন্ধকারে ধুয়ে
পূর্ব সাগরের ঢেউয়ে,—জলে-জলে পশ্চিমসাগরে
তোমার বিনুনি খুলে ; হেঁট হয়ে,—পা তোমার থুয়ে,
তোমার নক্ষত্র জেলে,—তোমার জলের স্বরে-স্বরে
রয়ে যেতে যদি তুমি আকাশের নিচে,—নীল পৃথিবীর 'পরে !

৫

ভোরের সূর্যের আলো পৃথিবীর গুহায় যেমন
মেঘের মতন চুল—অন্ধকার চোখের আস্বাদ
একবার পেতে চায় ;—যে জন রয় না—যেই জন
চলে যায়, তারে পেতে আমাদের বুকে যেই সাধ ;—
যে ভালোবেসেছে শুধু, হয়ে গেছে হৃদয় অবাধ
বাতাসের মত যার,—তাহার বুকের গান শুনে
মনে যেই ইচ্ছা জাগে ;—কোনো দিন দেখে নাই চাঁদ
যেই রাত্রি,—নেমে আসে লক্ষ-লক্ষ নক্ষত্রের গুনে
যেই রাত্রি, আমি তার চোখে চোখ, চুলে তার চুল নেব বুনে !

৬

তুমি রয়ে যাবে,—তবু—অপেক্ষায় রয় না সময়
কোনোদিন ;—কোনোদিন রবে না সে পথ থেকে স'রে।
সকলেই পথ চলে,—সকলেই ক্লান্ত তবু হয় ;
তবুও দু'জন কই ব'সে থাকে হাতে হাত ধ'রে !
তবুও দু'জন কই কে কাহারে রাখে কোলে ক'রে !
মুখে রক্ত ওঠে—তবু কমে কই বুকের সাহস !
যেতে হবে,—কে এসে চুলের ঝুঁটি টেনে লয় জোরে !
শরীরের আগে কবে ঝ'রে যায় হৃদয়ের রস !
তবু,—চলে,—মৃত্যুর ঠোঁটের মত দেহ যার হয়নি অবশ !

৭

হলদে পাতার মত আমাদের পথে ওড়াউড়ি !—
কবরের থেকে শুধু আকাঙ্ক্ষার ভূত লয়ে খেলা !—
আমরাও ছায়া হয়ে,—ভূত হয়ে করি ঘোরাঘুরি !
মনের নদীর পারে নেমে আসে তাই সন্ধ্যাবেলা
সন্ধ্যার অনেক আগে !—দুপুরেই হয়েছি একেলা !
আমরাও চরি-ফিরি কবরের ভূতের মতন !
বিকাবেলার আগে ভেঙে গেছে বিকালের মেলা,—

শরীর রয়েছে, তবু মরে গেছে আমাদের মন !
হেমন্ত আসে নি মাঠে,—হলুদ পাতায় ভরে হৃদয়ের বন !

৮

শীত-রাত ঢের দূরে,—অস্থি তবু কেঁপে ওঠে শীতে !
শাদা হাত দুটো শাদা হাড় হয়ে মৃত্যুর খবর
একবার মনে আনে,—চোখ বুজে তবু কি ভুলিতে
পারি এই দিনগুলো !—আমাদের রক্তের ভিতর
বরফের মতো শীত,—আগুনের মতো তবু জ্বর !
যেই গতি,—সেই শক্তি পৃথিবীর অন্তরে পঞ্জরে ;—
সবুজ ফলায়ে যায় পৃথিবীর বুকের উপর,—
তেমন স্ফুলিঙ্গ এক আমাদের বুকে কাজ করে ।
শস্যের কীটের আগে আমাদের হৃদয়ের শস্য তবু মরে !

৯

যতদিন রয়ে যাই এই শক্তি রয়ে যায় সাথে,—
বিকালের দিকে যেই ঝড় আসে তাহার মতন !
যে-ফসল নষ্ট হবে তারি ক্ষেত উড়াতে ফুরাতে
আমাদের বুকে এসে এই শক্তি করে আয়োজন !
নতুন বীজের গন্ধে ভ'রে দেয় আমাদের মন
এই শক্তি,—একদিন হয়তো বা ফলিবে ফসল !—
এরি জোরে একদিন হয়তো বা হৃদয়ের বন
আহ্লাদে ফেলিবে ভ'রে অলক্ষিত আকাশের তল !
দুরন্ত চিতার মত গতি তার,—বিদ্যুতের মতো সে চঞ্চল !

১০

অঙ্গারের মতো তেজ কাজ করে অন্তরের তলে,—
যখন আকাঙ্ক্ষা এক বাতাসের মতো বয়ে আসে,—
এই শক্তি আগুনের মতো তার জিভ তুলে জ্বলে !
ভস্মের মতন তাই হয়ে যায় হৃদয় ফ্যাকাশে !
জীবন-ধোঁয়ার মতো,—জীবন ছায়ার মতো ভাসে ;
যে-অঙ্গার জ্ব'লে জ্ব'লে নিভে যাবে,—হয়ে যাবে ছাই,-
সাপের মতন বিষ লয়ে সেই আগুনের ফাঁসে
জীবন পুড়িয়া যায় ;—আমরাও ঝ'রে পুড়ে যাই !
আকাশে নক্ষত্র হয়ে জ্বলিবার মত শক্তি—তবু শক্তি চাই !

১১

জান তুমি !—শিখেছ কি আমাদের ব্যর্থতার কথা ?—
হে ক্ষমতা, বুকে তুমি কাজ কর তোমার মতন !—
তুমি আছ,—রবে তুমি,—এর বেশি কোনো নিশ্চয়তা
তুমি এসে দিয়েছ কি ?—ওগো মন, মানুষের মন,—
হে ক্ষমতা—বিদ্যুতের মতো তুমি সুন্দর—ভীষণ !

মেঘের ঘোড়ার 'পরে আকাশের শিকারীর মতো ;—
সিন্ধুর সাপের মতো লক্ষ ঢেউয়ে তোলে আলোড়ন !
চমৎকৃত কর,—শরীরের তুমি করেছ আহত !—
যতই জেগেছে,—দেহ আমাদের ছিঁড়ে যেতে চেয়েছে যে তত ।

১২

তবু তুমি শীত-রাতে আড়ষ্ট সাপের মতো শুয়ে
হৃদয়ের অন্ধকারে প'ড়ে থাকো,—কুণ্ডলী পাকায়ে !—
অপেক্ষায় ব'সে থাকি,—স্ফুলিঙ্গের মতো যাবে ছুঁয়ে
কে তোমারে !—ব্যাধের পায়ের পাড়া দিয়ে যাবে গায়ে
কে তোমারে !—কোন্ অশ্রু, কোন্ পীড়া হতাশার ঘায়ে
কখন জাগিয়া ওঠো ;—স্থির হয়ে ব'সে আছি তাই ।
শীত-রাত বাড়ে আরো,—নক্ষত্রেরা যেতেছে হারায়ে,—
ছাইয়ে যে-আগুন ছিলো সেই সবও হ'য়ে যায় ছাই !
তবুও আরেক বার সব ভস্মে অন্তরের আগুন ধরাই !

১৩

অশান্ত হাওয়ার বুকে তবু আমি বনের মতন
জীবনের ছেড়ে দিছি !—পাতা আর পল্লবের মতো
জীবন উঠেছে বেজে শব্দে—স্বরে ;—যতবার মন
ছিঁড়ে গেছে,—হয়েছে দেহের মতো হৃদয় আহত
যতবার ;—উড়ে গেছে শাখা, পাতা প'ড়ে গেছে যতো ;—
পৃথিবীর বন হ'য়ে—ঝড়ের গতির মত হ'য়ে,
বিদ্যুতের মতো হ'য়ে আকাশের মেঘে ইতস্তত ;—
একবার মৃত্যু ল'য়ে—একবার জীবনেরে লয়ে
ঘূর্ণির মতন ব'য়ে যে-বাতাস ছেঁড়ে,—তার মতো গেছি বয়ে ।

১৪

কোথায় রয়েছে আলো আঁধারের বীণার আস্বাদ !
ছিন্ন রুগ্ন ঘুমন্তের চোখে এক সুস্থ স্বপ্ন হ'য়ে
জীবন দিয়েছে দেখা ;—আকাশের মতন অবাধ
পরিচ্ছন্ন পৃথিবীতে, সিন্ধুর হাওয়ার মতো ব'য়ে
জীবন দিয়েছে দেখা ;—জেগে উঠে সেই ইচ্ছা ল'য়ে
আড়ষ্ট তারার মত চমকায়ে গেছি শীত-মেঘে !
ঘুমায়ে যা দেখি নাই, জেগে উঠে তার ব্যথা স'য়ে
নির্জন হতেছে ঢেউ হৃদয়ের রক্তের আবেগে !
—যে-আলো নিভিয়া গেছে তাহার ধোঁয়ার মতো প্রাণ আছে জেগে !

১৫

নক্ষত্র জেনেছে কবে এই অর্থ শৃঙ্খলতা ভাষা !
বীণার তারের মত উঠিতেছে বাজিয়া আকাশে

তাদের গতির ছন্দ—অবিরত শক্তির পিপাসা
তাহাদের,—তবু সব তৃপ্ত হয়ে পূর্ণ হ'য়ে আসে !
আমাদের কাজ চলে ইশারায়,—আভাসে-আভাসে !
আরম্ভ হয় না কিছু,—সমস্তের তবু শেষ হয়,—
কীট যে-ব্যর্থতা জানে পৃথিবীর ধুলো মাটি ঘাসে
তারো বড় ব্যর্থতার সাথে রোজ হয় পরিচয় !
যা হয়েছে শেষ হয়,—শেষ হয় কোনোদিন যা হবার নয়।

১৬

সমস্ত পৃথিবী ভ'রে হেমন্তের সন্ধ্যার বাতাস
দোলা দিয়ে গেল কবে !—বাসি পাতা ভূতের মতন
উড়ে আসে !—কাশের রোগীর মতো পৃথিবীর শ্বাস,—
যক্ষ্মার রোগীর মতো ধুঁকে মরে মানুষের মন !—
জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ !
মরণ,—সে ভালো এই অন্ধকার সমুদ্রের পাশে !
বাঁচিয়া থাকিতে যারা হিঁচ্ড়ায়—করে প্রাণপণ,—
এই নক্ষত্রের তলে একবার তারা যদি আসে,—
রাত্রিরে দেখিয়া যায় একবার সমুদ্রের পারের আকাশে।

১৭

মৃত্যুরেও তবে তারা হয়তো ফেলিবে বেসে ভালো !
সব সাধ জেনেছে যে সে-ও চায় এই নিশ্চয়তা !
সকল মাটির গন্ধ আর সব নক্ষত্রের আলো
যে পেয়েছে,—সকল মানুষ আর দেবতার কথা
যে জেনেছে, আর এক ক্ষুধা তবু—এক বিহ্বলতা
তাহারও জানিতে হয় ! এই মতো অন্ধকারে এসে !—
জেগে-জেগে যা জেনেছে,—জেনেছে তা—জেগে জেনেছো তা,
নতুন জানিবে কিছু হয়তো বা ঘুমের চোখে সে !
সব ভালোবাসা যার বোঝা হল,—দেখুক্ সে মৃত্যু ভালোবেসে !

১৮

কিম্বা এই জীবনেরে একবার ভালোবেসে দেখি !—
পৃথিবীর পথে নয়,—এইখানে—এইখানে ব'সে ;—
মানুষ চেয়েছে কিবা ? পেয়েছে কি ?—কিছু পেয়েছে কি !—
হয়তো পায়নি কিছু,—যা পেয়েছে, তা-ও গেছে খ'সে
অবহেলা ক'রে ক'রে কিম্বা তার নক্ষত্রের দোষে ;—
ধ্যানের সময় আসে তারপর,—স্বপ্নের সময় !—
শরীর ছিঁড়িয়া গেছে,—হৃদয় পড়িয়া গেছে ধ্বসে !—
অন্ধকার কথা কয়—আকাশের তারা কথা কয়
তারপর,—সব গতি থেমে যায়,—মুছে যায়—শক্তির বিস্ময় !

১৯

কেউ আর ডাকিবে না,—এইখানে এই নিশ্চয়তা !—
তোমার দু'চোখ কেউ দেখে থাকে যদি পৃথিবীতে,
কেউ যদি শুনে থাকে কবে তুমি কি কয়েছ কথা,
তোমার সহিত কেউ থেকে থাকে যদি সেই শীতে,—
সেই পৃথিবীর শীতে,—আসিবে কি তোমারে চিনিতে
এইখানে সে আবার !—উঠানে পাতার ভিড়ে ব'সে,
কিম্বা ঘরে—হয়তো দেয়ালে আলো জেবলে দিতে-দিতে,
যখন হঠাৎ নিভে যাবে তার হাতের আলো সে,—
অসুস্থ পাতার মত দুলে তার মন থেকে প'ড়ে যাব খ'সে !

২০

কিম্বা কেউ কোনোদিন দেখে নাই,—চেনেনি আমারে ।
সকালবেলার আলো ছিলো যার সন্ধ্যার মতন,—
চকিত ভূতের মতো নদী আর পাহাড়ের ধারে
ইশারায় ভূত ডেকে জীবনের সব আয়োজন
আরম্ভ সে করেছিল !—কোনোদিন কোনো লোকজন
তার কাছে আসে নাই ;—আকাঙ্ক্ষার কবরের 'পরে
পুবের হাওয়ার মতো এসেছে সে হঠাৎ কখন !—
বীজ বুনে গেছে চাষা, সে বাতাস বীজ নষ্ট করে !
ঘুমের চোখের 'পরে নেমে আসে অশ্রু আর অনিদ্রার স্বরে ।

২১

যেমন বৃষ্টির পরে ছেঁড়া-ছেঁড়া কালো মেঘ এসে
আবার আকাশ ঢাকে—মাঠে-মাঠে অধীর বাতাস
ফোঁপায় শিশুর মতো,—একেবারে চাঁদ ওঠে ভেসে,—
দূরে—কাছে দেখা যায় পৃথিবীর ধানখেত ঘাস,
আবার সন্ধ্যার রঙে ভ'রে ওঠে সকল আকাশ,—
মড়ার চোখের রঙে সকল পৃথিবী থাকে ভ'রে !—
যে মরে যেতেছে তার হৃদয়ের সব শেষ শ্বাস
সকল আকাশ আর পৃথিবীর থেকে পড়ে ঝ'রে !—
জীবনে চলেছি আমি সে পৃথিবী আকাশের পথ ধ'রে-ধ'রে !

২২

রাত্রির ফুলের মতো—ঘুমন্ত হৃদয়ের মতো
অন্তর ঘুমায়ে গেছে,—ঘুমায়েছে মৃত্যুর মতন !—
সারাদিন বুকে ক্ষুধা লয়ে চিতা হয়েছে আহত,—
তারপর,—অন্ধকারে গুহা এই—ছায়াভরা বন
পেয়েছে সে !—অশান্ত হাওয়ার মতো মানুষের মন
বুজে গেছে—রাত্রি আর নক্ষত্রের মাঝখানে এসে !—

মৃত্যুর শান্তির স্বাদ এইখানে দিতেছে জীবন,—
জীবনেরে এইখানে একবার দেখি ভালোবেসে !
শুনে দেখি,—কোন্ কথা কয় রাত্রি, কোন্ কথা নক্ষত্র বলে সে ?

২৩

পৃথিবীর অন্ধকার অধীর বাতাসে গেছে ভ'রে—
শস্য ফ'লে গেছে মাঠে,—কেটে নিয়ে চলে গেছে চাষা ;
নদীর পারের বন মানুষের মতো শব্দ ক'রে
নির্জন ঢেউয়ের কানে মানুষের মনের পিপাসা,—
মৃত্যুর মতন তার জীবনের বেদনার ভাষা,—
আবার জানায়ে যায় !—কবরের ভূতের মতন
পৃথিবীর বুকে রোজ লেগে থাকে যে আশা হতাশা,—
বাতাসে ভাসিতেছিল ঢেউ তুলে সেই আলোড়ন !—
মড়ার কবর ছেড়ে পৃথিবীর দিকে তাই ছুটে গেল মন !

২৪

হলুদ পাতার মতো,—আলেয়ার বাষ্পের মতন,
ক্ষীণ বিদ্যুতের মতো ছেঁড়া-মেঘ আকাশের ধারে,
আলোর মাছির মতো—রুগ্নের স্বপ্নের মতো মন
একবার ছিল ঐ পৃথিবীর সমুদ্র পাহাড়ে,—
ঢেউ ভেঙে ঝ'রে যায়,—ম'রে যায়,—কে ফেরাতে পারে !
তবুও ইশারা করে ফাল্গুন-রাতের গন্ধে বয়ে
মৃত্যুরেও তার সেই কবরের গহ্বরে আঁধারে
জীবন ডাকিতে আসে ;—হয় নাই—গিয়েছে যা হয়ে,
মৃত্যুরেও ডাকো তুমি সেই ব্যথা আকাঙ্ক্ষার অস্থিরতা ল'য়ে !

২৫

মৃত্যুরে বন্ধুর মতো ডেকেছি তো,—প্রিয়ার মতন !—
চকিত শিশুর মতো তার কোলে লুকায়েছি মুখ ;
রোগীর জ্বরের মতো পৃথিবীর পথের জীবন ;
অসুস্থ চোখের 'পরে অনিদ্রার মতন অসুখ ;
তাই আমি প্রিয়তম ;—প্রিয়া ব'লে জড়ায়েছি বুক,—
ছায়ার মতন আমি হয়েছি তোমার পাশে গিয়া ?—
যে-ধূপ নিভিয়া যায় তার ধোঁয়া আঁধারে মিশুক,—
যে-ধোঁয়া মিলায়ে যায় তারে তুমি বুকে তুলে নিয়া
ঘুমানো গন্ধের মতো স্বপ্ন হ'য়ে তার ঠোঁটে চুমো দিও, প্রিয়া ;

২৬

মৃত্যুরে ডেকেছি আমি প্রিয়ের অনেক নাম ধ'রে !
যে-বালক কোনোদিন জানে নাই গহ্বরের ভয়,
পুবের হাওয়ার মতো ভূত হয়ে মন তার ঘোরে !

নদীর ধারে সে ভূত একদিন দেখেছে নিশ্চয় !
পায়ের তলের পাতা—পাপড়ির মতো মনে হয়
জীবনেরে,—খ'সে ক্ষয়ে গিয়েছি যে, তাহার মতন
জীবন পড়িয়া থাকে,—তার বিছানায় খেদ,—ক্ষয়—
পাহাড় নদীর পারে হাওয়া হয়ে ভূত হ'য়ে মন
চকিত পাতার শব্দে বাতাসের বুকে তারে করে অন্বেষণ !

২৭

জীবন,—আমার চোখে মুখ তুমি দেখেছো তোমার,—
একটি পাতার মতো অন্ধকারে পাতা-ঝরা গাছে ;—
একটি বোঁটার মতো যে-ফুল ঝরিয়া গেছে তার ;—
একাকী তারার মতো, সব তারা আকাশের কাছে
যখন মুছিয়া গেছে—পৃথিবীতে আলো আসিয়াছে ;—
যে ভালোবেসেছে, তার হৃদয়ের ব্যথার মতন ;—
কাল যাহা থাকিবে না,—আজই যাহা স্মৃতি হয়ে আছে ;—
দিন-রাত্রি—আমাদের পৃথিবীর জীবন তেমন !
সন্ধ্যার মেঘের মতো মুহূর্তের রঙ লয়ে মুহূর্তে নূতন !

২৮

আশঙ্কা ইচ্ছার পিছে বিদ্যুতের মতো কেঁপে ওঠে !
বীণার তারের মতো কেঁপে-কেঁপে ছিঁড়ে যায় প্রাণ !
অসংখ্য পাতার মতো লুটে তারা পথে-পথে ছোটে,—
যখন ঝড়ের মতো জীবনের এসেছে আহ্বান !
অধীর ঢেউয়ের মতো—অশান্ত হাওয়ার মতো গান
কোন্ দিকে ভেসে যায় !—উড়ে যায়,—কয় কোন্ কথা !
ভোরের আলোয় আজ শিশিরের বুকে যেই ঘ্রাণ,
রহিবে না কাল তার কোনো স্বাদ, —কোনো নিশ্চয়তা !
পাণ্ডুর পাতার রঙ গালে,—তবু রক্তে তার রবে অসুস্থতা !

২৯

যেখানে আসেনি চাষা কোনোদিন কাস্তে হাতে ল'য়ে,
জীবনের বীজ কেউ বোনে নাই সেইখানে এসে,
নিরাশার মত ফেঁপে চোখ বুজে পলাতক হয়ে
প্রেমেরে মৃত্যুর চোখে সেইখানে দেখিয়াছি শেষে !
তোমার চোখের 'পরে তাহার মুখেরে ভালোবেসে
এখানে এসেছি আমি,—আর একবার কেঁপে উঠে
অনেক ইচ্ছার বেগে,—শান্তির মতন অবশেষে
সব ঢেউ ভেঙে নিয়ে ফেনার ফুলের মতো ফুটে,
ঘুমাব বালির 'পরে ;—জীবনের দিকে আর যাবো নাকো ছুটে !

৩০

নির্জন রাত্রির মতো শিশিরের গুহার ভিতরে,—
পৃথিবীর ভিতরের গহ্বরের মতন নিঃসাড়
রব আমি ;—অনেক গতির পর—আকাঙ্ক্ষার পরে
যেমন থামিতে হয়—বুজে যেতে হয় একবার ;—
পৃথিবীর পারে থেকে কবরের মৃত্যুর ওপার
যেমন নিস্তব্ধ শান্ত নিমীলিত শূন্য মনে হয় ;—
তেমন আস্বাদ এক কিম্বা সেই স্বাদহীনতার
সাথে একবার হবে মুখোমুখি সব পরিচয় !
শীতের নদীর বুকে মৃত জোনাকির মুখ তবু সব নয় !

৩১

আবার পিপাসা সব ভূত হ'য়ে পৃথিবীর মাঠে,—
অথবা গ্রহের 'পরে,—ছায়া হয়ে, ভূত হয়ে ভাসে !—
যেমন শীতের রাতে দেখা যায় জ্যোৎস্না ধোঁয়াটে,
ফ্যাকাসে পাতার 'পরে, দাঁড়ায়েছে উঠানের ঘাসে ;—
যেমন হঠাৎ দুটো কালো পাখা চাঁদের আকাশে
অনেক গভীর রাতে চমকের মতো মনে হয় ;
কার পাখা ?—কোন্ পাখি ? পাখি সে কি ! অথচ সে আসে !—
তখন অনেক রাতে কবরের মুখে কথা কয় !—
ঘুমন্ত তখন ঘুমে, জাগিতে হতেছে যার, সে জাগিয়া রয় !

৩২

বনের পাতার মত কুয়াশায় হলুদ না হ'তে,
হেমন্ত আসার আগে হিম হ'য়ে প'ড়ে গেছি ঝ'রে !—
তোমার বুকের 'পরে মুখ আমি চেয়েছি লুকোতে ;
তোমার দুটি চোখ প্রিয়ার চোখের মতো ক'রে
দেখিতে চেয়েছি, মৃত্যু,—পথ থেকে ঢের দূর স'রে
প্রেমের মতন হ'য়ে !—তুমি হবে শান্তির মতন !—
তারপর স'রে যাবো,—তারপর তুমি যাবে মরে,—
অধীর বাতাস হয়ে কাঁপুক না পৃথিবীর বন !—
মৃত্যুর মতন তবু বুজে যাক, ঘুমাক মৃত্যুর মতো মন।

৩৩

নির্জন পাতার মতো,—আলেয়ার বাষ্পের মতন,
ক্ষীণ বিদ্যুতের মতো ছেঁড়া মেঘে আকাশের ধারে,
আলোর মাছির মতো—রুগ্নের স্বপ্নের মতো মন
একবার ছিলো ঐ পৃথিবীর সমুদ্রে পাহাড়ে,—
ঢেউ ভেঙে ঝ'রে যায়—মরে যায়,—কে ফেরাতে পারে !
তবুও ইশারা ক'রে ফাল্গুন-রাতের গন্ধে ব'য়ে
মৃত্যুরেও তার সেই কবরের গহ্বরে আঁধারে

জীবন ডাকিতে আসে ;—হয় নাই,—গিয়েছ যা হ'য়ে,—
মৃত্যুরেও ডাকো তুমি সেই স্মৃতি আকাঙ্ক্ষার অস্থিরতা ল'য়ে !

৩৪

পৃথিবীর অন্ধকার অধীর বাতাসে গেছে ভ'রে—
শস্য ফ'লে গেছে মাঠে,—কেটে নিয়ে চ'লে গেছে চাষা ;
নদীর পারের বন মানুষের মতো শব্দ ক'রে
নির্জন ঢেউয়ের কানে মানুষের মনের পিপাসা,—
মৃত্যুর মতন তার জীবনের বেদনার ভাষা,—
আবার জানায়ে যায় ;—কবরের ভূতের মতন
পৃথিবীর বুকে রোজ লেগে থাকে যে আশা হতাশা,—
বাতাসে ভাসিতেছিলো ঢেউ তুলে সেই আলোড়ন !—
মড়ার কবর ছেড়ে পৃথিবীর দিকে তাই ছুটে গেল মন !

১৩৩৩

তোমার শরীর,—
তাই নিয়ে এসেছিলে একবার ;—তারপর,—মানুষের ভিড়
রাত্রি আর দিন
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্ দিকে জানিনি তা,—হয়েছে মলিন
চক্ষু এই ;—ছিঁড়ে গেছি,—ফেঁড়ে গেছি,—পৃথিবীর পথে হেঁটে-হেঁটে
কতোদিন রাত্রি গেছে কেটে !
কতো দেহ এলো,—গেল,—হাত ছুঁয়ে-ছুঁয়ে
দিয়েছি ফিরায়ে সব ;—সমুদ্রের জলে দেহ ধুয়ে
নক্ষত্রের তলে
ব'সে আছি,—সমুদ্রের জলে
দেহ ধুয়ে নিয়া
তুমি কি আসিবে কাছে প্রিয়া !
তোমার শরীর,—
তাই নিয়ে এসেছিলে একবার ;—তারপর,—মানুষের ভিড়
রাত্রি আর দিন
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্ দিকে,—ফ'লে গেছে কতোবার, ঝ'রে গেছে তৃণ
আমারে চাও নাই তুমি আজ আর,—জানি ;
তোমার শরীর ছানি
মিটায় পিপাসা
কে সে আজ ! তোমার রক্তের ভালোবাসা
দিয়েছ কাহারে !
কে বা সেই !—আমি এই সমুদ্রের পারে
ব'সে আছি একা আজ,—ঐ দূর নক্ষত্রের কাছে
আজ আর প্রশ্ন নাই,—মাঝরাতে ঘাম লেগে আছে

চক্ষে তার,—এলোমেলো রয়েছে আকাশ!
উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খলা!—তারি তলে পৃথিবীর ঘাস
ফ'লে ওঠে, পৃথিবীর তৃণ
ঝ'রে পড়ে,—পৃথিবীর রাত্রি আর দিন
কেটে যায়!
উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খলা,—তারি তলে হায়!

জানি আমি—আমি যাবো চ'লে
তোমার অনেক আগে;
তারপর,—সমুদ্র গাহিবে গান বহুদিন,—
আকাশে-আকাশে যাবে জ্ব'লে
নক্ষত্র অনেক রাত আরো,
নক্ষত্র অনেক রাত আরো!—
(যদিও তোমারো
রাত্রি আর দিন শেষ হ'বে
একদিন কবে!)
আমি চ'লে যাবো,—তবু,—সমুদ্রের ভাষা
র'য়ে যাবে,—তোমার পিপাসা
ফুরাবে না,—পৃথিবীর ধুলো—মাটি—তৃণ
রহিবে তোমার তরে,—রাত্রি আর দিন
র'য়ে যাবে;—রয়ে যাবে তোমার শরীর,
আর এই পৃথিবীর মানুষের ভিড়!

আমারে খুঁজিয়াছিলে তুমি একদিন,—
কখন হারয়ে যাই—এই ভয়ে নয়ন মলিন
করেছিলে তুমি!—
জানি আমি;—তবু, এই পৃথিবীর ফসলের ভূমি
আকাশের তারার মতন
ফলিয়া ওঠে না রোজ;—দেহ—ঝরে, ঝ'রে যায় মন
তার আগে!
এই বর্তমান,—তার দু-পায়ের দাগে
মুছে যায় পৃথিবীর 'পর
একদিন হয়েছে যা—তার রেখা,—ধুলার অক্ষর!
আমারে হারায়ে আজ চোখ ম্লান করিবে না তুমি,—
জানি আমি;—পৃথিবীর ফসলের ভূমি
আকাশের তারার মতন
ফলিয়া ওঠে না রোজ;—
দেহ ঝ'রে, তার আগে আমাদের ঝ'রে যায় মন!

আমার পায়ের তলে ঝ'রে যায় তৃণ—
তার আগে এই রাত্রি দিন
পড়িতেছে ঝ'রে
এই রাত্রি,—এই দিন রেখেছিলে ভ'রে
তোমার পায়ের শব্দে,—শুনেছি তা আমি !
কখন গিয়েছে তবু থামি,
সেই শব্দ !—গেছ তুমি চ'লে
সেই দিন—সেই রাত্রি ফুরায়েছে ব'লে।
আমার পায়ের তলে ঝরে নাই তৃণ,—
তবু সেই রাত্রি আর দিন
প'ড়ে গেল ঝ'রে !—
সেই রাত্রি—সেই দিন—তোমার পায়ের শব্দে রেখেছিলে ভ'রে !
জানি আমি খুঁজিবে না আজিকে আমারে
তুমি আর ;—নক্ষত্রের পারে
যদি আমি চ'লে যাই,
পৃথিবীর ধুলো মাটি কাঁকরে হারাই
যদি আমি,—
আমারে খুঁজিতে তবু আসিবে না আজ ;
তোমার পায়ের শব্দ গেল কবে থামি
আমার এ নক্ষত্রের তলে !—
জানি তবু,—নদীর জলের মত পা তোমার চলে ;—
তোমার শরীর আজ ঝরে
রাত্রির ঢেউয়ের মতো কোনো এক ঢেউয়ের উপরে !
যদি আজ পৃথিবীর ধুলো মাটি কাঁকরে হারাই,
যদি আমি চ'লে যাই
নক্ষত্রের পারে,—
জানি আমি, তুমি, আর আসিবে না খুঁজিতে আমারে।

তুমি যদি রহিতে দাঁড়ায়ে !—
নক্ষত্র সরিয়া যায়,—তবু যদি তোমার দু'পায়ে
হারায়ে ফেলিতে পথ-চলার পিপাসা !—
একবার ভালোবেসে—যদি ভালোবাসিতে চাহিতে তুমি সেই ভালোবাসা
আমার এখানে এসে যেতে যদি থামি !—
কিন্তু তুমি চ'লে গেছ, তবু কেন আমি
রয়েছি দাঁড়ায়ে !
নক্ষত্র সরিয়া যায়,—তবু কেন আমার এ-পায়ে
হারায়ে ফেলেছি পথ-চলার পিপাসা !
একবার ভালোবেসে কেন আমি ভালোবাসি সেই ভালোবাসা !

চলিতে চাহিয়াছিলে তুমি একদিন
আমার এ-পথে,—কারণ, তখন তুমি ছিলে বন্ধুহীন।
জানি আমি,—আমার নিকটে তুমি এসেছিলে তাই।
তারপর,—কখন খুঁজিয়া পেলে কারে তুমি!—তাই আস নাই
আমার এখানে তুমি আর!
একদিন কত কথা বলেছিলে,—তবু বলিবার
সেইদিনো ছিলো না তো কিছু,—তবু সেইদিন
আমার এ-পথে তুমি এসেছিলে,—বলেছিলে কত কথা,—
কারণ, তখন তুমি ছিলে বন্ধুহীন;
আমার নিকটে তুমি এসেছিলে তাই;
তারপর—কখন খুঁজিয়া পেলে কারে তুমি,—তাই আস নাই!

তোমার দু'চোখ দিয়ে একদিন কতোবার চেয়েছ আমারে।
আলো-অন্ধকারে
তোমার পায়ের শব্দ কতোবার শুনিয়াছি আমি।
নিকটে-নিকটে আমি ছিলাম তোমার তবু সেইদিন,—
আজ রাত্রে আসিয়াছি নামি এই দূর সমুদ্রের জলে!
যে-নক্ষত্র দেখ নাই কোনোদিন, দাঁড়ায়েছি আজ তার তলে!
সারাদিন হাঁটিয়াছি আমি পায়ে-পায়ে
বালকের মতো এক,—তারপর,—গিয়েছি হারায়ে
সমুদ্রের জলে,
নক্ষত্রের তলে!
রাত্রে,—অন্ধকারে!
—তোমার পায়ের শব্দ শুনিব না তবু আজ,—জানি আমি,—
আজ তবু আসিবে না খুঁজিতে আমারে।

—তোমার শরীর,—
তাই নিয়ে এসেছিলে একবার;—তারপর মানুষের ভিড়
রাত্রি আর দিন
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্ দিকে জানিনি তা,—হয়েছে মলিন
চক্ষু এই;—ছিঁড়ে গেছি,—ফেঁড়ে গেছি,—পৃথিবীর পথে হেঁটে-হেঁটে
কতো দিন রাত্রি গেছে কেটে!
কতো দেহ এলো,—গেল,—হাত ছুঁয়ে-ছুঁয়ে
দিয়াছি ফিরায়ে সব;—সমুদ্রের জলে দেহ ধুয়ে
নক্ষত্রের তলে
ব'সে আছি,—সমুদ্রের জলে
দেহ ধুয়ে নিয়া
তুমি কি আসিবে কাছে প্রিয়া!

প্রেম

আমরা ঘুমায়ে থাকি পৃথিবীর গহ্বরের মতো,—
পাহাড় নদীর পারে অন্ধকারে হয়েছে আহত
একা-হরিণের মতো আমাদের হৃদয় যখন !
জীবনের রোমাঞ্চের শেষ হ'লে ক্লান্তির মতন
পাণ্ডুর পাতার মতো শিশিরে-শিশিরে ইতস্তত
আমরা ঘুমায়ে থাকি !—ছুটি ল'য়ে চলে যায় মন !—
পায়ের পথের মতো ঘুমন্তেরা প'ড়ে আছে কতো,—
তাদের চোখের ঘুম ভেঙে যাবে আবার কখন !—
জীবনের জ্বর ছেড়ে শান্ত হ'য়ে রয়েছে হৃদয়,—
অনেক জাগার পর এই মতো ঘুমাইতে হয় ।
অনেক জেনেছি ব'লে আর কিছু হয় না জানিতে ;

অনেক মেনেছে ব'লে আর কিছু হয় না মানিতে ;
দিন-রাত্রি-গ্রহ-তারা-পৃথিবী-আকাশ ধ'রে ধ'রে
অনেক উড়েছে যারা অধীর পাখির মতো ক'রে,—
পৃথিবীর বুক থেকে তাদের ডাকিয়া আনিতে
পুরুষ পাখির মতো,—প্রবল হাওয়ার মতো জোরে
মৃত্যুও উড়িয়া যায় !—অসাড় হতেছে পাতা শীতে,
হৃদয়ে কুয়াশা আসে,—জীবন যেতেছে তাই ঝ'রে !—
পাখির মতন উড়ে পায়নি যা পৃথিবীর কোলে—
মৃত্যুর চোখের 'পরে চুমো দেয় তাই পাবে ব'লে !

কারণ, সাম্রাজ্য—রাজ্য—সিংহাসন—জয়
মৃত্যুর মতন নয়,—মৃত্যুর শান্তির মতো নয় !
কারণ, অনেক অশ্রু—রক্তের মতন অশ্রু ঢেলে
আমরা রাখিতে আছি জীবনের এই আলো জ্বেলে !
তবুও নক্ষত্র নিজে নক্ষত্রের মতো জেগে রয় !—
তাহার মতন আলো হৃদয়ের অন্ধকারে পেলে
মানুষের মতো নয়,—নক্ষত্রের মতো হ'তে হয় !
মানুষের মতো হ'য়ে মানুষের মতো চোখ মেলে
মানুষের মতো পায়ে চলিতেছি যতদিন,—তাই,—
ক্লান্তির পরে ঘুম,—মৃত্যুর মতন শান্তি চাই !

কারণ, যোদ্ধার মতো—আর সেনাপতির মতন
জীবন যদিও চলে,—কোলাহল ক'রে চলে মন
যদিও সিন্ধুর মতো দল বেঁধে জীবনের সাথে,
সবুজ বনের মতো উত্তরের বাতাসের হাতে

যদিও বীণার মতো বেজে ওঠে হৃদয়ের বন
একবার—দুইবার—জীবনের অধীর আঘাতে,—
তবু—প্রেম—তবু তারে ছিঁড়ে ফেঁড়ে গিয়েছে কখন!
তেমন ছিঁড়িতে পারে প্রেম শুধু—অঘ্রাণের রাতে
হাওয়া এসে যেমন পাতার বুক চ'লে গেছে ছিঁড়ে!
পাতার মতন ক'রে ছিঁড়ে গেছে যেমন পাখিরে!

তবু পাতা—তবুও পাখির মতো ব্যথা বুকে ল'য়ে,
বনের শাখার মতো—শাখার পাখির মতো হ'য়ে
হিমের হাওয়ার রাতে আকাশের নক্ষত্রের তলে
বিদীর্ণ শাখার শব্দে—অসুস্থ ডানার কোলাহলে,
ঝড়ের হাওয়ার শেষে ক্ষীণ বাতাসের মতো ব'য়ে,
আগুনে জ্বলিয়া গেলে অঙ্গারের মতো তবু জ্বলে
আমাদের এ-জীবন!—জীবনের বিহ্বলতা স'য়ে
আমাদের দিন চলে,—আমাদের রাত্রি তবু চলে;
তার ছিঁড়ে গেছে,—তবু তাহারে বীণার মতো ক'রে
বাজাই,—যে-প্রেম চলিয়া গেছে তারি হাত ধ'রে!

কারণ, সূর্যের চেয়ে, আকাশের নক্ষত্রের থেকে
প্রেমের প্রাণের শক্তি বেশি;—তাই রাখিয়াছে ঢেকে
পাখির মায়ের মতো প্রেম এসে আমাদের বুক!
সুস্থ ক'রে দিয়ে গেছে আমাদের রক্তের অসুখ!
পাখির শিশুর মতো যখন প্রেমেরে ডেকে-ডেকে
রাতের গুহার বুকে ভালোবেসে লুকায়েছি মুখ,—
ভোরের আলোর মত চোখের তারায় তারে দেখে!—
প্রেম কি আসেনি তবু?—তবে তার ইশারা আসুক!
প্রেম কি চলিয়া যায় প্রাণের জলের ঢেউয়ে ছিঁড়ে!
ঢেউয়ের মতন তবু তার খোঁজে প্রাণ আসে ফিরে!

যতদিন বেঁচে আছি আলেয়ার মতো আলো নিয়ে,—
তুমি চ'লে আস প্রেম,—তুমি চ'লে আস কাছে প্রিয়ে!
নক্ষত্রের বেশি তুমি,—নক্ষত্রের আকাশের মতো!
আমরা ফুরায়ে যাই,—প্রেম, তুমি হও না আহত!
বিদ্যুতের মতো মোরা মেঘের গুহার পথ দিয়ে
চ'লে আসি,—চ'লে যাই,—আকাশের পারে ইতস্তত!—
ভেঙে যাই,—নিভে যাই,—আমরা চলিতে গিয়ে-গিয়ে।
আকাশের মতো তুমি,—আকাশে নক্ষত্র আছে যতো,—
তাদের সকল আলো একদিন নিভে গেলে পরে,—
তুমিও কি ডুবে যাবে, ওগো প্রেম, পশ্চিম সাগরে!

জীবনের মুখে চেয়ে সেইদিনও র'বে জেগে,—জানি!
জীবনের বুকে এসে মৃত্যু যদি উড়ায় উড়ানি,—
ঘুমন্ত ফুলের মতো নিবন্ত বাতির মতো ঢেলে
মৃত্যু যদি জীবনের রেখে যায়,—তুমি তারে জেবলে
চোখের তারার 'পরে তুলে লবে সেই আলোখানি!
সময় ভাসিয়া যাবে,—দেবতা মরিবে অবহেলে,—
তবুও দিনের মেঘ আঁধার রাত্রির মেঘ ছানি
চুমো খাবে!—মানুষের সব ক্ষুধা আর শক্তি ল'য়ে
পূর্বের সমুদ্র অই পশ্চিম সাগরে যাবে ব'য়ে।

সকল ক্ষুধার আগে তোমার ক্ষুধায় ভরে মন!
সকল শক্তির আগে প্রেম তুমি,—তোমার আসন
সকল স্থলের 'পরে,—সকল জলের 'পরে আছে!
যেইখানে কিছু নাই সেখানেও ছায়া পড়িয়াছে
হে প্রেম তোমার!—যেইখানে শব্দ নাই তুমি আলোড়ন
তুলিয়াছ!—অঙ্কুরের মতো তুমি,—যাহা ঝরিয়াছে
আবার ফুটাও তারে!—তুমি ঢেউ,—হাওয়ার মতন!
আগুনের মতো তুমি আসিয়াছ অন্তরের কাছে!
আশার ঠোঁটের মতো নিরাশার ভিজে চোখ চুমি
আমার বুকের প'রে মুখ রেখে ঘুমায়েছ তুমি!

জীবন হয়েছে এক প্রার্থনার গানের মতন
তুমি আছ ব'লে প্রেম,—গানের ছন্দের মতো মন
আলো আর অন্ধকারে দুলে ওঠে তুমি আছ ব'লে!
হৃদয় গন্ধের মতো—হৃদয় ধূপের মতো জেবলে
ধোঁয়ার চামর তুলে তোমারে যে করিছে ব্যজন!
ওগো প্রেম,—বাতাসের মতো যেই দিকে যাও চ'লে
আমারে উড়ায়ে লও আগুনের মতন তখন!
আমি শেষ হব শুধু, ওগো প্রেম, তুমি শেষ হ'লে!
তুমি যদি বেঁচে থাকো,—জেগে র'বো আমি এই পৃথিবীর 'পর,-
যদিও বুকের প'রে র'বে মৃত্যু—মৃত্যুর কবর!

তবুও,—সিন্ধুর জল—সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো ব'য়ে
তুমি চ'লে যাও প্রেম;—একবার বর্তমান হ'য়ে.—
তারপর, আমাদের ফেলে যাও পিছনে—অতীতে,—
স্মৃতির হাড়ের মাঠে,—কার্তিকের শীতে!
অগ্রসর হ'য়ে তুমি চলিতেছ ভবিষ্যৎ ল'য়ে—
আজো যারে দ্যাখো নাই তাহারে তোমার চুমো দিতে
চ'লে যাও!—দেহের ছায়ার মতো তুমি যাও র'য়ে,—

আমরা ধরেছি ছায়া,—প্রেমেরে তো পারিনি ধরিতে।
ধ্বনি চ'লে গেছে দূরে,—প্রতিধ্বনি পিছে প'ড়ে আছে ;—
আমরা এসেছি সব,—আমরা এসেছি তার কাছে !

একদিন—একরাত করেছি প্রেমের সাথে খেলা !
একরাত—একদিন করেছি মৃত্যুরে অবহেলা।
একদিন—একরাত ;—তারপর প্রেম গেছে চ'লে,—
সবাই চলিয়া যায়,—সকলেরে যেতে হয় ব'লে
তাহারোও ফুরালো রাত !—তাড়াতাড়ি প'ড়ে গেল বেলা
প্রেমেরোও যে !—একরাত আর একদিন সাঙ্গ হলে
পশ্চিমের মেঘে আলো একদিন হয়েছে সোনেলা !
আকাশে পূবের মেঘে রামধনু গিয়েছিলো জ্বে'লে
একদিন ;—রয় না কিছুই তবু,—সব শেষ হয়,—
সময়ের আগে তাই কেটে গেল প্রেমের সময় ;

একদিন—একরাত প্রেমেরে পেয়েছি তবু কাছে !—
আকাশ চলেছে,—তার আগে-আগে প্রেম চলিয়াছে !
সকলের ঘুম আছে,—ঘুমের মতন মৃত্যু বুকে
সকলের ;—নক্ষত্রও ঝ'রে যায় মনের অসুখে ;—
প্রেমের পায়ের শব্দ তবুও আকাশে বেঁচে আছে !
সকল ভুলের মাঝে যায় নাই কেউ ভুলে-চুকে
হে প্রেম তোমারে !—মৃতেরা আবার জাগিয়াছে !—
যে-ব্যথা মুছিতে এসে পৃথিবীর মানুষের মুখে
আরো ব্যথা—বিহ্বলতা তুমি এসে দিয়ে গেলে তারে,—
ওগো প্রেম,—সেই সব ভুলে গিয়ে কে ঘুমাতে পারে !

পিপাসার গান

কোনো এক অন্ধকারে আমি
যখন যাইব চ'লে—আরবার আসিব কি নামি
অনেক পিপাসা ল'য়ে এ-মাটির তীরে
তোমাদের ভিড়ে !
কে আমারে ব্যথা দেছে—কে বা ভালোবাসে,—
সব ভুলে,—শুধু মোর দেহের তালাসে
শুধু মোর স্নায়ু শিরা রক্তের তরে
এ-মাটির 'পরে
আসিব কি নেমে !
পথে-পথে,—থেমে—থেমে—থেমে
খুঁজিব কি তারে,—
এখানের আলোয়-আঁধারে

যেইজন বেঁধেছিল বাসা !—
মাটির শরীরে তার ছিলো যে-পিপাসা,
আর সেই ব্যথা ছিলো,—সেই ঠোঁট, চুল,
যেই চোখ,—যেই হাত,—আর যে-আঙুল
রক্ত আর মাংসের স্পর্শসুখভরা,—
যেই দেহ একদিন পৃথিবীর ঘ্রাণের পসরা
পেয়েছিলো,—আর ধানীসুরা করেছিলো পান,
একদিন শুনেছে যে জল আর ফসলের গান,
দেখেছে যে ওই নীল আকাশের ছবি
মানুষ-নারীর মুখ,—পুরুষ—স্ত্রীর দেহ সবি
যার হাত ছুঁয়ে আজো উষ্ণ হয়ে আছে,—
ফিরিয়া আসিবে সে কি তাহাদের কাছে !
প্রণয়ীর মতো ভালোবেসে
খুঁজিবে কি এসে
একখানা দেহ শুধু !—
হারায়ে গিয়েছে কবে কঙ্কালে কাঁকরে
এ-মাটির 'পরে !

অন্ধকারে সাগরের জল
ছেনেছে আমার দেহ,—হয়েছে শীতল
চোখ—ঠোঁট—নাসিকা—আঙুল
তাহার ছোঁয়াচে ;—ভিজে গেছে চুল
শাদা-শাদা ফেনাফুলে ;
কতবার দূর উপকূলে
তারাভরা আকাশের তলে
বালকের মতো এক—সমুদ্রের জলে
দেহ ধুয়ে নিয়া
জেনেছি দেহের স্বাদ ;—গেছে বুকে—মুখ পরশিয়া
রাঙা রোদ,—নারীর মতন
এ-দেহ পেয়েছে যেন তাহার চুম্বন
ফসলের ক্ষেতে !
প্রথম প্রণয়ী সে যে, কার্তিকের ভোরবেলা দূরে যেতে-যেতে
থেমে গেছে সে আমার তরে !
চোখ দু'টো ফের ঘুমে ভরে
যেন তার চুমো খেয়ে !
এ-দেহ,—অলস মেয়ে
পুরুষের সোহাগে অবশ !—
চুমে ল'য়ে রৌদ্রের রস
হেমন্ত বৈকালে

উড়ো পাখপাখালীর পালে
উঠানের ;—পেতে থাকে কান—
শোনে ঝরা-শিশিরের গান
অঘ্রাণের মাঝরাতে ;
হিম হাওয়া যেন শাদা কঙ্কালের হাতে
এ-দেহেরে এসে ধরে,—
ব্যথা দেয় !   নারীর অধরে
চুলে—চোখে—জুঁয়ের নিঃশ্বাসে
ঝুম্‌কো-লতার মতো তার দেহ-ফাঁসে
ভরা ফসলের মতো পড়ে ছিঁড়ে
এই দেহ,—ব্যথা পায় ফিরে !···
তবু এই শস্যখেতে পিপাসার ভাষা
ফুরাবে না ;—কে বা সেই চাষা,—
কাস্তে হাতে,—কঠিন,—কামুক,—
আমাদের সবটুকু ব্যথাভরা সুখ
উচ্ছেদ করিবে এসে একা !
কে বা সেই !—জানি না তো,—হয় নাই দেখা
আজো তার সনে ;
আজ শুধু দেহ—আর দেহের পীড়নে
সাধ মোর ;—চোখে ঠোঁটে চুলে
শুধু পীড়া,—শুধু পীড়া !—মুকুলে-মুকুলে
শুধু কীট,—আঘাত,—দংশন,—
চায় আজ মন !

নক্ষত্রের পানে যেতে-যেতে
পথ ভুলে বার-বার পৃথিবীর খেতে
জন্মিয়েছি আমি এক সবুজ ফসল !—
অন্ধকারে শিশিরের জল
কানে-কানে গাহিয়াছে গান ;—
ঢালিয়াছে শীতল আঘ্রাণ ;
মোর দেহ ছেনে গেছে অলস—আঢুল
কুমারী আঙুল
কুয়াশার ; ঘ্রাণ আর পরশের সাধ
জাগায়েছে ;—কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ
ঢালিয়াছে আলো,—
প্রণয়ীর ঠোঁটের ধারালো—
চুম্বনের মতো !
রেখে গেছে ক্ষত
সবুজীর [illegible]

শস্যের মতো মোর এ-শরীর ছিঁড়ে
বার-বার হয়েছে আহত
আগুনের মতো
দুপুরের রাঙা রোদ !
আমি তবু ব্যথা দেই,—
ব্যথা পাই ফিরে ।—
তবু চাই সবুজ শরীরে
এ-ব্যথার সুখ ।
লাল আলো,—রৌদ্রের চুমুক,
অন্ধকার,—কুয়াশার ছুরি
মোরে যেন কেটে লয়,—যেন গুঁড়ি-গুঁড়ি
ধুলো মোরে ধীরে লয় শুষে ।—
মাঠে—মাঠে—আড়ষ্ট পউষে
ফসলের গন্ধ বুকে ক'রে
বার-বার পড়ি যেন ঝ'রে ।
আবার পাব কি আমি ফিরে
এই দেহ ।—এ মাটির নিঃসাড় শিশিরে
রক্তের তাপ ঢেলে আমি
আসিব কি নামি !
হেমন্তের রৌদ্রের মতন
ফসলের স্তন
আঙুলে নিঙাড়ি
এক খেত ছাড়ি
অন্য খেতে চলিব কি ভেসে
এ সবুজ দেশে
আর এক বার । শুনিব কি গান
ঢেউদের ।—জলের আঘ্রাণ
লব বুকে তুলে
আমি পথ ভুলে
আসিব কি এ-পথে আবার ।
ধুলো-বিছানার
কীটেদের মতো
হবো কি আহত
ঘাসের আঘাতে !
বেদনার সাথে
সুখ পাব !
লতার মতন মোর চুল,
আমার আঙুল
পাপড়ির মতো,—

করিবে বিক্ষত
তোমার আঙুলে—চুলে!
লাগিবে কি ফুলে
ফুলের আঘাত! আর বার
আমার এ পিপাসার ধার
তোমাদের জাগাবে পিপাসা!
ক্ষুধিতের ভাষা
বুকে ক'রে ক'রে
ফলিবো কি!—পড়িব কি ঝ'রে
পৃথিবীর শস্যের-ক্ষেতে
আর একবার আমি—
নক্ষত্রের পানে যেতে-যেতে।

পাখিরা

ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে—
বসন্তের রাতে
বিছানায় শুয়ে আছি ;—
—এখন সে কতো রাত!
ওই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর,
স্কাইলাইট মাথার উপর,
আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর।
তারপর চ'লে যায় কোথায় আকাশে?
তাদের ডানার ঘ্রাণ চারিদিকে ভাসে।

শরীরে এসেছে স্বাদ বসন্তের রাতে,
চোখ আর চায় না ঘুমাতে ;
জানালার থেকে ওই নক্ষত্রের আলো নেমে আসে,
সাগরের জলের বাতাসে
আমার হৃদয় সুস্থ হয় ;
সবাই ঘুমায়ে আছে সব দিকে—
সমুদ্রের এই ধারে কাহাদের নোঙরের হয়েছে সময়?

সমুদ্রের ওই পারে—আরো দূর পারে
কোনো এক মেরুর পাহাড়ে
এই সব পাখি ছিলো ;
ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে দলে-দলে সমুদ্রের 'পর
নেমেছিলো তারা তারপর,
মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে।
বাদামী—সোনালি—সাদা—ফুট্‌ফুট্‌ ডানার ভিতরে

রবারের মতন ছোটো বুকে
তাদের জীবন ছিলো—
যেমন রয়েছে মৃত্যু লক্ষ-লক্ষ মাইল ধ'রে সমুদ্রের মুখে
তেমন অতল সত্য হয়ে।
কোথাও জীবন আছে—জীবনের স্বাদ রহিয়াছে,
কোথাও নদীর জল র'য়ে গেছে—সাগরের তিতা ফেনা নয়,
খেলার বলের মতো তাদের হৃদয়
এই জানিয়াছে;
কোথাও রয়েছে প'ড়ে শীত পিছে, আশ্বাসের কাছে
তাহা আসিয়াছে।

তারপর চ'লে যায় কোন্ এক ক্ষেতে;
তাহার প্রিয়ের সাথে আকাশের পথে যেতে-যেতে
সে কি কথা কয়?
তাদের প্রথম ডিম জন্মিবার এসেছে সময়।

অনেক লবণ ঘেঁটে সমুদ্রের পাওয়া গেছে এ-মাটির ঘ্রাণ,
ভালোবাসা আর ভালোবাসার সন্তান,
আর সেই নীড়,
এই স্বাদ—গভীর—গভীর।

আজ এই বসন্তের রাতে
ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে;
ওই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর,
স্কাইলাইট মাথার উপর,
আকাশে পাখীরা কথা কয় পরস্পর।

শকুন

মাঠ থেকে মাঠে-মাঠে—সমস্ত দুপুর ভ'রে এশিয়ার আকাশে-আকাশে
শকুনেরা চরিতেছে; মানুষ দেখেছে হাট ঘাঁটি বস্তি;—নিস্তব্ধ প্রান্তর
শকুনের; যেখানে মাঠের দৃঢ় নীরবতা দাঁড়ায়েছে আকাশের পাশে

আরেক আকাশ যেন,—সেইখানে শকুনেরা একবার নামে পরস্পর
কঠিন মেঘের থেকে;—যেন দূর আলো ছেড়ে ধূম্র ক্লান্ত দিক্‌হস্তিগণ
প'ড়ে গেছে—প'ড়ে গেছে পৃথিবীতে এশিয়ার ক্ষেত মাঠ প্রান্তরের 'পর

এই সব ত্যক্ত পাখি কয়েক মুহূর্ত শুধু;—আবার করিছে আরোহণ
আঁধার বিশাল ডানা পাম্ গাছে,—পাহাড়ের শিঙে-শিঙে সমুদ্রের পারে;

একবার পৃথিবীর শোভা দেখে,—বোম্বায়ের সাগরের জাহাজ কখন

বন্দরের অন্ধকারে ভিড় করে, দ্যাখে তাই ;—একবার স্নিগ্ধ মালাবারে
উড়ে যায় ;—কোন এক মিনারের বিমর্ষ কিনার ঘিরে অনেক শকুন
পৃথিবীর পাখিদের ভুলে গিয়ে চ'লে যায় যেন কোন মৃত্যুর ওপারে ;

যেন কোন্ বৈতরণী অথবা এ-জীবনের বিচ্ছেদের বিষণ্ণ লেগুন
কেঁদে ওঠে···চেয়ে দ্যাখে কখন গভীর নীলে মিশে গেছে সেই সব হূণ।

মৃত্যুর আগে

আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার ; কবেকার পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো যেন হায়
তারা সব ; আমরা দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল
জোনাকিতে ভ'রে গেছে ; যে-মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে
চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ—কোনো সাধ নাই তার ফসলের তরে ;

আমরা বেসেছি যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীত-রাত্রিটিরে ভালো,
খড়ের চালের 'পরে শুনিয়াছি মুগ্ধরাতে ডানার সঞ্চার ;
পুরোনো পেঁচার ঘ্রাণ ;—অন্ধকারে আবার সে কোথায় হারালো ?
বুঝেছি শীতের রাত অপরূপ—মাঠে-মাঠে ডানা ভাসাবার
গভীর আহ্লাদে ভরা ; অশথের ডালে-ডালে ডাকিয়াছে বক ;
আমরা বুঝেছি যারা জীবনের এইসব নিভৃত কুহক ;

আমরা দেখেছি যারা বুনোহাঁস শিকারীর গুলির আঘাত
এড়ায়ে উড়িয়া যায় দিগন্তের নম্র নীল জ্যোৎস্নার ভিতরে
আমরা রেখেছি যারা ভালোবেসে ধানের গুচ্ছের 'পরে হাত,
সন্ধ্যার কাকের মতো আকাঙ্ক্ষায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে ;
শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ
আমরা পেয়েছি যারা ঘুরে-ফিরে ইহাদের চিহ্ন বারোমাস ;

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু-বেলা
নির্জন মায়ের চোখে,—পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ ল'য়ে গেছে তারে ;

মিনারের মত মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,

বেতের লতার নিচে চড়ুয়ের ডিম যেন শক্ত হয়ে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার-বার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে ;
বাতাসে ঝিঁঝিঁর গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে ;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে ;

আমরা দেখেছি যারা নিবিড় বটের নিচে লাল-লাল ফল
প'ড়ে আছে ; নির্জন মাঠের ভিড় মুখ দেখে নদীর ভিতরে ;
যত নীল আকাশেরা র'য়ে গেছে খুঁজে ফেরে আরো নীল আকাশের তল
পথে-পথে দেখিয়াছি মৃদু চোখ ছায়া ফেলে পৃথিবীর 'পরে ;
আমরা দেখেছি যারা শুপুরির সারি বেয়ে সন্ধ্যা আসে রোজ,
প্রতিদিন ভোরে আসে ধানের গুচ্ছের মত সবুজ সহজ ;

আমরা বুঝেছি যারা বহুদিন মাস ঋতু শেষ হ'লে পর
পৃথিবীর সেই কন্যা কাছে এসে অন্ধকারে নদীদের কথা
ক'য়ে গেছে ;—আমরা বুঝেছি যারা পথ ঘাট মাঠের ভিতর
আরো-এক আলো আছে ঃ দেহে তার বিকালবেলার ধূসরতা ;
চোখের দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হ'য়ে আছে স্থির ঃ
পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর ;
আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর ? জানি না কি আহা,
সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ ;—একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিলো—সোনা ছিল যাহা
নিরুত্তর শান্তি পায় ;—যেন কোন্ মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে !
কি বুঝিতে চাই আর ?...রৌদ্র নিভে গেলে পাখ-পাখালীর ডাক
শুনিনি কি ? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক !

স্বপ্নের হাতে

পৃথিবীর বাধা—এই দেহের ব্যাঘাতে
হৃদয়ে বেদনা জমে ;—স্বপ্নের হাতে
আমি তাই
আমারে তুলিয়া দিতে চাই !
যে সব ছায়া এসে পড়ে
দিনের—রাতের ঢেউয়ে,—তাহাদের তরে
জেগে আছে আমার জীবন ;
সব ছেড়ে আমাদের মন
ধরা দিতো যদি এই স্বপ্নের হাতে !
পৃথিবীর রাত আর দিনের আঘাতে
বেদনা পেত না তবে কেউ আর,—
থাকিত না হৃদয়ের জরা,—

সবাই স্বপ্নের হাতে দিতো যদি ধরা !...
আকাশ ছায়ার ঢেউয়ে ঢেকে,
সারাদিন—সারারাত্রি অপেক্ষায় থেকে,
পৃথিবীর যত ব্যথা,—বিরোধ,—বাস্তব
হৃদয় ভুলিয়া যায় সব !
চাহিয়াছে অন্তর যে-ভাষা,
যেই ইচ্ছা,—যেই ভালোবাসা
খুঁজিয়াছে পৃথিবীর পারে-পারে গিয়া,—
স্বপ্নে তাহা সত্য হ'য়ে উঠেছে ফলিয়া !
মরমের যত তৃষ্ণা আছে,—
তারি খোঁজে ছায়া আর স্বপ্নের কাছে
তোমরা চলিয়া এসো,—
তোমরা চলিয়া এসো সব !—
ভুলে যাও পৃথিবীর ঐ ব্যথা—ব্যাঘাত—বাস্তব !...
সকল সময়
স্বপ্ন—শুধু স্বপ্ন জন্ম লয়
যাদের অন্তরে—
পরস্পরে যারা হাত ধরে
নিরালা ঢেউয়ের পাশে-পাশে,—
গোধূলির অস্পষ্ট আকাশে
যাহাদের আকাঙ্ক্ষার জন্ম—মৃত্যু—সব—
পৃথিবীর দিন আর রাত্রির রব
শোনে না তাহারা !
সন্ধ্যার নদীর জল,—পাথরে জলের ধারা
আয়নার মতো
জাগিয়া উঠিছে ইতস্তত
তাহাদের তরে
তাদের অন্তরে
স্বপ্ন,—শুধু স্বপ্ন জন্ম লয়
সকল সময় !...
পৃথিবীর দেয়ালের 'পরে
আঁকা-বাঁকা অসংখ্য অক্ষরে একবার লিখিয়াছি অন্তরের কথা,
সে সব ব্যর্থতা
আলো আর অন্ধকারে গিয়াছে মুছিয়া ;
দিনের উজ্জ্বল পথ ছেড়ে দিয়ে ;
ধূসর স্বপ্নের দেশে গিয়া
হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার নদী
ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায়—ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায় যদি,—

তবে অই পৃথিবীর দেয়ালের 'পরে
লিখিতে যেও না তুমি অস্পষ্ট অক্ষরে
অন্তরের কথা !—
আলো আর অন্ধকারে মুছে যায় সে-সব ব্যর্থতা !...
পৃথিবীর অই অধীরতা
থেমে যায়,—আমাদের হৃদয়ের ব্যথা
দূরের ধূলোর পথ ছেড়ে
স্বপ্নেরে—ধ্যানেরে
কাছে ডেকে লয় !—
উজ্জ্বল আলোর দিন নিভে যায়,
মানুষেরো আয়ু শেষ হয় !
পৃথিবীর পুরানো সে-পথ
মুছে ফেলে রেখা তার,—
কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ
চিরদিন রয় !
সময়ের হাত এসে মুছে ফেলে আর সব,—
নক্ষত্রেরো আয়ু শেষ হয় !

অপ্রকাশিত কবিতা

এই নিদ্রা

আমার জীবনে কোনো ঘুম নাই
মৎস্যনারীদের মাঝে সবচেয়ে রূপসী সে নাকি
এই নিদ্রা ?

গায় তার ক্লান্ত সমুদ্রের ঘ্রাণ—অবসাদ সুখ
চিন্তার পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন—বিমুখ
প্রাণ তার

এই দিন এই রাত্রি আসে যায়—বুঝিতে দেয় না তারে ; কোনো ধ্বনি ঘ্রাণ
কোনো ক্ষুধা—কোনো ইচ্ছা—পরীরো সোনার চুল হয় যাতে ম্লান ;
আমাদের পৃথিবীর পরীদের ;—জানে না সে ; শোনে না সে জীবনে লক্ষ
মৃত নিঃশ্বাসের স্বর ;

তাহলে ঘুমোত কবে ! সে শুধু সুন্দর
প্রশ্নহীন অভিজ্ঞতাহীন দূর নক্ষত্রের মতো
সুন্দর অমর শুধু ; দেবতারা করেনি বিক্ষত
ইহাদের !

এদের অপার রূপ শান্তি সচ্ছলতা

তবুও জানিত যদি আমার এ-জীবনের মুহূর্তের কথা
মানুষের জীবনের মুহূর্তের কথা

দেবতারা করেনি বিক্ষত ইহাদের ঃ
(দেবতারা করেনি বিক্ষত নিজেদের
কোনো অভিজ্ঞতা নাই…দেবতার)
ঘুঘুদের শাদা ডানা—নীল রাত্রি—কমলারঙের মেঘ—সমুদ্রের ফেনা রোদ—হরিণের বুকে বেদনার
নীরব আঘাত ;
এরা প্রশ্ন করে নাকো ঃ ইহারা সুন্দর শান্ত—জীবনের উদ্‌যাপনে সন্দেহের হাত
ইহারা তোলে না কেউ আঁধারে আকাশে
ইহাদের দ্বিধা নাই—ব্যথা নাই—চোখে ঘুম আসে।

শুনেছে কে ইহাদের মুখে কোনো অন্ধকার কথা ?
সকল সংকল্প চিন্তা রক্ত আনে ব্যথা আনে—মানুষের জীবনের এই বিসংসতা
ইহাদের ছোঁয় নাকো ;—
বুবনিক প্লেগের মতন
সকল আচ্ছন্ন শান্ত স্নিগ্ধতারে নষ্ট ক'রে ফেলিতেছে মানুষের মন !

গোলাপী ধূসর মেঘে পশ্চিমের বিয়োগ সে দ্যাখে না কি ?
প্রজাপতি পাখি-মেয়ে করে না কি মানুষের জীবনের ব্যথা আহরণ ?
তবু এরা ব্যথা নয় ;—ইহারা আবৃত সব—বিচিত্র—নীরব
অবিরল জাদুঘর এরা এক ;—এরা রূপ ঘুম শান্তি স্থির
এই মৃত পাখি কীট—প্রজাপতি রাঙা মেঘ—সাপেরআঁধার মুখে ফড়িঙের জোনাকির নীড়
এই সব !
আমি জানি, একদিন আমিও এমন
পতঙ্গের হৃদয়ের ব্যথা হব—সমুদ্রের ফেনা শাদা ফেনায় যেমন
ভেঙে পড়ে—ব্যথা পায়।
মানুষের মন
তবুও রক্তাক্ত হয় কেন এক অন্য বেদনায়
কীট যাহা জানে নাকো—জানে নাকো নদী ফেনা ঘাসরোদ—শিশির কুয়াশা জ্যোৎস্না ; অম্লান হেলিওট্রোপ হায়।

এ-সৃষ্টির জাদুঘরে রূপ তারা—শান্তি—ছবি—তাহারা ঘুমায়
সৃষ্টি তাই চায়।

ভুলে যাবো যেই সাধ—যে-সাহস এনেছিল মানুষের কেবল
যাহা শুধু গ্লানি হলো—কৃপা হলো—নক্ষত্রের ঘৃণা হলো—অন্য কোনো স্থল
পেল নাকো।

পাখি

ঘুমায়ে রয়েছ তুমি ক্লান্ত হ'য়ে, তাই
আজ এই জ্যোৎস্নায় কাহারে জানাই
আমার এ-বিস্ময়—বিস্ময়ের ঠাঁই
নক্ষত্রের থেকে এলো ;—তুমি জেগে নাই,

আমার বুকের 'পরে এই এক পাখি ;
পাখি ? না ফড়িং কীট ? পাখী ? না জোনাকি ?
বাদামি সোনালি নীল রোম তার রোমে-রোমে রেখেছে সে ঢাকি,
এমন শীতের রাতে এসেছে একাকী

নিস্তব্ধ ঘাসের থেকে কোন্
ধানের ছড়ার থেকে কোথায় কখন,
রেশমের ডিম থেকে এই শিহরণ
পেয়েছে সে এই শিহরণ !

জ্যোৎস্নায়—শীতে
কাহারে সে চাহিয়াছে ? কতদূর চেয়েছে উড়িতে ?
মাঠের নির্জন খড় তারে ব্যথা দিতে
এসেছিলো ? কোথায় বেদনা নাই এই পৃথিবীতে !

না—না—তার মুখে স্বপ্ন সাহসের ভর
ব্যথা সে তো জানে নাই—বিচিত্র এ-জীবনের 'পর
করেছে নির্ভর ;
রোম—ঠোঁট—পালকের এই তার মুগ্ধ আড়ম্বর ।

জ্যোৎস্নায়—শীতে
আমার কঠিন হাতে তবু তারে হলো যে আসিতে,
যেই মৃত্যু দিকে-দিকে অবিরল—তোমারে তা দিতে
কেন দ্বিধা ? অদৃশ্য কঠিন হাতে আমিও বসেছি পাখি, আমারেও মুষড়ে ফেলিতে

দ্বিধা কেহ করিবে না ; জানি আমি, ভুল ক'রে দেবো নাকো ছেড়ে ;
তবু আহা, রাতের শিশিরে ভেজা এ রঙীন তুলোর বলেরে
কোমল আঙুল দিয়ে দেখি আমি চুপে নেড়ে-চেড়ে,
সোনালি উজ্জ্বল চোখে কোন্ এক ভয় যেন ঘেরে

তবু তার ; এই পাখি—এতটুকু—তবু সব শিখেছে সে—এক বিস্ময়
সৃষ্টির কীটেরও বুকে এই ব্যথা ভয় ;
আশা নয়—সাধ নয়—প্রেম স্বপ্ন নয়

চারিদিকে বিচ্ছেদের ঘ্রাণ লেগে রয়

পৃথিবীতে ; এই ক্লেশ ইহাদেরো বুকের ভিতর ;
ইহাদেরও ; অজস্র গভীর রঙ পালকের 'পর
তবে কেন ? কেন এ সোনালি চোখ খুঁজেছিলো জ্যোৎস্নার সাগর ?
আবার খুঁজিতে গেল কেন দূর সৃষ্ট চরাচর !

অঘ্রাণ

আমি এই অঘ্রাণেরে ভালোবাসি—বিকালের এই রঙ—রঙের শূন্যতা
রোদের নরম রোম—ঢালু মাঠ—বিবর্ণ বাদামী পাখি—হলুদ বিচালি
পাতা কুড়াবার দিন ঘাসে-ঘাসে—কুড়ুনির মুখে তাই নাই কোনো কথা,

ধানের সোনার কাজ ফুরায়েছে—জীবনেরে জেনেছে সে—কুয়াশায় খালি
তাই তার ঘুম পায়—খেত ছেড়ে দিয়ে যাবে এখনি সে—খেতের ভিতর
এখনি সে নেই যেন—ঝ'রে পড়ে অঘ্রাণের এই শেষ বিষন্ন সোনালি

তুলিটুকু ;—মুছে যায় ;—কেউ ছবি আঁকিবে না মাঠে-মাঠে যেন তারপর,
আঁকিতে চায় না কেউ—এখন অঘ্রাণ এসে পৃথিবীর ধরেছে হৃদয় ;
একদিন নীল ডিম দেখিনি কি ?—দুটো পাখি তাদের নীড়ের মৃদু খড়

সেইখানে চুপে-চুপে বিছায়েছে—তবু নীড়,—তবু ডিম—ভালোবাসা সাধ শেষ হয়
তারপর কেউ তাহা চায় নাকো—জীবন অনেক দেয়—তবুও জীবন
আমাদের ছুটি দেয় তারপর—একখানা আধখানা লুকোনো বিস্ময়

অথবা বিস্ময় নয়—শুধু শান্তি - শুধু হিম কোথায় যে রয়েছে গোপন
অঘ্রাণ খুলেছে তারে—আমার মনের থেকে কুড়ায়ে করেছে আহরণ।

শীত শেষ

আজ রাতে শেষ হয়ে গেল শীত—তারপর কে যে এল মাঠে-মাঠে খড়ে
হাঁস গাভী শাদা-প্লেট আকাশের নীল পথে যেন মৃদু মেঘের মতন,
ধানের সোনার ছড়া নাই মাঠে—ইঁদুর তবুও আর যাবে নাকো ঘরে

তাহার রুপালি রোম জ্যোৎস্নায় একবার সচকিত ক'রে যায় মন,
হৃদয়ে আস্বাদ এল ফড়িঙের—কীটেরও যে—ঘাস থেকে ঘাসে-ঘাসে তাই
নির্জন ব্যাঙের মুখে মাকড়ের জালে তারা বরং এ অধীর জীবন

ছেড়ে দেবে—তবু আজ জ্যোৎস্নায় সুখ ছাড়া সাধ ছাড়া আর কিছু নাই ;
আছে না কি আর কিছু ? পাতা খড়কুটো দিয়ে যে-আগুন জেবলেছে হৃদয়

গভীর শীতের রাতে—ব্যথা কম পাবে ব'লে—সেই সমারোহ আর চাই ?

জীবন একাকী আজো—ব্যথা আজো—এখন করি না তবু বিয়োগের ভয়
এখন এসেছে প্রেম ;—কার সাথে ? কোন্‌খানে ? জানি নাকো ;—তবু সে আমারে
মাঠে-মাঠে নিয়ে যায়—তারপর পৃথিবীর ঘাস পাতা ডিম নীড় ; সে এক বিস্ময়
এ-শরীর রোগ নখ মুখ চুল—এ জীবন ইহা যাহা ইহা যাহা নয় ;
রঙীন কীটের মতো নিজের প্রাণের সাধে একরাত মাঠে জেগে রয় !

এই সব

বারবার সেই সব কোলাহল সমারোহ রীতি রক্ত,—ক্লান্তি লাগে যেন ;
তাহারা অনেক জানে—এই দূর মাঠে আমি খুঁজি নাকো জীবনের মানে
শুধু এই মাঠ—রাত—আমারে ডেকেছে, আহা,—বলেছি ; 'যাবে না আর'—কেন

কেন যাবো ? এই ধুলো খড় গাভী হাঁস জ্যোৎস্না ছেড়ে আমি যাবো কোনখানে,
সেখানে চিন্তার ব্যথা—ব্যথা না কি ? আজ রাতে শুধু আমি শান্তির আকাশ
চেয়েছি যে—সেই ভালো—কথা কাজ প্রশ্ন শুধু ভুল করে—ব্যথা বহে আনে,

শান্তি ভালো—বাদামী পাতার ঘ্রাণ ভালো না কি ? পাখির সোনালি চোখ—ঘাস
কোথায় বিবরে তার মাছরাঙা—তার রঙ তার নীড়—হৃদয়ের সাধ
এই নিয়ে কথা ভাবা এইখানে—ছবি আঁকা—মৃদু ছবি—নরম উচ্ছ্বাস ;

ইঁদুর ধানের শিষ বেয়ে ওঠে ঃ এই ছড়া এই সোনা আকাশের চাঁদ
এরা যেন নীড় তার—আমারো হৃদয় আজ চুপ হ'য়ে শুধু রঙ ঘ্রাণ
শুধু শান্তি—নিঃশব্দতা—আবিষ্কার ;—এই সব এই সব সঞ্চয়ের স্বাদ

জীবনেরে এই ব'লে জানিতেছে—জ্যোৎস্না আরো শান্ত হ'য়ে ভরেছে উঠান
রাত্রি আরো ছবি হ'য়ে রূপ হ'য়ে ঘাসের কীটের মুখে শুনিতেছে গান ।

তাই শান্তি

রাত আরো বাড়িতেছে—এক সারি রাজহাঁস চুপে-চুপে চলে যায় তাই,
এই শান্ত রাত্রিময় পৃথিবীরে ইহাদের পালকের নরম ধবল
তুলি দিয়ে আঁকে এঁরা—পৃথিবীতে এই বিজনতা যেন কোনোখানে নাই

এই ছবি—এই শান্তি—ঘাসের উপরে আজ আঁধার দেখায় অবিরল
এই সব ; কোথায় উৎসব যেন শুধু রক্ত—শুধু রূঢ় বিবাহের গান
জীবনের অসম্ভ্রম ;—পৃথিবীর সম্ভ্রম ভুলে হতেছে না কঠিন চঞ্চল !

সন্ধ্যার মেঘের পথে দাঁড়কাক তবু জানে অন্য এক বিশ্রাম কল্যাণ
অন্য এক ক্ষমা শান্তি সমারোহ—আমিও শুনেছি সেই পাখিদের স্বর

নরম অধীর যেন—পথ ছেড়ে দূরে থেকে তখন উঠেছে কেঁপে প্রাণ

বিয়োগের কথা ভেবে—মাথার উপরে তারা বিকেলের সোনার ভিতর
হারায়েছে ; কোন্ দিকে ? শালের গলির ফাঁকে মাঠ ছুঁয়ে হামাগুড়ি দিয়ে
উড়েছে রাত্রির পেঁচা—এ-জীবন যেন দুটো মৃদু পাখা ঃ তার 'পরে ভর ;

জীবনের এই স্তব্ধ ব্যবহার অভিজ্ঞতা আমরা জেনেছি পরস্পর
তাই শান্তি ; শান্তি এলো মাঠে ঘাসে ডানা পাখি পালকের ছবি চোখে নিয়ে।

পায়রারা

আমাদের অভিজ্ঞতা নষ্ট হয় অন্ধকারে—তারপর পাণ্ডুলিপি গড়ি
পুরোনো জ্ঞানের খাতা রক্ত ক্লেশ রোমহর্ষ চুপে-চুপে করেছি সঞ্চয়
অন্ধকারে ; অজন্তার ইলোরার রোম আলেকজান্দ্রিয়ার আমরা প্রহরী

মিউজিয়মের ছায়া বিবর্ণতা—চামড়া ও কাগজের বিষণ্ন বিস্ময়
এই কি জগৎ নয় আমাদের ? পৃথিবী কি চেয়েছিল এমন জীবন
সোনালি বেগুনি মেঘে যাহা কোনো ফড়িঙের পতঙ্গের পাখিদের নয়

সেই কথা চিন্তা কাজ সমারোহ স্তব্ধ ক'রে রাখে কেন মানুষের মন!
অই দ্যাখো পায়রারা—এশিরিয়া মিশরেও ইহাদের দেখিয়াছি আমি
হাজার-হাজার শীত-বসন্তের আগে কবে দিল্লি নিনেভ বেবিলন

ইহাদের দেখেছিলো—এসেছে ভোরের বেলা উজ্জ্বল বিশাল রোদে নামি
গভীর আকাশ আরো নীল ক'রে দিয়ে গেছে ধবল ডানার ফেনা দিয়ে
এই কি জীবন নয় ? আমাদের ক্লান্তি তবু আরো বেশি দামী

জ্ঞান নাই চিন্তা নাই—পায়রারা সেই সব প্রতীক্ষার কথা ভুলে গিয়ে
একদিনও ব্যথা, আহা, পায় না কি শুধু নীল আকাশের রৌদ্র বুকে নিয়ে !

যেন এই দেশলাই

সে কতো পুরোনো কথা—যেন এই জীবনের ঢের আগে আরেক জীবন ঃ
তোমারে সিঁড়ির পথে তুলে দিয়ে অন্ধকারে যখন গেলাম চ'লে চুপে
তুমিও ফেরনি পিছে—তুমিও ডাকনি আর ;—আমারও নিবিড় হল মন

যেন এক দেশলাই জ্ব'লে গেছে—জ্বলিবেই—হালভাঙা জাহাজের স্তূপে
আমার এ-জীবনের বন্দরে ; তারপর শান্তি শুধু বেগুনি সাগর
মেঘের সোনালি চুল—আকাশ উঠেছে ভ'রে হেলিওট্রোপের মতো রূপে
আমার জীবন এই ; তোমারো জীবন তাই ; এইখানে পৃথিবীর 'পর
এই শান্তি মানুষের ; এই শান্তি। যতদিন ভালোবেসে গিয়েছি তোমারে

কেন যেন লেগুনের মতো আমি অন্ধকারে কোন্ দূর সমুদ্রের ঘর

চেয়েছি—চেয়েছি, আহা···ভালোবেসে না-কেঁদে কে পারে
তবুও সিঁড়ির পথে তুলে দিয়ে অন্ধকারে যখন গেলাম চ'লে চুপে
তুমিও দেখনি ফিরে—তুমিও ডাকোনি আর—আমিও খুঁজিনি অন্ধকারে

যেন এক দেশলাই জ্ব'লে গেছে—জ্বলিবেই—হালভাঙা জাহাজের স্তূপে
তোমারে সিঁড়ির পথে তুলে দিয়ে অন্ধকারে যখন গেলাম চ'লে চুপে।

এই শান্তি

এইখানে একদিন তুমি এসে বসেছিলে—তারপর কতোদিন আমি
তোমারে রয়েছি ভুলে—একদিন তুমি এসে বসেছিলে কখন এখানে
মুছেছে জীবন থেকে—ফড়িঙের মতো আমি ধানের ছড়ার 'পরে নামি

জীবনেরে বুঝিয়াছি ; আমি ভালোবাসিয়াছি—সেই সব ভালোবাসা প্রাণে
বেদনা আনে না কোনো—তুমি শুধু একদিন ব্যথা হ'য়ে এসেছিলে কবে
সেদিকে ফিরিনি আর—চড়ুয়ের মতো আমি ঘাস খড় পাতার আহ্বানে

চ'লে গেছি ; এ-জীবন কবে যেন মাঠে-মাঠে ঘাস হয়ে র'বে
নীল আকাশের নীচে অঘ্রাণের ভোরে এক—এই শান্তি পেয়েছি জীবনে
শীতের ঝাপসা ভোরে এ-জীবন ভেলভেট জ্যাকেটের মাছরাঙা হবে

একদিন—হেমন্তের সারাদিন তবুও বেদনা এলো—তুমি এলে মনে
হেমন্তের সারাদিন—অনেক গভীর রাত—অনেক-অনেক দিন আরো
তোমার মুখের কথা—ঠোঁট রঙ চোখ চুল –এই সব ব্যথা আহরণে

অনেক মুহূর্ত কেটে গেল, আহা ;—তারপর—তবু শেষে শান্তি এলো মনে
যখন বেগুনি নীল প্রজাপতি কাঁচপোকা আবার নেমেছে মাঠে বনে !

বুনো হাঁস

বেগুনি বনের পারে ঝাউ বট হিজলের ডালপালা চুপে-চুপে নেড়ে
কে যেন বিছাতে চায় নীড় তার গাছের মাথার 'পরে হাঁসের মতন ;
তারপর দেখা দেয় একবার ;—নির্জন বনের এই বিস্মিত হাঁসেরে

দেখি আমি—রুপালি পালকে তার উড়ু—উড়ু জামপাতা ছায়া শালবন
পড়িতেছে—কালো-কালো শাখা ডাঁট দুলিতেছে ডিমের মতন বুকে তার ;
কোনো পাখি দেখি নাই তাহার সন্ধ্যার নীড়ে চোখ মেলে বসেছে এমন

এমন কোমল স্থির নিরিবিলি পালকের রুপো দিয়ে বনের আঁধার

বুনেছিলো ; দূর বুনো মোরগের বুকে তাই এই রাতে জেগেছে বিস্ময়—
তাহার অধীর শব্দ শুনি আমি—সোনার তীরের মতো জলপায়রার

বুকে এসে এই জ্যোৎস্না ব্যথা দেয়—সহসা গভীর রাত ব্যস্ত যেন হয়
চাঁদের মুখের 'পরে অনেক মশার পাখা ছোটো-ছোটো পাখিদের মতো
উড়িতেছে ;—মিষ্টি ব্যথা এই সব—জ্যোৎস্নার মাংস খুঁটে লয় ;

শরের জঙ্গল নদী ছেড়ে দিয়ে বুনো হাঁস উড়ে চলিতেছে ক্রমাগত ।
চাঁদ থেকে আরো দূরে চাঁদে-চাঁদে—কতো হাঁস চাঁদ কতো-কতো ।

বৈতরণী

কি যেন কখন আমি মৃত্যুর কবর থেকে উঠে আসিলাম
আমারে দিয়েছে ছুটি বৈতরণী নদী
শকুনের মতো কালো ডানা মেলে পৃথিবীর দিকে উড়িলাম
সাত-দিন সাত-রাত উড়ে গেলে সেই আলো পাওয়া যায় যদি
পৃথিবীর আলো প্রেম ?
আমারে দিয়েছে ছুটি বৈতরণী নদী ।

সাত-দিন শেষ হলো—তখন গভীর রাত্রি পৃথিবীর পারে
আমারি মতন ক্ষিপ্র ক্লান্ত এক শকুনের পাল
দেখিলাম আসিতেছে চোখ বুজে উড়ে অন্ধকারে
তাহারা এসেছে দেখে পৃথিবীর সকাল বিকাল
ক্লান্ত ক্লান্ত শকুনের পাল !

শুধালাম : 'তোমাদের দেখেছি যে বৈতরণী পারে
সেইখানে ঘুম শুধু—শুধু রাত্রি—মৃত্যুর নদীর পারে, আহা,
পৃথিবীর ঘাম রোদ মাছরাঙা আলো-ব্যস্ততারে
ভালো কি লাগেনি, আহা,'—শুধালাম—
শকুনেরা শুনিল না তাহা,
ডুবে গেল অন্ধকারে, আহা !

একজন র'য়ে গেল—বিবর্ণ বিস্তৃত পাখা ঘুরায়ে সে মাঝ শূন্যে থেমে :
'কোথায় যেতেছ তুমি ? পৃথিবীতে ? সেইখানে কে আছে তোমার ?'
'আমি শুধু নাই, হায়, আর সবই র'য়ে গেছে—সকালে এসেছি আমি নেবে
বৈতরণী : তার জলে ;—যারা তবু ভালোবাসে—ভালোবাসিবার
পৃথিবীতে রয়েছে আমার ।'

খানিক ভাবিল কি যে সেই প্রাণ—ক্লান্ত হলো—তারপর পাখা
কখন দিয়েছে মেলে বৈতরণী নদীটির দিকে ;

বলিলাম : 'ঐ দ্যাখো—দ্যাখা যায় তমালের হিজলের অশথের শাখা
আর ঐ নদীটিরে দেখা যায়—আমার গাঁয়ের নদীটিকে—'
চ'লে গেল তবু সে যে কুয়াশার দিকে।

তারপর সাত-দিন সাত-রাত কেটে গেল পৃথিবীর আলো-অন্ধকারে
আবার চলেছি উড়ে একা-একা শকুনের কালো পাখা মেলে
পৃথিবীতে তাহাদের দেখিয়াছি—আজো তারা মনে ক'রে রেখেছে আমারে,
ভালোবেসে ;—রক্তমাংসে থাকিতাম তবু যদি—আমার এসংসর্গের ভালোবাসা পেলে
রোজ ভোরে রোজ রাতে আমারে নতুন ক'রে পেলে।

তাহারা বাসিত ভালো আরো বেশি—আরো বেশি—এই শুধু—আর কিছু নয়—
সাত-দিন সাত-রাত তাহাদের জানালায় পর্দায় উড়ে-উড়ে কেবল ভেবেছি এই কথা
আবার পেতাম যদি সে-শরীর—সে-জীবন—তাহলে প্রণয় প্রেম সত্য হত ; আজ তা বিস্ময়
আজ তা বিস্ময় শুধু—শুধু স্মৃতি শুধু ভুল—হয়তো কর্তব্য বিহ্বলতা :
সাত-রাত সাত-দিন পৃথিবীতে কেবলি ভেবেছি এই কথা।

তারপর মৃত্যু তাই চাহিলাম—মৃত্যু ভালো—মৃত্যু তাই আর একবার,
বিবর্ণ বিস্তৃত পাখা মেলে দিয়ে মাঝ-শূন্যে আমি ক্ষিপ্র শকুনের মতো
উড়িতেছি—উড়িতেছি ;—ছুটি নয়—খেলা নয়—স্বপ্ন নয়—যেইখানে জলের আঁধার
বৈতরণী বৈতরণী—শান্তি দেয়—শান্তি—শান্তি—ঘুম—ঘুম ঘুম—
অবিরত তারি দিকে ছুটিতেছি আমি ক্লান্ত শকুনের মতো !

নদীরা

বঁইচির ঝোপ শুধু—শাঁইবাবলার ঝাড়—আম জাম হিজলের বন,—
কোথাও অর্জুন গাছ—তাহার সমস্ত ছায়া,—এদের নিকটে টেনে নিয়ে
কোন্ কথা সারাদিন কহিতেছে অই নদী এ-নদী কে ?—ইহার জীবন

হৃদয়ে চমক আনে ;—যেখানে মানুষ নাই—নদী শুধু—সেইখানে গিয়ে
শব্দ শুনি তাই আমি ;—আমি শুনি—দুপুরের জলপিপি শুনেছে এমন
এই শব্দ কতোদিন ;—আমিও শুনেছি ঢের বটের পাতার পথ দিয়ে

হেঁটে যেতে—ব্যথা পেয়ে ; দুপুরে জলের গন্ধে একবার স্তব্ধ হয় মন :
মনে হয় কোন্ শিশু ম'রে গেছে—আমারি হৃদয় যেন ছিলো শিশু সেই ;
আলো আর আকাশের থেকে নদী যতখানি আশা করে—আমিও তেমন

একদিন করিনি কি ? শুধু একদিন তবু ?—কারা এসে ব'লে গেল : 'নেই
গাছ নেই—রোদ নেই—মেঘ নেই—তারা নেই—আকাশ তোমার তরে নয় !'
হাজার বছর ধ'রে নদী তবু পায় কেন এই সব ? শিশুর প্রাণেই

নদী কেন বেঁচে থাকে ?—একদিন এই নদী শব্দ ক'রে হৃদয়ে বিস্ময়
আনিতে পারে-না আর ;—মানুষের মন থেকে নদীরা হারায়—শেষ হয়।

মেয়ে

আমার এ ছোটো মেয়ে—সব শেষ মেয়ে এই
শুয়ে আছে বিছানার পাশে
শুয়ে থাকে—উঠে বসে—পাখির মতন কথা কয়
হামাগুড়ি দিয়ে ফেরে
মাঠে-মাঠে আকাশে-আকাশে।...

ভুলে যাই ওর কথা—আমার প্রথম মেয়ে সেই
মেঘ দিয়ে ভেসে আসে যেন
বলে এসে : 'বাবা তুমি ভালো আছো ? ভালো আছো ? ভালোবাসো ?'
হাতখানি ধরি তার : ধোঁয়া শুধু
কাপড়ের মতো শাদা মুখখানা কেন !

'ব্যথা পাও ? কবে আমি ম'রে গেছি—আজো মনে করো ?'
দুই হাত চুপে-চুপে নাড়ে তাই
আমার চোখের 'পরে, আমার মুখের 'পরে মৃত মেয়ে ;
আমিও তাহার মুখে দু'হাত বুলাই ;
তবু তার মুখ নাই—চোখ চুল নাই।

তবু তারে চাই আমি—তারে শুধু—পৃথিবীতে আর কিছু নয়
রক্তমাংস চোখ চুল—আমার সে-মেয়ে
আমার প্রথম মেয়ে—সেই পাখি—শাদা পাখি—তারে আমি চাই :
সে যেন বুঝিল সব—নতুন জীবন তাই পেয়ে
হঠাৎ দাঁড়ালো কাছে সেই মৃত মেয়ে।

বলিল সে : 'আমারে চেয়েছ, তাই ছোট বোনটিরে—
তোমার সে ছোটো-ছোটো মেয়েটিরে এসেছি ঘাসের নিচে রেখে
সেখানে ছিলাম আমি অন্ধকারে এতদিন
ঘুমাতে ছিলাম আমি'—ভয় পেয়ে থেমে গেল মেয়ে,
বলিলাম : 'আবার ঘুমাও গিয়ে—
ছোট বোনটিরে তুমি দিয়ে যাও ডেকে।'

ব্যথা পেল সেই প্রাণ—খানিক দাঁড়াল চুপে—তারপর ধোঁয়া।
সব তার ধোঁয়া হয়ে খসে গেল ধীরে-ধীরে তাই,
শাদা চাদরের মতো বাতাসেরে জড়াল সে একবার

কখন উঠেছে ডেকে দাঁড়কাক—
চেয়ে দেখি ছোটো মেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে খেলে—আর কেউ নাই।

নদী

রাইসর্ষের ক্ষেত সকালে উজ্জ্বল হলো—দুপুরে বিবর্ণ হ'য়ে গেল
তারি পাশে নদী ;

নদী, তুমি কোন্ কথা কও ?

অশথের ডালপালা তোমার বুকের 'পরে পড়েছে যে,
জামের ছায়ায় তুমি নীল হ'লে,
আরো দূরে চ'লে যাই
সেই শব্দ সেই শব্দ পিছে-পিছে আসে ;
নদী না কি ?

নদী, তুমি কোন্ কথা কও ?

তুমি যেন ছোটো মেয়ে—আমার সে ছোটো মেয়ে ;
যত দূর যাই আমি - হামাগুড়ি দিয়ে তুমি পিছে-পিছে আসো,
তোমার ঢেউয়ের শব্দ শুনি আমি ঃ আমারি নিজের শিশু সারাদিন নিজ ঃ
কথা কয় (যেন
কথা কয় - কথা কয়—ক্লান্ত হয় নাকো
এই নদী
একপাল মাছরাঙা নদীর বুকের রামধনু
বকের ডানার সারি শাদা পদ্ম—নিস্তব্ধ পদ্মের দ্বীপ নদীর ভিতরে
মানুষেরা সেই সব দেখে নাই।

কখন আমের বনে চ'লে গেছি
এইখানে কোকিলের ভালোবাসা কোকিলের সাথে,
এইখানে হাওয়ায় যেন ভালোবাসা বীজ হ'য়ে আছে,
নদীর নতুন শব্দ এইখানে ; কার যেন ভালোবাসা পুষে রাখে বুকে
সোনালি প্রেমের গল্প সারাদিন পড়ে
সারাদিন পাখি তাহা শোনে ; তবু শোনে সারাদিন ?
পাখিরা তাদের গানে এই শব্দ তবু
পৃথিবীর খেতে মাঠে ছড়াতে পারে না,
নদীর নিজের সুর এ যে।

নদী, তুমি কোন্ কথা কও ?

গাছ থেকে গাছে, আর, মাঠ থেকে মাঠে রোদ শুধু ম'রে যায়
সব আলো কোন্ দিকে যায় !
নিজের মুখের থেকে রোদের সোনালি রেণু মুছে ফ্যালে নদী
শেষ রেণু মুছে ফেলে
সে যেন অনেক বড়ো মেয়ে এক—চুল তার ম্লান—চুল শাদা—
শুধু তার ফুল নিয়ে খেলিবার সাধ—
ফুলের মতন কোন্ ভালোবাসা নিয়ে,
ধানের কঠিন খোসা—খড়—হিম—শুকনো সব পাপড়ির মাঝে সেই মেয়ে
ইতস্তত ব'সে আছে ;
গান গায় ;
নদীর—নদীর শব্দ শুনি আমি ।

নদী, তুমি কোন্ কথা কও !

পৃথিবীতে থেকে

তোমার সৌন্দর্য চোখে

তোমার সৌন্দর্য চোখে নিয়ে আমি চ'লে যাব পৃথিবীর থেকে ;
রূপ ছেনে তখনো হৃদয়ে কোনো আসে নাই ক্লান্তি—অবসাদ,
তখনও সবুজ এই পৃথিবীরে ভালো লাগে—ভালো লাগে চাঁদ
এই সূর্য নক্ষত্রেরা ডালপালা ;—তখনও তোমারে কাছে ডেকে
মনে হয় যেন শান্ত মালয়ের সমুদ্রের পেল পাখি—দেখে
জ্যোৎস্নায় মালয়ালী—নারিকেল ফুল সোনা সৌন্দর্য অবাধ
নরম একাকী হাত—জলে ভেজা মসৃণ ;—'এই রঙ সাধ
কৃমি হয়—কাদা হয়—তবু, আহা ; চ'লে যাবো তাই মুখ ঢেকে
তোমায় সৌন্দর্য চোখে নিয়ে আমি চ'লে যাবো পৃথিবীর থেকে

তোমার শরীরে

বেঁচে থেকে হয়তো হৃদয় ক্লান্ত হবে, তাই সব থেকে স'রে
যখন ঘুমাবো আমি মাটি ঘাসে—সেইখানে একদিন এসে
হয়তো অজ্ঞানে তুমি মাথা নেড়ে বলিবে ঃ 'আমারে ভালোবেসে
ব্যথা পেল ; আমি আজো ভালো আছি—তবুও গিয়েছে, তাহা, ঝ'রে
সেই প্রাণ';—হয়তো ভাবিবে এই—তবু একবার চুপ ক'রে
ভেবো দেখো সে কী ছিল—একদিন পৃথিবীতে তোমার আবেশে
যখন আমার মন ভ'রেছিল, মনে হতো, চলিতেছি ভেসে
জ্যোৎস্নার নদীতে এক রাজহাঁস রুপোলি ঢেউয়ের পথ ধ'রে
কোন্ এক চাঁদের দিকে অবিরল—মনে হতো, আমি সেই পাখি ঃ
তোমার মুখের রূপ নিয়ে তুমি বেঁচেছিলে তোমার শরীরে
তাইতো মসৃণ তুলি হাতে ল'য়ে জীবনেরে এঁকেছি এমন
অনেক গভীর রঙে ভ'রে দিয়ে ; চেয়ে দ্যাখো ঘাসের শোভা কি

লাগেনি সুন্দর আরো একবার তোমার মুখের থেকে ফিরে
যখন দেখেছি ঘাস ঢেউ রোদ মিশে আছে তোমার শরীরে ।

একরাশ পাখি

তখন অনেক দিন হ'য়ে গেছে—চ'লে গেছি পৃথিবীর থেকে ;
হয়তো ভাবিবে তুমি একদিন ঃ 'ভুলেছি কি—তারে গেছি ভুলে
কেন, আহা !' আঙুল ঠোঁটের 'পরে রেখে দিয়ে চুপে চোখ তুলে
ব্যথা পাবে একবার—সারারাত টেবিলের 'পরে মুখ ঢেকে
র'বে তুমি—অনেক অনেক দিন—রাত কেটে যাবে একে-একে
ব্যথা নিয়ে ; ভূত তবু আসে নাকো ; কে তারে ঘাসের থেকে খুলে
ছেড়ে দেবে ! ভূত নাই ; ঘাসেও সে থাকে নাকো—তাই ক্লান্ত চুলে
বিনুনি রিবন বেঁধে—একরাশ পৃথিবীরে লবে তুমি ডেকে

ডেকে লবে কাছে তুমি ইহাদের ঃ বাগানের ক্যানাফুল—আলো
জামরুল মৌমাছি—বিড়ালের ছানাগুলো—শাদা-শাদা ছানা
ন্যাটাফল আতা ক্ষীর—কমলা রঙের শাল—এক ডিম উল
নতুন বইয়ের পাতা কবিতার যেইখানে সহজে ফুরালো
পুরোনোরা ; যেইখানে শেষ হলো আমাদের শেষ ধুয়া টানা ঃ
তারপর যেই সত্য স্বপ্ন এসে খুঁড়ে গেল আমাদের ভুল ।

তোমাদের দেখেছি,

কেন ব্যথা পাবে তুমি ? কোনোদিন বেদনা কি দিয়েছি হৃদয়ে
যতদিন পৃথিবীতে তোমার আমার সাথে হয়েছিলো দেখা,
তারপর আমি চ'লে গেলে পরে মনে করো যদি খুব একা
একা হ'য়ে গেছ তুমি—ভাব যদি কোথায় সে ঘাসের আশ্রয়ে
চ'লে গেল—ভালোবেসে, মৃত্যু পেয়ে ; এই ব্যথা ভয়ে
জেগে থাক যদি তুমি অন্ধকারে—সেজো নাকো ব্যথার রেবেকা ;
তুমি প্রেম দাও নাই—জানি আমি—তবুও রক্তাক্ত কোনো রেখা
সোনার ভাঁড়ারে আমি রাখি নাই শীত মধু মোমের সঞ্চয়ে,
কুয়াশা হতাশা নিয়ে স'রে আমি আসি নাই পৃথিবীর থেকে,—
তোমারে দেখেছি আমি পৃথিবীতে—নতুন নক্ষত্র আমি ঢের
আকাশে দেখেছি তাই—তোমারে দেখেছে ভালোবেসেছে অনেকে
তাহাদের সাথে আমি—আমিও বিস্ময় এক পেয়েছি যে ঢের
গভীর বিস্ময় এক শুধু তার ম্লান হাত—চুল চোখ দেখে !
কুয়াশা হতাশা নিয়ে স'রে আমি আসি নাই পৃথিবীর থেকে ।।

মহাপৃথিবী

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

'মহাপৃথিবী'র কবিতাগুলো ১৩৩৬ থেকে ১৩৪৫-৪৮-এর ভিতর রচিত ছিলো। বিভিন্ন সাময়িকপত্রে বেরিয়েছে ১৩৪২ থেকে ১৩৫০-এ। 'বনলতা সেন' ন্য কয়েকটি কবিতা বার হয়েছিলো 'বনলতা সেন' বইটিতে। বাকি সব কবিতা প্রথম বইয়ের ভিতর স্থান পেলো।

। ১৩৫১ —জীবনানন্দ দাশ

নিরালোক

একবার নক্ষত্রের দিকে চাই—একবার প্রান্তরের দিকে
আমি অনিমিখে।
ধানের খেতের গন্ধ মুছে গেছে কবে
জীবনের থেকে যেন; প্রান্তরের মতন নীরবে
বিচ্ছিন্ন খড়ের বোঝা বুকে নিয়ে ঘুম পায় তার;
নক্ষত্রেরা বাতি জ্বেলে—জ্বেলে—জ্বেলে—'নিভে গেলে—নিভে গেলে?
ব'লে তারে জাগায় আব
জাগায় আবার।
বিক্ষত খড়ের বোঝা বুকে নিয়ে—বুকে নিয়ে ঘুম পায় তার,
ঘুম পায় তার।

অনেক নক্ষত্র ভ'রে গেছে এই সন্ধ্যার আকাশ—এই রাতের আকাশ;
এইখানে ফাল্গুনে ছায়ামাখা ঘাসে শুয়ে আছি;
এখন মরণ ভালো,—শরীরে লাগিয়া র'বে এইসব ঘাস;
অনেক নক্ষত্র র'বে চিরকাল যেন কাছাকাছি।

কে যেন উঠিল হেঁচে, হামিদের মরখুটে কানা ঘোড়া বুঝি!
সারাদিন গাড়ি-টানা হ'লো ঢের,—ছুটি পেয়ে জ্যোৎস্নায় নিজেমনে খেয়ে যায় ঘ
যেন কোনো ব্যথা নাই পৃথিবীতে,—আমি কেন তবে মৃত্যু খুঁজি?
'কেন মৃত্যু খোঁজো তুমি?'—চাপা ঠোঁটে বলে দূর কৌতুকী আকাশ।

ঝাউফলে ঘাস ভ'রে—এখানে ঝাউয়ের নিচে শুয়ে আছি ঘাসের উপরে;
কাশ আর চোরকাঁটা ছেড়ে দিয়ে ফড়িং চলিয়া গেছে ঘরে।
সন্ধ্যার নক্ষত্র, তুমি বলো দেখি কোন্ পথে কোন্ ঘরে যাবো!
কোথায় উদ্যম নাই, কোথায় আবেগ নাই,—চিন্তা স্বপ্ন ভুলে গিয়ে শান্তি আমি পা
রাত্রের নক্ষত্র, তুমি বলো দেখি কোন্ পথে যাবো?

'তোমারি নিজের ঘরে চ'লে যাও'—বলিল নক্ষত্র চুপে হেসে—
'অথবা ঘাসের 'পরে শুয়ে থাকো আমার মুখের রূপ ঠায় ভালোবেসে;
অথবা তাকায়ে দ্যাখো গোরুর গাড়িটি ধীরে চ'লে যায় অন্ধকারে
সোনালি খড়ের বোঝা

পিছে তার সাপের খোলশ, নালা, খলখল অন্ধকার—শান্তি তার রয়েছে সমুখে
চ'লে যায় চুপে-চুপে সোনালি খড়ের বোঝা বুকে;—
যদিও মরেছে ঢের গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ,—তবু তার মৃত্যু নাই মুখে।'

সিন্ধুসারস

দু-এক মুহূর্ত শুধু রৌদ্রের সিন্ধুর কোলে তুমি আর আমি হে সিন্ধুসারস,
মালাবার পাহাড়ের কোল ছেড়ে অতি দূর তরঙ্গের জানালায় নামি
নাচিতেছে টারানটেলা—রহস্যের ; আমি এই সমুদ্রের পারে চুপে থামি
চেয়ে দেখি বরফের মতো শাদা ডানা দু'টি আকাশের গায়
ধবল ফেনার মতো নেচে উঠে পৃথিবীরে আনন্দ জানায়।

মুছে যায় পাহাড়ের শিঙে-শিঙে গৃধিনীর অন্ধকার গান,
আবার ফুরায় রাত্রি, হতাশ্বাস ; আবার তোমার গান করিছে নির্মাণ
নতুন সমুদ্র এক, শাদা রৌদ্র, সবুজ ঘাসের মতো প্রাণ
পৃথিবীর ক্লান্ত বুকে ; আবার তোমার গান
শৈলের গহ্বর থেকে অন্ধকার তরঙ্গেরে করিছে আহ্বান।

জানো কি অনেক যুগ চ'লে গেছে ?   ম'রে গেছে অনেক নৃপতি ?
অনেক সোনার ধান ঝ'রে গেছে জানো না কি ?   অনেক গহন ক্ষতি
আমাদের ক্লান্ত ক'রে দিয়ে গেছে—হারায়েছি আনন্দের গতি ;
ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, ব্যথা, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই বর্তমান
হৃদয়ে বিরস গান গাহিতেছে আমাদের—বেদনার আমরা সন্তান ?

জানি পাখি, শাদা পাখি, মালাবার ফেনার সন্তান,
তুমি পিছে চাহো নাকো, তোমার অতীত নেই, স্মৃতি নেই, বুকে নেই আকীর্ণ ধূসর
পাণ্ডুলিপি ; পৃথিবীর পাখিদের মতো নেই শীতরাতে ব্যথা আর কুয়াশার ঘর
যে রক্ত ঝরেছে তারে স্বপ্নে বেঁধে কল্পনার নিঃসঙ্গ প্রভাত
নেই তব ; নেই নিম্নভূমি—সেই আনন্দের অন্তরালে প্রশ্ন আর চিন্তার আঘাত।

স্বপ্ন তুমি দ্যাখোনি তো—পৃথিবীর সব পথ সব সিন্ধু ছেড়ে দিয়ে একা
বিপতীত দ্বীপে দূরে মায়াবীর আরশিতে হয় শুধু দেখা
রূপসীর সাথে এক ; সন্ধ্যার নদীর ঢেউয়ে আসন্ন গল্পের মতো রেখা
প্রাণে তার—ম্লান চুল, চোখ তার হিজল বনের মতো কালো ;
একবার স্বপ্নে তারে দেখে ফেলে পৃথিবীর সব স্পষ্ট আলো।

নিভে গেছে ; যেখানে সোনার মধু ফুরায়েছে, করে না বুনন
মাছি আর ; হলুদ পাতার গন্ধে ভ'রে ওঠে অবিচল শালিকের মন,
মেঘের দুপুর ভাসে—সোনালি চিলের বুকে হয় উন্মন
মেঘের দুপরে, আহা, ধানসিড়ি নদীটির পাশে ;
সেখানে আকাশে কেউ নেই আর, নেই আর পৃথিবীর ঘাসে।

তুমি সেই নিস্তব্ধতা চেনো নাকো ; অথবা রক্তের পথে পৃথিবীর ধূলির ভিতরে

জানো নাকো আজো কাঞ্চী বিদিশার মুখশ্রী মাছির মতো ঝরে ;
সৌন্দর্য রাখিছে হাত অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে ;
গভীর নীলাভতম ইচ্ছা চেষ্টা মানুষের—ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন
হেমন্তের কুয়াশায় ফুরাতেছে অল্পপ্রাণ দিনের মতন ।

এই সব জানো নাকো প্রবালপঞ্জর ঘিরে ডানার উল্লাস ;
রৌদ্রে ঝিলমিল করে শাদা ডানা শাদা ফেনা-শিশুদের পাশে
হেলিওট্রোপের মতো দুপুরের অসীম আকাশে !
ঝিকমিক করে রৌদ্রে বরফের মতো শাদা ডানা,
যদিও এ-পৃথিবীর স্বপ্ন চিন্তা সব তার অচেনা অজানা ।

চঞ্চল শরের নীড়ে কবে তুমি—জন্ম তুমি নিয়েছিলে কবে,
বিষণ্ণ পৃথিবী ছেড়ে দলে-দলে নেমেছিলে সবে
আরব সমুদ্রে, আর চীনের সাগরে—দূর ভারতের সিন্ধুর উৎসবে ।
শীতার্ত এ-পৃথিবীর আমরণ চেষ্টা ক্লান্তি বিহ্বলতা ছিঁড়ে
নেমেছিলে কবে নীল সমুদ্রের নীড়ে ।

ধানের রসের গল্প পৃথিবীর—পৃথিবীর নরম অঘ্রাণ
পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী সেই—আর তার প্রেমিকের ম্লান
নিঃসঙ্গ মুখের রূপ, বিশুষ্ক তৃণের মতো প্রাণ,
জানিবে না, কোনদিন জানিবে না ; কলরব ক'রে উড়ে যায়
শত স্নিগ্ধ সূর্য ওরা শাশ্বত সূর্যের তীব্রতায় ।

ফিরে এসো

ফিরে এসো সমুদ্রের ধারে,
ফিরে এসো প্রান্তরের পথে ;
যেইখানে ট্রেন এসে থামে
আম নিম ঝাউয়ের জগতে
ফিরে এসো ; একদিন নীল ডিম করেছো বুনন ;
আজো তারা শিশিরে নীরব ;
পাখির ঝরনা হ'য়ে কবে
আমারে করিবে অনুভব ।

শ্রাবণরাত

শ্রাবণের গভীর অন্ধকার রাতে
ধীরে ধীরে ঘুম ভেঙে যায়
কোথায় দূরে বঙ্গোপসাগরের শব্দ শুনে ?

বর্ষণ অনেকক্ষণ হয় থেমে গেছে ;

যত দূর চোখ যায় কালো আকাশ
মাটির শেষ তরঙ্গকে কোলে ক'রে চুপ ক'রে রয়েছে যেন ;
নিস্তব্ধ হ'য়ে দূর উপসাগরের ধ্বনি শুনছে।

মনে হয়
কারা যেন বড়ো-বড়ো কপাট খুলছে,
বন্ধ ক'রে ফেলেছে আবার ;
কোন্ দূর—নীরব—আকাশরেখার সীমানায়।

বালিশে মাথা রেখে যারা ঘুমিয়ে আছে
তারা ঘুমিয়ে থাকে ;
কাল ভোরে জাগবার জন্য।
যে-সব ধূসর হাসি, গল্প, প্রেম, মুখরেখা
পৃথিবীর পাথরে কঙ্কালে অন্ধকারে মিশেছিলো
ধীরে-ধীরে জেগে ওঠে তারা ;
পৃথিবীর অবিচলিত পঞ্জর থেকে খশিয়ে আমাকে খুঁজে বা'র করে।

সমস্ত বঙ্গোপসাগরের উচ্ছ্বাস থেমে যায় যেন ;
মাইলের পর মাইল মৃত্তিকা নীরব হ'য়ে থাকে !
কে যেন বলে ঃ
আমি যদি সেই সব কপাট স্পর্শ-করতে পারতাম
তাহ'লে এই রকম গভীর নিস্তব্ধ রাতে স্পর্শ করতাম গিয়ে।—
আমার কাঁধের উপর ঝাপসা হাত রেখে ধীরে-ধীরে আমাকে জাগিয়ে দিয়ে !

চোখ তুলে আমি
দুই স্তর অন্ধকারের ভিতর ধূসর মেঘের মতো প্রবেশ করলাম ঃ
সেই মুখের ভিতর প্রবেশ করলাম !

মুহূর্ত

আকাশে জ্যোৎস্না—বনের পথে চিতাবাঘের গায়ের ঘ্রাণ ;
হৃদয় আমার হরিণ যেন ;
রাত্রির এই নীরবতার ভিতর কোন্ দিকে চলেছি !
রুপালি পাতার ছায়া আমার শরীরে,
কোথাও কোনো হরিণ নেই আর ;
যত দূর যাই কাস্তের বাঁকা চাঁদ
শেষ সোনালি হরিণ-শস্য কেটে নিয়েছে যেন ;
তারপর ধীরে-ধীরে ডুবে যাচ্ছে
শত-শত মৃগীদের চোখের ঘুমের অন্ধকারের ভিতর !

শহর

হৃদয়, অনেক বড়ো-বড়ো শহর দেখেছো তুমি ;
সেই সব শহরের ইটপাথর,
কথা, কাজ, আশা, নিরাশার ভয়াবহ হৃত চক্ষু
আমার মনের বিস্বাদের ভিতর পড়ে ছাই হ'য়ে গেছে ।
কিন্তু তবুও শহরের বিপুল মেঘের কিনারে সূর্য উঠতে দেখেছি ;
বন্দরের নদীর ওপারে সূর্যকে দেখেছি
মেঘের কমলারঙের ক্ষেতের ভিতর প্রণয়ী চাষার মতো বোঝা রয়েছে তার ;
শহরের গ্যাসের আলো ও উঁচু-উঁচু মিনারের ওপরেও দেখেছি, নক্ষত্রেরা—
অজস্র বুনো হাঁসের মতো কোন দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে উড়ে চলেছে !

শব

যেখানে রূপালি জ্যোৎস্না ভিজিতেছে শরের ভিতর,
যেখানে অনেক মশা বানায়েছে তাহাদের ঘর ;
যেখানে সোনালি মাছ খুঁটে-খুঁটে খায় ।
সেই সব নীল মশা মৌন আকাঙ্ক্ষায় ;
নির্জন মাছের রঙে যেইখানে হ'য়ে আছে চুপ
পৃথিবীর একপাশে একাকী নদীর গাঢ় রূপ ;
কান্তারের একপাশে যে-নদীর জল
বাবলা হোগলা কাশে শুয়ে-শুয়ে দেখিছে কেবল
বিকেলের লাল মেঘ ; নক্ষত্রের রাতের আঁধারে
বিরাট নীলাভ খোঁপা নিয়ে যেন নারী মাথা নাড়ে
পৃথিবীর অন্য নদী ; কিন্তু এই নদী
রাঙা মেঘ—হলুদ-হলুদ জ্যোৎস্না ; চেয়ে দ্যাখো যদি ;
অন্য সব আলো আর অন্ধকার এখানে ফুরালো ;
লাল নীল মাছ মেঘ—ম্লান নীল জ্যোৎস্নার আলো
এইখানে ; এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের শব
ভাসিতেছে চিরদিন ঃ নীল লাল রূপালি নীরব ।

স্বপ্ন

পাণ্ডুলিপি কাছে রেখে ধূসর দীপের কাছে আমি
নিস্তব্ধ ছিলাম ব'সে ;
শিশির পড়িতেছিল ধীরে-ধীরে খ'সে ;
নিমের শাখার থেকে একাকীতম কে পাখি নামি

উড়ে গেলো কুয়াশায়,—কুয়াশার থেকে দূর-কুয়াশায় আরো
তাহারি পাখার হাওয়া প্রদীপ নিভায়ে গেলো বুঝি ?

অন্ধকার হাৎড়ায়ে ধীরে-ধীরে দেশলাই খুঁজি ;
যখন জ্বালিব আলো কার মুখ দেখা যাবে বলিতে কি পারো।

কার মুখ ?—আমলকী শাখার পিছনে
শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ একদিন দেখেছিলো তাহা ;
এ-ধূসর পাণ্ডুলিপি একদিন দেখেছিলো, আহা,
সে-মুখ ধূসরতম আজ এই পৃথিবীর মনে।

তবু এই পৃথিবীর সব আলো একদিন নিভে গেলে পরে,
পৃথিবীর সব গল্প একদিন ফুরাবে যখন,
মানুষ র'বে না আর, র'বে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন ঃ
সেই মুখ আর আমি র'বো সেই স্বপ্নের ভিতরে।

বলিল অশ্বত্থ সেই

বলিল অশ্বত্থ ধীরে ঃ 'কোন দিকে যাবে বলো—তোমরা কোথায় যেতে চাও ?
এতদিন পাশাপাশি ছিলে, আহা, ছিলে কত কাছে ;
ম্লান খোড়ো ঘরগুলো—আজো তো দাঁড়ায়ে তারা আছে ;
এইসব গৃহ মাঠ ছেড়ে দিয়ে কোন্ দিকে কোন্ পথে ফের
তোমরা যেতেছ চ'লে পাই নাকো টের !
বোচকা বেঁধেছো ঢের,—ভোলো নাই ভাঙা বাটি ফুটো ঘটিটাও ;
আবার কোথায় যেতে চাও ?

'পঞ্চাশ বছরও হায় হয়নিকো,—এই-তো সে-দিন
তোমাদের পিতামহ, বাবা, খুড়ো, জেঠামহাশয়
—আজও, আহা, তাহাদের কথা মনে হয়।—
এখানে মাঠের পারে জমি কিনে খোড়ো ঘর তুলে
এই দেশে এই পথে এই সব ঘাস ধান নিম জামরুলে
জীবনের ক্লান্তি ক্ষুধা আকাঙ্ক্ষার বেদনার শুধেছিলো ঋণ ;
দাঁড়ায়ে-দাঁড়ায়ে সব দেখেছি যে,—মনে হয় যেন সেই দিন !

'এখানে তোমরা তবু থাকিবে না ? যাবে চ'লে তবে কোন্ পথে !
সেই পথে আরো শান্তি—আরো বুঝি সাধ ?
আরো বুঝি জীবনের গভীর আস্বাদ ?
তোমরা সেখানে গিয়ে তাই বুঝি বেঁধে র'বে আকাঙ্ক্ষার ঘর···
যেখানেই যাও চ'লে, হয় নাকো জীবনের কোনো রূপান্তর ;
এক ক্ষুধা এক স্বপ্ন এক ব্যথা বিচ্ছেদের কাহিনী ধূসর
ম্লান চুলে দেখা দেবে যেখানেই বাঁধো গিয়ে আকাঙ্ক্ষার ঘর।'
বলিল অশ্বত্থ সেই ন'ড়ে-ন'ড়ে অন্ধকারে মাথার উপর।

আট বছর আগের একদিন

শোনা গেলো লাশকাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে ;
কাল রাতে—ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হ'লো তার সাধ !

বধূ শুয়ে ছিলো পাশে—শিশুটিও ছিলো ;
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো—জ্যোৎস্নায়,—তবু সে দেখিল
কোন ভূত ? ঘুম কেন ভেঙে গেলো তার ?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল—লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার ।

এই ঘুম চেয়েছিলো বুঝি !
রক্তফেনামাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি
আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার ;
কোনোদিন জাগিবে না আর ।

'কোনোদিন জাগিবে না আর
জাগিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম—অবিরাম ভার
সহিবে না আর -'
এই কথা বলেছিলো তারে
চাঁদ ডুবে চ'লে গেলে—অদ্ভুত আঁধারে
যেন তার জানালার ধারে
উটের গ্রীবার মতো কোনো-এক নিস্তব্ধতা এসে ।

তবুও তো প্যাঁচা জাগে ;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে,

টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা ;
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবেসে ।

রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি ;
সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কত দেখিয়াছি !

ঘনিষ্ঠ আকাশ যেন—যেন কোন বিকীর্ণ জীবন

অধিকার ক'রে আছে ইহাদের মন ;
দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরণ
মরণের সাথে লড়িয়াছে ;
চাঁদ ডুবে গেলে 'পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
একগাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা—একা ;
যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার নাকো দেখা
এই জেনে।

অশ্বত্থের শাখা

করেনি কি প্রতিবাদ ? জোনাকির ভিড় এসে সোনালি ফুলের স্নিগ্ধ ঝাঁকে
করেনি কি মাখামাখি ?
থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা এসে
বলেনি কি ঃ 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে ?
চমৎকার !—
ধরা যাক দু'-একটা ইঁদুর এবার !'
জানায়নি প্যাঁচা এসে এ তুমুল গাঢ় সমাচার ?

জীবনের এই স্বাদ—সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকালের—
তোমার অসহ্য বোধ হ'লো ;—
মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো
মর্গে—গুমোটে
থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে !

শোনো
তবু এ-মৃতের গল্প ;—কোনো
নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই ;
বিবাহিত জীবনের সাধ
কোথাও রাখেনি কোনো খাদ,
সময়ে উদ্বর্তনে উঠে এসে বধূ
মধু—আর মননের মধু
দিয়েছে জানিতে ;
হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে
এ-জীবন কোনোদিন কেঁপে ওঠে নাই ;
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

জানি—তবু জানি

নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি ;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;
লাশকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই ;
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি, আহা,
থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা অশ্বত্থের ডালে বসে এসে,
চোখ পাল্‌টায়ে কয় : বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে ?
চমৎকার !
ধরা যাক দু'-একটা ইঁদুর এবার—'

হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার ?
আমিও তোমার মতো বুড়ো হবো—বুড়ি চাঁদটারে আমি
ক'রে দেবো কালীদহে বেনোজলে পার ;
আমরা দু'জনে মিলে শূন্য ক'রে চ'লে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।

শীতরাত

এই সব শীতের রাতে আমার হৃদয়ে মৃত্যু আসে ;
বাইরে হয়তো শিশির ঝরছে, কিংবা পাতা,
কিংবা প্যাঁচার গান ; সেও শিশিরের মতো, হলুদ পাতার মতো।

শহর ও গ্রামের দূর মোহনায় সিংহের হুংকার শোনা যাচ্ছে—
সার্কাসের ব্যথিত সিংহের

এদিকে কোকিল ডাকছে—পউষের মধ্য রাতে ;
কোন একদিন বসন্ত আসবে ব'লে ?
কোনো-একদিন বসন্ত ছিলো, তারই পিপাসিত প্রচার ?
তুমি স্থবির কোকিল নও ? কত কোকিলকে স্থবির হ'য়ে যেতে দেখেছি,
তারা কিশোর নয়,
কিশোরী নয় আর ;
কোকিলের গান ব্যবহৃত হ'য়ে গেছে।

সিংহ হুংকার ক'রে উঠছে :
সার্কাসের ব্যথিত সিংহ,
স্থবির সিংহ এক—আফিমের সিংহ—অন্ধ—অন্ধকার !

চারদিককার আবছায়া-সমুদ্রের ভিতর জীবনকে স্মরণ করতে গিয়ে
মৃত মাছের পুচ্ছের শৈবালে, অন্ধকার জলে কুয়াশার পঞ্জরে হারিয়ে
যায় সব ।
সিংহ অরণ্যকে পাবে না আর
পাবে না আর
পাবে না আর ।
কোকিলের গান
বিবর্ণ এঞ্জিনের মতো খ'শে-খ'শে
চুম্বক পাহাড়ে নিস্তব্ধ ।
হে পৃথিবী,
হে বিপাশামদির নাগপাশ,—তুমি
পাশ ফিরে শোও,
কোনোদিন কিছু খুঁজে পাবে না আর !

আদিম দেবতারা

আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা তাদের সর্পিল পরিহাসে
তোমাকে দিলো রূপ—কী ভয়াভয় নির্জন রূপ তোমাকে দিলো তারা ;
তোমার সংস্পর্শের মানুষদের রক্তে দিলো মাছির মত কামনা ।

আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা তাদের বঙ্কিম পরিহাসে
আমাকে দিলো লিপি রচনা করবার আবেগ :
যেন আমিও আগুন বাতাস জল,
যেন তোমাকেও সৃষ্টি করছি ।

তোমার মুখের রূপ যেন রক্ত নয়, মাংস নয়, কামনা নয়,
নিশীথ-দেবদারু-দ্বীপ ;
কোনো দূর নির্জন নীলাভ দ্বীপ ;

স্থূল হাতে ব্যবহৃত হ'য়ে তবু
তুমি মাটির পৃথিবীতে হারিয়ে যাচ্ছো ;
আমি হারিয়ে যাচ্ছি সুদূর দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়ার ভিতর ।

আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা তাদের বঙ্কিম পরিহাসে
রূপের বীজ ছড়িয়ে চলে পৃথিবীতে,
ছড়িয়ে চলে স্বপ্নের বীজ !

অবাক হ'য়ে ভাবি, আজ রাতে কোথায় তুমি ?
রূপ কেন নির্জন দেবদারু-দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়া চেনে না—
পৃথিবীর সেই মানুষের রূপ ?
স্থূল হাতে ব্যবহৃত হ'য়ে—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হ'য়ে
ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—
আগুন বাতাস জল ঃ আদিম দেবতারা হো-হো ক'রে হেসে উঠলো
'ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হ'য়ে শুয়োরের মাংস হ'য়ে যায় ?'

হো-হো ক'রে হেসে উঠলাম আমি !
চারদিককার অট্টহাসির ভিতর একটা বিরাট তিমির মৃতদেহ নিয়ে
অন্ধকার সমুদ্র স্ফীত হ'য়ে উঠলো যেন ;
পৃথিবীর সমস্ত রূপ অমেয় তিমির মৃতদেহের দুর্গন্ধের মতো,
যেখানেই যাই আমি সেই সব সমুদ্রের উৎকায়-উৎকায়
কেমন স্বাভাবিক, কী স্বাভাবিক !

স্থবির যৌবন

তারপর একদিন উজ্জ্বল মৃত্যুর দূত এসে
কহিবে ঃ তোমারে চাই—তোমারেই, নারী ;
এই সব সোনা রূপা মশলিন যুবাদের ছাড়ি
চ'লে যেতে হবে দূর-আবিষ্কারে ভেসে।

বলিলাম ;—শুনিল সে ঃ 'তুমি তবু মৃত্যুর দূত নও—তুমি—'
'নগর-বন্দর ঢের খুঁজিয়াছি আমি ;
তারপর তোমার এ-জানলায় থামি
ধোঁয়া সব ;—তুমি যেন মরীচিকা—আমি মরুভূমি—'

শীতের বাতাস নাকে চ'লে গেলো জানালার দিকে,
পড়িল আধেক শাল বুক থেকে খ'শে।
সুন্দর জন্তুর মতো তার দেহকোষে
রক্ত শুধু ? দেহ শুধু ? শুধু হরিণীকে

বাঘের বিক্ষোভ নিয়ে নদীর কেনারে—নিম্নে—রাতে ?
তবে তুমি ফিরে যাও ধোঁয়ায় আবার ;
উজ্জ্বল মৃত্যুর দূত বিবর্ণ এবার—
বরং নারীকে ছেড়ে কঙ্কালের হাতে

তোমারে তুলিয়া লবে কুয়াশা-ঘোড়ায়।
তুমি এই পৃথিবীর অনাদি স্থবির ;—
সোনালি মাছের মতো তবু করে ভিড়

নীল শৈবালের নীচে জলের মায়ায়

প্রেম—স্বপ্ন—পৃথিবীর স্বপ্ন, প্রেম তোমার হৃদয়ে।
হে স্থবির, কী চাও বলো তো—
শাদা ডানা কোনো-এক সারসের মতো ?
হয়তো সে মাংস নয়—এই নারী, তবু মৃত্যু পড়ে নাই আজো তার মোহে।

তাহার ধূসর ঘোড়া চরিতেছে নদীর কিনারে
কোনো-এক বিকেলের জাফরান দেশে।
কোকিল কুকুর জ্যোৎস্না ধুলো হ'য়ে গেছে কত ভেসে
মরণের হাত ধ'রে স্বপ্ন ছাড়া কে বাঁচিতে পারে ?

আজকের এক মুহূর্ত

হে মৃত্যু,
তুমি আমাকে ছেড়ে চলছো ব'লে আমি খুব গভীর খুশি ?
কিন্তু আরো-খানিকটা চেয়েছিলাম ;
চারিদিকে তুমি হাড়ের পাহাড় বানিয়ে রেখেছো ;—
যে-ঘোড়ায় চ'ড়ে আমি
অতীত-ঋষিদের সঙ্গে আকাশে নক্ষত্রে উড়ে যাবো
এইখানে মৃতবৎসা, মাতাল, ভিখারি ও কুকুরদের ভিড়ে
কোথায় তাকে রেখে দিলে তুমি ?

এতদিন ব'সে পুরোনো বীজগণিতের শেষ পাতা শেষ করতে-না-করতেই
সমস্ত মিথ্যা প্রমাণিত হ'য়ে গেলো ;
কোন-এক গভীর নতুন বীজগণিত যেন
পরিহাসের চোখ নিয়ে অপেক্ষা করছে ;—
আবার মিথ্যা প্রমাণিত হবে ব'লে ?
সে-ই শেষ সত্য ব'লে ?
জীবন : ভারতের, চীনের, আফ্রিকার নদীপাহাড়ে বিচরণের
মূঢ় আনন্দ নয় আর
বরং নির্ভীক বীরদের রচিত পৃথিবীর ছিদ্রে-ছিদ্রে
ইস্ক্রুপের মতো আটকে থাকবার শৌর্য ও আমোদ :
তারপর চুম্বক পাহাড়ে গিয়ে নিস্তব্ধ হবার মতো আস্বাদ ?

জীবন : নির্ভীক নারীদের সৌন্দর্যের আঘাতে
নিগ্রো সংগীতের বেদনার ধুলোরাশি ?
কিন্তু এ-বেদনা আত্মিক, তাই ঝাপসা ;—একাকী : তাই কিছু নয় :—
কিন্তু তিলে-তিলে আটকে থাকবার বেদনা :
পৃথিবীর সমস্ত কুকুর ফুটপাথে বোধ করছে আজ।

যেন এত দিনের বীজগণিত কিছু নয়,
যেন নতুন বীজগণিত নিয়ে এসেছে আকাশ !

বাংলার পাড়াগাঁয়ে শীতের জ্যোৎস্নায় আমি কত বার দেখলাম
কত বালিকাকে নিয়ে গেলো বাঘ—জঙ্গলের অন্ধকারে।
কতবার হাটেনটট-জুলু দম্পতির প্রেমের কথাবার্তার ভিতর
আফ্রিকার সিংহকে লাফিয়ে পড়তে দেখলাম ;

কিন্তু সেই সব মূঢ়তার দিন নেই আর সিংহদের ;
নীলিমার থেকে সমুদ্রের থেকে উঠে এসে
পরিস্ফুট রোদের ভিতর
উজ্জ্বল দেহ অদৃশ্য রাখে তারা ;
শাদা, হলদে, লাল, কালো মানুষদের
আর-কোনো শেষ বক্তব্য আছে কি না জিজ্ঞাসা করে !

যে-ঘোড়ায় চ'ড়ে আমরা অতীত-ঋষিদের সঙ্গে আকাশে নক্ষত্রে উড়ে যাবো
সেই সব শাদা-শাদা ঘোড়ার ভিড়
যেন কোন জ্যোৎস্নার নদীকে ঘিরে
নিস্তব্ধ হ'য়ে অপেক্ষা করছে কোথাও ;

আমার হৃদয়ের ভিতর
সেই সুপক্ক রাত্রির গন্ধ পাই আমি।

ফুটপাথে

অনেক রাত হয়েছে—অনেক গভীর রাত হয়েছে ;
কলকাতার ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—ফুটপাত থেকে ফুটপাথে—
কয়েকটি আদিম সর্পিণী সহোদরার মতো
এই-যে ট্রামের লাইন ছড়িয়ে আছে
পায়ের তলে, সমস্ত শরীরের রক্তে এদের বিষাক্ত বিস্বাদ স্পর্শ
অনুভব ক'রে হাঁটছি আমি
গুড়ি-গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে, কেমন যেন ঠাণ্ডা বাতাস ;
কোন দূরে সবুজ ঘাসের দেশ নদী জোনাকির কথা মনে পড়ে আমার,-
তারা কোথায় ?
তারা কি হারিয়ে গেছে ?
পায়ের তলে লিকলিকে ট্রামের লাইন,—মাথার ওপরে
অসংখ্য জটিল তারের জাল
শাসন করছে আমাকে।
গুড়ি-গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে, কেমন যেন ঠাণ্ডা বাতাস ;

এই ঠাণ্ডা বাতাসের মুখে এই কলকাতার শহরে এই গভীর রাতে
কোনো নীল শিরার বাসাকে কাঁপতে দেখবে না তুমি ;
জলপাইয়ের পল্লবে ঘুম ভেঙে গেলো ব'লে কোনো ঘুঘু তার
কোমল নীলাভ ভাঙা ঘুমের আস্বাদ তোমাকে জানাতে আসবে না
হলুদ পেঁপের পাতাকে একটা আচমকা পাখি ব'লে ভুল হবে না তোমার,
সৃষ্টিকে গহন কুয়াশা ব'লে বুঝতে পেরে চোখ নিবিড় হ'য়ে
উঠবে না তোমার !
প্যাঁচা তার ধূসর পাখা আমলকীর ডালে ঘষবে না এখানে,
আমলকীর শাখা থেকে নীল শিশির ঝ'রে পড়বে না,
তার সুর নক্ষত্রকে লঘু জোনাকির মতো খশিয়ে আনবে না এখানে,
রাত্রিকে নীলাভতম ক'রে তুলবে না !
সবুজ ঘাসের ভিতর অসংখ্য দেয়ালি পোকা ম'রে রয়েছে
দেখতে পাবে না তুমি এখানে,
পৃথিবীকে মৃত সবুজ সুন্দর শীতল একটি দেয়ালি পোকার মতো
মনে হবে না তোমার,
জীবনকে মৃত সবুজ সুন্দর শীতল একটি দেয়ালি পোকার মতো
মনে হবে না ;
প্যাঁচার সুর নক্ষত্রকে লঘু জোনাকির মতো খশিয়ে আনবে না এখানে,
শিশিরের সুর নক্ষত্রকে লঘু জোনাকির মতো খসিয়ে আনবে না,
সৃষ্টিকে গহন কুয়াশা ব'লে বুঝতে পেরে চোখ ।
নিবিড় হ'য়ে উঠবে না তোমার ।

প্রার্থনা

আমাদের প্রভু বীক্ষণ দাও : মরি নাকি মোরা মহাপৃথিবীর তরে ?
পিরামিড যারা গড়েছিলো একদিন—আর যারা ভাঙে—গড়ে ;—
মশাল যাহারা জ্বালায় যেমন জেঙ্গিস যদি হালে
দাঁড়ায় মদির ছায়ার মতন—যত অগণন মগজের কাঁচা মালে ;
যে-সব ভ্রমণ শুরু হ'লো শুধু মার্কোপোলোর কালে ;
আকাশের দিকে তাকায়ে মোরাও বুঝেছি যে-সব জ্যোতি
দেশলাইকাঠি নয় শুধু আর—কালপুরুষের গতি ;
ডিনামাইট দিয়ে পর্বত কাটা না হ'লে কী ক'রে চলে,—
আমাদের প্রভু বিরতি দিয়ো না ; লাখো-লাখো যুগ রতিবিহারের ঘরে
মানাবীজ দাও : পিরামিড গড়ে—পিরামিড ভাঙে গড়ে ।

ইহাদেরি কানে

একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে—একবার বেদনার পানে
অনেক কবিতা লিখে চ'লে গেলো যুবকের দল ;
পৃথিবীর পথে-পথে সুন্দরীরা মূর্খ সসম্মানে
শুনিল আধেক কথা ;—এই সব বধির নিশ্চল

সোনার পিত্তল মূর্তি : তবু আহা, ইহাদেরি কানে
অনেক ঐশ্বর্য ঢেলে চ'লে গেলো যুবকের দল ;
একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে—একবার বেদনার পানে।

সূর্যসাগরতীরে

সূর্যের আলো মেটায় খোরাক কার :
সেই কথা বোঝা ভার।
অনাদি যুগের অ্যামিবার থেকে আজিকে ওদের প্রাণ
গড়িয়া উঠিল কাফ্রির মতো সূর্যসাগরতীরে
কালো চামড়ার রহস্যময় ঠাশ-বুনুনিটি ঘিরে

চারিদিকে স্থির-ধূম্র-নিবিড় পিরামিড যদি থাকে—
অনাদি যুগের অ্যামিবার থেকে আজিকে মানবপ্রাণ
সূর্যতাড়সে ভ্রূণকে যদিও করে ঢের ফলবান,—
তবুও আমরা জননী বলিব কাকে ?
গড়িয়া উঠিল মানবের দল সূর্য সাগরতীরে
কালো আত্মার রহস্যময় ভুলের বুনুনি ঘিরে।

মনোবীজ

জামিরের ঘন বন অইখানে রচেছিলো কারা ?
এইখানে লাগে নাই মানুষের হাত।
দিনের বেলায় যেই সমারূঢ় চিন্তার আঘাত
ইস্পাতের আশা গড়ে—সেই সব সমুজ্জ্বল বিবরণ ছাড়া

যেন আর নেই কিছু পৃথিবীতে : এই কথা ভেবে
তাহারা রয়েছে ঘুমে তুলোর বালিশে মাথা গুঁজে ;
তাহারা মৃত্যুর পর জামিরের বনে জ্যোৎস্না পাবে নাকো খুঁজে ;
বধির ইস্পাত-খড়্গ তাহাদের কোলে তুলে নেবে।

সেই মুখ এখনও দিনের আলো কোলে নিয়ে করিতেছে খেলা :
যেন কোনো অসংগতি নেই—সব হালভাঙা জাহাজের মতো সমন্বয়
সাগরে অনেক রৌদ্র আছে ব'লে ;—পরিব্যাপ্ত বন্দরের মতো মনে হয়
যেই এই পৃথিবীকে ;—সেখানে অঙ্কুশ নেই তাকে অবহেলা
করিবে সে আজো জানি,—দিনশেষে বাদুড়ের মতন-সঞ্চারে
তারে আমি পাবো নাকো ;—এই রাতে পেয়ারার ছায়ার ভিতরে
তারে নয়—স্নিগ্ধ সব ধানগন্ধী প্যাঁচাদের প্রেম মনে পড়ে।
মৃত্যু এক শান্ত খেত—সেইখানে পাবো নাকো তারে।

পৃথিবীর অলিগলি বেয়ে আমি কত দিন চলিলাম।
ঘুমালাম অন্ধকারে যখন বালিশে ঃ
নোনা ধরে নাকো যেই দেওয়ালের
ধূসর পালিশে
চন্দ্রমল্লিকার বন দেখিলাম
রহিয়াছে জ্যোৎস্নায় মিশে।
যেই সব বালিহাঁস ম'রে গেছে পৃথিবীতে
শিকারির গুলির আঘাতে ঃ
বিবর্ণ গম্বুজে এসে জড়ো হয়
আকাশের চেয়ে বড়ো রাতে ;
প্রেমের খাবার নিয়ে ডাকিলাম তারে আমি
তবুও সে নামিল না হাতে।

পৃথিবীর বেদনার মতো ম্লান দাঁড়ালাম ঃ
হাতে মৃত সূর্যের শিখা ;
প্রেমের খাবার হাতে ডাকিলাম ;
অঘ্রানের মাঠের মৃত্তিকা
হ'য়ে গেলে ;
নাই জ্যোৎস্না – নাই কো মল্লিকা !
...   ...
সেই সব পাখি আর ফুল ঃ
পৃথিবীর সেই সব মধ্যস্থতা
আমার ও সৌন্দর্যের শরীরের সাথে
ম্যমির মতনও আজ কোনোদিকে নেই আর ;
সেই সব শীর্ণ দীর্ঘ মোমবাতি ফুরায়েছে
আছে শুধু চিন্তার আভার ব্যবহার।
সন্ধ্যা না-আসিতে তাই
হৃদয় প্রবেশ করে প্যাগোডার ছায়ার ভিতরে অনেক ধূসর বই নিয়ে।!

চেয়ে দেখি কোনো-এক আননের গভীর উদয় ঃ
সে-আনন পৃথিবীর নয়।
দু চোখ নিমীল তার কিসের সন্ধানে ?
'সোনা—নারী—তিশি—আর ধানে'—
বলিল সে ঃ 'কেবল মাটির জন্ম হয়।'
বলিলাম ঃ 'তুমিও তো পৃথিবীর নারী,
কেমন কুৎসিত যেন,—প্যাগোডার অন্ধকার ছাড়ি
শাদা মেঘ-খরশান বাহিরে নদীর পারে দাঁড়াবে কি ?

'শান্তি নির্জন নদী'—বলিল সে—'তোমারি হৃদয়,

যদিও তা পৃথিবীর নারী—নদী নয় ঃ
তোমারি চোখের স্বাদে ফুল আর পাতা
জাগে না কি ? তোমারি পায়ের নিচে মাথা
রাখে না কি ? বিশুষ্ক—ধূসর—
ক্রমে ক্রমে মৃত্তিকার কৃমিদের স্তর
যেন তারা;—অপ্সরা—উর্বশী
তোমার আকৃষ্ট মেঘে ছিলো না কি বসি ?
ডাইনির মাংসের মতন
আর তার জঙ্ঘা আর স্তন ;
বাদুড়ের খাদ্যের মতন
একদিন হ'য়ে যাবে ;
যে সব মাছিরা কালো মাংস খায়—তারে ছিঁড়ে খাবে !'

কান্তারের পথে যেন সৌন্দর্যের ভূতের মতন
তাহারে চকিত আমি করিলাম,—রোমাঞ্চিত হ'য়ে তার মন
ব'লে গেলো ঃ 'তক্ষিত সৌন্দর্য সব পৃথিবীর
উপনীত জাহাজের মাস্তুল সুদীর্ঘ শরীর
নিয়ে আসে একদিন, হে হৃদয়,—একদিন
দার্শনিকও হিম হয়—প্রণয়ের সম্রাজ্ঞীরা হবে না মলিন ?'

কল্পনার অবিনাশ মহনীয় উদ্‌গিরণ থেকে
আসিল সে হৃদয়ের। হাতে হাত রেখে
বলিল সে। মনে হ'লো পাণ্ডুলিপি মোমের পিছনে
রয়েছে সে। একদিন সমুদ্রের কালো আলোড়নে
উপনিষদেরও শাদা পাতাগুলো ক্রমে ডুবে যাবে ;
ল্যাম্পের আলো হাতে সেদিন দাঁড়াবে
অনেক মেধাবী মুখ স্বপ্নের বন্দরের তীরে,
যদিও পৃথিবী আজ সৌন্দর্যেরে ফেলিতেছে ছিঁড়ে।

... ...

প্রেম কি জাগায় সূর্যকে আজ ভোরে ?
হয়তো জবালায়ে গিয়েছে অনেক—অনেক বিগত কাল,
বায়ুর ঘোড়ার খুরে যে পরায় অগ্নির মতো নাল
জানে না সে কিছু—তবু তারে জেনে সূর্য আজিকে জবলে।
চীনের প্রাচীর ভেঙে যেতে-যেতে—
চীনের প্রাচীর বলে ঃ
অনেক নবীন সূর্য দেখেছি রাতকানা যেন নীল আকাশের তলে ;
পুরোনো শিশির আচার পাকায় আলাপী জিভের তরে ;
যা-কিছু নিভৃত—ধূসর—মেধাবী—তাহারে রক্ষা করে ;

পাথরের চেয়ে প্রাচীন ইচ্ছা মানুষের মনে গড়ে।
অথবা চীনের প্রাচীরের ভুল—চের্নোন নিজের হাল
কিংবা জুলায়ে গিয়েছে হয়তো অনেক বিগত কাল ;
অগ্নিঘোড়ার খুরে যে পরায় জলের মতন নাল
জানে না সে কিছু…তবু তারে জেনে সূর্য আজিকে জ্বলে ;—
বাবিনে জড়ানো মিশরের ম্যমি কালো বিড়ালকে বলে।

পরিচায়ক

মাঝে-মাঝে মনে হয় এ-জীবন হংসীর মতন—
হয়তো-বা কোনো-এক কৃপণের ঘরে ;
প্রভাতে সোনার ডিম রেখে যায় খড়ের ভিতরে ;
পরিচিত বিস্ময়ের অনুভবে ক্রমে-ক্রমে দৃঢ় হয় গৃহস্থের মন।
তাই সে হংসীরে আর চায় নাকো দুপুরে নদীর ঢালু জলে
নিজেকে বিস্মিত ক'রে,—ক্রমে দূরে—দূরে
হয়তো-বা মিশে যাবে অশিষ্ট মুকুরে ঃ
ছবির বইয়ের দেশে চিরকাল—ক্রূর মায়াবীর জাদুবলে।

তবুও হংসীই আভা,—হয়তো-বা পতঞ্জলি জানে।
সোনায়-নিটোল-করা ডিম আর বিমর্ষ প্রসব।
দুপুরে সূর্যের পানে বজ্রের মতন কলরব
কণ্ঠে তুলে ভেসে যায় অমেয় জনের অভিযানে।
কেয়াফুলস্নিগ্ধ হাওয়া স্থির তুলাদণ্ড প্রদক্ষিণ
ক'রে যায় ;—লোকসমাগমহীন, হিম কান্তারের পার
ক'রে নাকো ভীত আর মরণের অর্থ প্রত্যাহার ঃ
তবুও হংসীর পাখা তুষারের কোলাহলে আঁধারে উড্ডীন।
…   …   …
তবুও হংসীর প্রিয় আলোকসামান্য সুর, শূন্যতার থেকে আমি ফেঁশে
এইখানে প্রান্তরের অন্ধকারে দাঁড়িয়েছি এসে ;
মধ্য নিশীথের এই আসন্ন তারকাদের সঙ্গ ভালোবেসে।

মরখুটে ঘোড়া ওই ঘাস খায়,—ঘাড়ে তার ঘায়ের উপরে
বিনবিনে ডাঁশগুলো শিশিরের মতো শব্দ করে।
এই স্থান, হ্রদ আর, বরফের মতো শাদা ঘোড়াদের তরে
ছিলো তবু একদিন ? র'বে তবু একদিন ? হে কালপুরুষ
ধ্রুব, স্বাতী, শতভিষা
উচ্ছৃঙ্খল প্রবাহের মতো যারা তাহাদের দিশা
স্থির করে কর্ণধার ?—ভূতকে নিরস্ত করে প্রশান্ত সরিষা।

ভূপৃষ্ঠের অই দিকে—জানি আমি—আমার নতুন ব্যাবিলন

উঠেছে অনেক দূর ;—শোনা যায় কার্নিশে সিংহের গর্জন।
হয়তো-বা ধূলোসাৎ হ'য়ে গেছে এত রাতে ময়ূরবাহন ঃ

এই দিকে বিকলাঙ্গ নদীটির থেকে পাঁচ-সাত ধনু দূরে
মানুষ এখনও নীল, আদিম সাপুড়ে ঃ
রক্ত আর মৃত্যু ছাড়া কিছু পায় নাকো তারা খনিজ অমূল্য মাটি খুঁড়ে।

এই সব শেষ হ'য়ে যাবে তবু একদিন ;—হয়তো-বা ক্লান্ত ইতিহাস
শানিত সাপের মতো অন্ধকারে নিজেকে করেছে প্রায় গ্রাস।
ক্রমে এক নিস্তব্ধতা ঃ নীলাভ ঘাসের ফুলে সৃষ্টির বিন্যাস

আমাদের হৃদয়কে ক্রমেই নীরব হ'তে বলে।
যে-টেবিল শেষরাতে দোভাষীর—মাঝরাতে রাষ্ট্রভাষাভাষীর দখলে
সেই সব বহু ভাষা শিখে তবু তারকার সন্তপ্ত অনলে

হাতের আয়ুর রেখা আমাদের জ্বলে আজো ভৌতিক মুখের মতন ;
মাথার সকল চুল হ'য়ে যায় ধূসর—ধূসরতম শণ ;
লোষ্ট্র, আমি, জীব আর নক্ষত্রের অনাদি বিবর্ণ বিবরণ

বিদূষক বামনের মতো হেসে একবার চায় শুধু হৃদয় জুড়াতে।
ফুরফুরে আগুনের থান তবু কাঁচছাঁটা জামার মতন মুক্ত হাতে
তাহার নগ্নতা ঘিরে জ্ব'লে যায়—সে কোথাও পারে না দাঁড়াতে।

... ...

নীলিমাকে যতদূর শান্ত নির্মল মনে হয়
হয়তো-বা সে-রকম নেই তার মহানুভবতা।
মানুষ বিশেষ-কিছু চায় এই পৃথিবীতে এসে
অতীব গরিমাভরে ব'লে যায় কথা ;

যেন কোনো ইন্দ্রধনু পেয়ে গেলে খুশি হ'তো মন।
পৃথিবীর ছোটো-বড়ো দিনের ভিতর দিয়ে অবিরাম চ'লে
অনেক মুহূর্ত আমি এ-রকম মনোভাব করেছি পোষণ।

দেখেছি সে-সব দিনে নরকের আগুনের মতো অহরহ রক্তপাত ;
সে-আগুন নিভে গেলে সে-রকম মহৎ আঁধার,
সে-আঁধারে দুহিতারা গেয়ে যায় নীলিমার গান ;
উঠে আসে প্রভাতের গোধূলির রক্তচ্ছটা-রঞ্জিত ভাঁড়!

সে-আলোকে অরণ্যের সিংহকে ফিকে মরুভূমি মনে হয় ;
মধ্য সমুদ্রের রোল—মনে হয়—দয়াপরবশ ;

এরাও মহৎ—তবু মানুষের মহাপ্রতিভার মতো নয়।

আজ এই শতাব্দীতে পুনরায় সেই সব ভাস্বর আগুন
কার ক'রে যায় যদি মানুষ ও মনীষী ও বৈহাসিক নিয়ে—
সময়ের ইশারায় অগণন ছায়া-সৈনিকেরা
আগুনের দেয়ালকে প্রতিষ্ঠিত করে যদি উনুনের অতলে দাঁড়িয়ে.

দেয়ালের 'পরে যদি বানর, শেয়াল, শনি, শকুনের ছায়ার জীবন
জীবনকে টিটকারি দিয়ে যায় আগুনের রঙ আরো বিভাসিত হ'লে –
গর্ভাঙ্কে ও অঙ্কে কান কেটে-কেটে নাটকের হয় তবু শ্রুতিবিশোধন।

এক

বিভিন্ন কোরাস

আমাদের হৃদয়ের নদীর উপর দিয়ে ধীরে
এখনো যেতেছে চ'লে কয়েকটি শাদা রাজহাঁস;
সহধর্মিণীর সাথে ঢের দিন—আরো ঢের দিন
করেছি শান্তিতে বসবাস;

দেখেছি সন্তানদের ময়দানে আলোর ভিতরে
স্বতই ছড়ায়ে আছে—যেমন গুনেছি টায়-টায়;
অদ্ভুত ভিড়ের দিকে চেয়ে থেকে দেখে গেছি জনতার মাথা
গৃহদেবতাকে দেখে শৃঙ্গ শিলায়।

নগরীর পিতামহদের ছবি দেয়ালে টাঙায়ে—
টাঙায়েছি নগরীর পিতাদের ছবি;
পরিক্রমণে গিয়ে সর্বদাই আমাদের বড়ো নগরীতে
যাহাতে অমৃত হয় সে-রকম অর্থ, বাচক্লবী,

প্রকাশে প্রয়াস পেয়ে গেছি মনে হয়;
আমাদের নেয় যাহা নিয়ে গেছি তুলে;
নটে গাছ মুড়ে গেছে ব'লে মনে হয়
আমাদের বক্তব্য ফুরুলে।

আবার সবুজ হ'য়ে জুড়ায়ে গিয়েছে
আমাদের সন্তানের – সন্তানের প্রয়োজন মতো।
এ-রকম চক্রাকারে ঘুরে গিয়ে কাল
সহসা খিঁচড়ে উঠে উচ্চরের মতন ফলত

অন্য-কোনো জ্যামিতিক রেখা হ'তে পারে;

অন্য-কোনো দার্শনিক মত-বিপ্লব ;
জেনে তবু মূর্খ আর রূপসীর ভয়াবহ সংগম এড়ায়ে
স্থির হ'য়ে রবে নাকি সন্ততিরা, সন্ততির সন্ততিরা সব ?

যদি তারা টেঁশে যায় করাল কালের স্রোতে ধরা প'ড়ে গিয়ে,
যদি এই অন্ধকার প্রাসাদের ভগ্ন-অবশেষে
শেয়াল প্যাঁচার দিকে চেয়ে কেঁদে যায়,—
তখন স্বপ্নই সত্য ; গিয়েছে বস্তুর থেকে ফেঁশে

জীবনের বাস্তবতা সে-সময় ।
মানুষের শেষ বংশ লোপ পেলে কে ফিরায়ে দেবে
জীবনের বাস্তবতা ?—এমন অদ্ভুত স্বপ্ন নিয়ে
মাঝে-মাঝে গিয়েছি নাগাড় কথা ভেবে ।

দুই

সময় কীটের মতো কুরে খায় আমাদের দেশ ।
আমাদের সন্তানেরা একদিন জ্যেষ্ঠ হ'য়ে যাবে ;
স্বতঃসিদ্ধতায় গিয়ে জীবনের ভিতরে দাঁড়াবে ;
এ-রকম ভাবনার কিছু অবলেশ

তাদের হৃদয়ে আছে হয়তো-বা ;—মাঠে-ময়দানে
কথা ব'লে জীবনের বিষ তারা ঝেড়ে ফেলে দিতে চায় আজ ;
অল্পায়ু হিমের দিন ততোধিক মিহিন কামিজে
কাটাইতেছে যেন অগণন গিরেবাজ ।

সমুদ্রের রৌদ্র থেকে আমাদের দেশে ।
নীলাভ ঢেউয়ের মতো দীপ্তি নেমে আসে মনে হয় ;
আমাদের পিতামহ পিতারাও প্রবাহের মতো জেনে গেছে ;
আমাদেরও ততদূর ভাববিনিময়

একদিন ছিলো,— তবু শোচনীয় কালের বিপাকে
হারায়ে ফেলেছি সেই সান্দ্র বিশ্বাস !
কারু সাথে অন্ধকার মাটিতে ঘুমায়ে,
কারু সাথে ভোরবেলা জেগে—বারো মাস

তাকেও স্মরণ ক'রে চিনে নিতে হয়
সে কি কাল ? সে জীবন ? জ্ঞাতিভ্রাতা ? গণিকা ? গৃহিনী ;
মানুষের বংশ এসে সময়ের কিনারে থেমেছে,
একদিন চেনা ছিলো ব'লে আজ ইহাদের চিনি

অন্ধকার সংস্কার হাৎড়ায়ে, মৃদুভাবে হেসে ;
তীর্থে-তীর্থে বারবার পরীক্ষিত হ'য়ে পরিচয়
বিবর্ণ জ্ঞানের রাজ্যে কাগজের ডাঁইয়ে প'ড়ে আছে ;
আমাদের সন্ততিও আমাদের হৃদয়ের নয়।

আমরা মধ্যম পথে বিকেলের ছায়ায় রয়েছি
একটি পৃথিবী নষ্ট হ'য়ে গেছে আমাদের আগে ;
আরেকটি পৃথিবীর দাবি
স্থির ক'রে নিতে হ'লে লাগে

সকালের আকাশের মতন বয়স ;
সে-সকাল কখনো আসে না ঘোর, স্বধর্মনিষ্ঠ রাত্রি বিনে।
পশ্চিমে অস্তের সূর্য ধূলিকণা, জীবাণুর উতরোল মহিমা রটায়ে
পৃথিবীকে রেখে যায় মানবের কাছে জনমানবের ঋণে।

তিন

সারাদিন ধানের বা কাস্তের শব্দ শোনা যায়।
ধীর পদবিক্ষেপে কৃষকেরা হাঁটে।
তাদের ছায়ার মতো শরীরের ফুঁয়ে
শতাব্দীর ঘোর কাটে-কাটে।

মাঝে-মাঝে দু-চারটে প্লেন চ'লে যায়।
একভিড় হরিয়াল পাখি
উড়ে গেলে মনে হয়, দুই পায়ে হেঁটে
কত দূর যেতে পারে মানুষ একাকী !

এ-সব ধারণা তবু মনের লঘুতা।
আকাশে রক্তিম হ'য়ে গেছে ;
কামানের থেকে নয়, আজো এইখানে
প্রকৃতি রয়েছে।

রাত্রি তার অন্ধকার ঘুমাবার পথে
আবার কুড়ায়ে পায় এক পৃথিবীর মেয়ে, ছেলে ;
মানুষ ও মনীষীর রৌদ্রের দিন
হৃদয়বিহীনভাবে শূন্য হ'য়ে গেলে।

সেই রাত্রি এসে গেছে ? সন্ততিরা জড়ায়ে গিয়েছে
জ্ঞাতকুলশীল আর অজ্ঞাত ঋণে।

পারাবত-পক্ষ-ধ্বনি সায়াহ্নের, সকালের নয়,
মাঝে এই বেহুলা ও কালরাত্রি বিনে।

চার

এখন অনেক দূরে ইতিহাস-স্বভাবের গতি চ'লে গেছে
পশ্চিম সূর্যের দিকে শত্রু ও সুহৃদ তাকায়েছে।
কে তার পাগড়ি খুলে পূব দিকে ফসলের, সূর্যের তরে
অপেক্ষায় অন্ধকার রাত্রির ভিতরে
ডুবে যেতে চেয়েছিলো ব'লে চ'লে গেছে।

আমরা সকলে তবু সময়ের একান্ত সৈকতে
নিজেদের অপরের সবায়ের জনমতামতে
অনেক ডোডোর ভিড়ে ডোডোদের মতো
নেই — তবু র'য়ে গেছি স্বভাববশত।
এই ক্রান্তি জীবন বা মরণের ব'লে মনে হয়।

আকাশের ফিকে রঙ ভোরের, কি সন্ধ্যার আঁধার?
এই দূরত্বয় সিন্ধু কি পার হবার?
আমরা অনেক লোক মিলে তবু এখন একাকী
বংশ লুপ্ত ক'রে দিয়ে শেষ অবশিষ্ট ডোডো পাখি,
হ'তে গিয়ে পারাবত-পক্ষ-ধ্বনি শুনি,
না কি ডোডোমির অতল ক্রেংকার।

প্রেম অপ্রেমের কবিতা

নিরাশার খাতে ততোধিক লোক উৎসাহ বাঁচায়ে রেখেছে;
অগ্নিপরীক্ষার মতো কেবলি সময় এসে দ'হে ফেলে দিতেছে সে-সব
তোমার মৃত্যুর পরে আগুনের একতিল বেশী অধিকার
সিংহ মেষ কন্যা মীন করেছে প্রত্যক্ষ অনুভব।
পৃথিবী ক্রমশ তার আগেকার ছবি
বদলায়ে ফেলে দিয়ে তবুও পৃথিবী হ'য়ে আছে;
অপরিচিতের মতো সমাজ সংসার শত্রু সবই
পরিচিত বুনোনির মতো তবু হৃদয়ের কাছে
ক্রমশই মনে হয় নিজ সজীবতা নিয়ে চমৎকার;
আবর্তিত হ'য়ে যায় দানবের মায়াবলে তবুও সে-সব
তোমার মৃত্যুর পরে মানবের একতিল বেশি অধিকার
দীর্ঘ কালকেতু তুলে বাধা দিতে চেয়েছে রাসভ।
... ...

তোমার প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেলে তুমি চ'লে গেলে কবে।
সেই থেকে অন্য প্রকৃতির অনুভবে

মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে জেগে উঠেছে হৃদয় ।
না-হ'লে নিরুৎসাহিত হতে হয় ।
জীবনের, মরণের, হেমন্তের এ-রকম আশ্চর্য নিয়ম ;
ছায়া হ'য়ে গেছো ব'লে তোমাকে এমন অসম্ভ্রম ।
... ...

শত্রুর অভাব নেই, বন্ধুও বিরল নয়—যদি কেউ চায় ;
সেই নারী ঢের দিন আগে এই জীবনের থেকে চ'লে গেছে ।
ঢের দিন প্রকৃতি ও বইয়ের নিকট থেকে সদুত্তর চেয়ে
হৃদয় ছায়ার সাথে চালাকি করেছে ।
তারপর অনুভব ক'রে গেছে রমণীর ছায়া বা শরীর
অথবা হৃদয়,—
বেড়ালের বিকশিত হাসির মতন রাঙা গোধূলির মেঘে ;
প্রকৃতির, প্রমাণের, জীবনের দ্বারস্থ দুঃখীর মতো নয় ।
... ...

তোমার সংকল্প থেকে খ'শে গিয়ে ঢের দূরে চ'লে গেলে তুমি ;
হ'লেও-বা হ'য়ে যেতো এ-জীবন ঃ দিনরাত্রির মতো মরুভূমি ;—
তবুও হেমন্তকাল এসে পড়ে পৃথিবীতে, এমন স্তব্ধতা ;
জীবনেও নেই কো অন্যথা,
হেমন্তের সহোদর র'য়ে গেছে, সব উত্তেজের প্রতি উদাসীন ;
সকলের কাছ থেকে সুস্থির মনের ভাবে নিয়ে আসে ঋণ,
কাউকে দেয় না কিছু, এমনই কঠিন ;
সরল সে নয়, তবু ভয়াবহভাবে শাদা, সাধারণ কথা
জনমানুষীর কাছে ব'লে যায় – এমনই নিয়ত সফলতা ।

মৃত মাংস

আমিষাশী তরবার

ডানা ভেঙে ঘুরে-ঘুরে প'ড়ে গেলো ঘাসের উপরে ;
কে তার ভেঙেছে ডানা জানে না সে ;—আকাশের ঘরে

কোনোদিন—কোনোদিন আর তার হবে না প্রবেশ ?
জানে না সে ; কোনো-এক অন্ধকার হিম নিরুদ্দেশ

ঘনায়ে এসেছে তার ? জানে না সে, আহা,
সে যে আর পাখি নয়—রঙ নয়—খেলা নয়—তাহা

জানে না সে ;—ঈর্ষা নয়—হিংসা নয়—বেদনা নিয়েছে তারে কেড়ে ।
সাধ নয়—স্বপ্ন নয়—একবার দুই ডানা ছেড়ে

বেদনারে মুছে ফেলে দিতে চায় ;—রূপালি বৃষ্টির গান, রৌদ্রের আস্বাদ
মুছে যায় শুধু তার,—মুছে যায় বেদনারে মুছিবার সাধ।

হঠাৎ মৃত

অজস্র বুনো হাঁস পাখা মেলে উড়ে চলেছে জ্যোৎস্নার ভিতর
কাউকে মৃত্যু ফেলে দিলো
নিচে – অন্ধকারের অচল অভ্যাসের ভিতর।

রূপসী প্রথম প্রেমের আস্বাদ পেতে যাচ্ছিলো ঃ
শোনো—গলার ভিতরে তার মৃত্যুর গোঙরানি ;
সে নিজেও মৃত্যু যেন,
বিবেক নেই আর তার।

কবি চোখ মেলে বলেছিলো ঃ
আমার হৃদয়ের ভিতর ইন্দ্রধনুর মতো কত বুদ্বুদ,
হিম মৃত্যু এসে চোখ অন্ধকার ক'রে ফেললো তার।

এই সব হঠাৎ-মৃত্যু
এই সব হঠাৎ-মৃত
আজ এই শীতের রাতের অরণ্যের কিনারে
বিক্ষুব্ধ বাঘের মতো গর্জন ক'রে উঠছে যেন।
গর্জন ক'রে উঠছে আবার হৃদয়ের অরণ্যে।

রূপ—প্রেম—খ্যাতি—সুপক্ক রৌদ্রের ভিতর
দাঁতের এনামেল ঝিকমিক ক'রে ওঠে
পবিত্র সমুদ্রের মতো ;—
চিরন্তন।

হায় সোনালি বাঘ-প্রেত,
তোমাদের জন্য শুয়ারের মাংস
শুয়ারের মাংস শুধু ;
মৃত্যু তোমাদের ফেলে দিয়েছে
অন্ধকারের অচল অভ্যাসের ভিতর।

অগ্নি

আত্মপ্রত্যয়ের অগ্নি, হে সন্তান, প্রথম জ্বলুক তব ঘরে।
জানো না কি রাত্রি এসে ঘিরিতেছে আরো-এক দীর্ঘতর বৃত্তে রোজ
মানুষের জীবনকে
যে-সব সৌন্দর্য র'চে গিয়েছিলে একদিন মেধাবীরা

আজ এই রজনীর অবরোধ মনে হয়
তাহাদের জ্যোতি যেন বিস্ফোরক বাষ্প হ'য়ে জ্বলে
সহসা আকাশপথে দিক্‌হস্তিদের মতো,—অদ্ভুত—অভীক্ষু মদকলে ;
কোনো আমলকী নাই আজ আর শিল্পীর নির্জন করতলে।

এখানে দাঁড়ায়ে থেকে ন্যুব্জ ছবি চোখে পড়ে পৃথিবীর ঃ
বিবর্ণ পাথরে-গড়া প্রান্তরের পীঠে এক ধর্মমন্দিরের ;
আশি বছরের বুড়ো শীতের কুয়াশা ঠেলে সেই দিকে চলিয়াছে একা ঃ
হয়তো বাজাবে ঘণ্টা, হয়তো সে সারাৎসার বিধাতাকে কাছে পাবে ঃ
আমরা যেমন ক'রে পাই মৃত্তিকাকে, মৃত্যুকে।

পীবর মাটির মতো নিষ্কাশিত হ'য়ে যেন পৃথিবীর জরায়ুর থেকে
মাঠের কিনারে ব'সে শুষ্ক পাতা পোড়াতেছে কয়েকটি নির্মূল সন্তান ;
জরা খাদ্য চায় ; তবুও অভুক্ত পেটে তরবার হাতে নেবে
যোদ্ধার মতন নয় ; নকল সৈন্যের মত কলরবে পাঁচালির দেশে।
কৌতুকে গোলার সব মৃত—পরাহত—ধান থেকে মেড়ে
যদি কেউ অন্যতম আলেয়ার রস এনে দিয়ে যেতো তাহাদের।
কেউ দেবে নাকো আজ এই তুণ্ডসমীচীন পৃথিবীতে।

মাথার উপর দিয়ে অনেক সন্ধ্যার কাক
প্রথম ইশারা নিয়ে উড়ে যায় আবির্ভূত গম্বুজের দিকে।
সেই পথে আমাদের যাত্রা নেই, হে সন্তান।
বৃত্তের মত সূর্য—পশ্চিমের—
মৃত প্রলম্বিত—হাঙরের মতো—
মেঘের ওপার থেকে
প্রতিভার দীর্ঘ বাহু বাড়ায়ে দিয়েছে মেঠো হাঁসের ডানায়, শস্যহীন খেতে,
গফুরের শীর্ণ গোলাঘরে, শ্মশানে, কবরে, আমাদের সবের হৃদয়ে।
এই প্রত্যয়ের থেকে গভীর অগ্নির জন্ম হয়।

উদভ্রান্ত

সূর্যের উদয় সহসা সমস্ত নদী
চমকিত ক'রে ফেলে—অকস্মাৎ দেখা দিয়ে—
চ'লে যায় ;—হাড়ের ভিতরে মেঘেদের।
অন্ধকার ;—স্তম্ভিত বন্ধুর মতো ভোর
এইখানে সাধু রাত্রির হাত ধ'রে
তাকে শ্রেয়তর চালানির মূল্য জেনে
নিখিলের ;—মৃত মাংসের স্তূপ
চারিদিকে ; তার মাঝে ধন্বন্তরি, কালনেমি
কিছু চায় ঃ

শান্তি

জীবন কি নীরস্ত সম্রাট এক সুধাখোর।
কুট ব্যবসায়ী নীল পার্শ্বচরগুলো তার মৃত্যুর উৎবস?
মানুষের তরে তবে কোন পথ ঃ
কোন অন্তরিক্ষে তারে নিয়ে যাবে আসন্ন সময়?
সেইখানে বালুঘড়ি, বলো, তবে স্তব্ধতার মতো ঃ
একদিন বাতাসের সাথে ঢের ধ্বনিবিনিময়
করেছিলো ;—তারপর হ'য়ে গেছে আঁখিহীন—চুপ।
প্রান্তরের শুষ্ক ঘাসে যে-সবুজ বাতাসের আশা
একদিন বলেছিলো 'আবার করিব আমি অমৃত সঞ্চয়'—
শত-শত মেষশাবকের আঁখিতারকাও পেলো যেন ভয়।
শান্তি, শান্তি,—
উত্তেজিত শপথের উৎসারণ প্লীহা ঘিরে থাকে না সতত,
বালুঘড়ি হ'য়ে থাকে চিরদিন স্তব্ধতার মতো।

হে হৃদয়

হে হৃদয়, একদিন ছিলে তুমি নদী ;
পারাপারহীন এক মোহানায় তরণীর ভিজে কাঠ
খুঁজিতেছে অন্ধকার স্তব্ধ মহোদধি।
তোমার নির্জন পাল থেকে যদি মরণের জন্ম হয়
হে তরণী,
কোনো দূর পীত পৃথিবীর বুকে ফাল্গুনিক তবে
ঝরনার জল আজো ঢালুক নীরবে ;
বিশীর্ণেরা আঁজলায় ভ'রে নিক সলিলের মুক্তা আর মণি ;
অন্ধকার সাগরের মরণকে নিষ্ঠা দিয়ে,—ঊষালোকে
মাইক্রোফোনের মতো রবে।

১৩৩৬—৩৮ স্মরণে

অনেক চিন্তার সূত্র সমবায়ে একটি মহৎ দিন
এখানে গঠন ক'রে যেতেছিলো কয়েকটি স্থির সমীচীন
যুবা এসে ;—কোথাও বিদ্যুৎ নেই—তবুও আগুন যেন ধীরে
জ্বলেছিলো এই হরিতকীকুঞ্জে মাঘের তিমিরে ;
ভোর এলো ;—ভারুই পাখির মতো কেউ তবু হয়নিকো আকাশে উড্ডীন

উড়িবার কাজ সব আগন্তুক বৃহৎ চিলের তরে রেখে
অনেক আশ্চর্য শ্লোক খোঁজা হ'লো ভারতীয় মনীষার থেকে ;
যেন সব অমেয় সুদূর বৃক্ষে বাতাসের সংগীতের মতো ঃ

আমাদের সচেতন তাড়নায় প্রাণ পেয়ে জেগেছে ফলত ;—
চোখ ক্লান্ত হয় তবু নখের ভিতরে হিম, নিরন্তর দর্পণকে দেখে।

তবু সেই অপার্থিব সুর কেউ ভুলে যেতে পারে ?
দুই কানে মোম ঢেলে শুনিতে চাইনি যাহা মধ্যসমুদ্রের অন্ধকারে
আমাদের কাছে ছিলো সেদিন তা জানিবার সমুদ্রের ওই পারে—কাম ;
তাহারে এড়াতে গিয়ে করেছি অদ্ভুত প্রাণায়াম ;—
যেমন প্রবীণ তার যৌবনের প্রেম ঢেকে রাখে চোখঠারে।

এখানে হলুদ ঘাসে—কাঁকরের রাস্তায়—নোনাধরা দেয়ালের ঘরে
হৃদয়ে গঞ্জনা এক জেগেছিলো বৃশ্চিকের মতন কামড়ে।
এ-পৃথিবী পাক খায়,—তবু কেউ কনুয়ের 'পরে রাখে ভর
যেন স্পষ্ট সৌরজগতের এক সুশৃঙ্খল কেন্দ্রের ভিতর
রয়েছে সে ;—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন সন্ধ্যার হাঁসের মতো ফিরে আসে ঘরে।

ঘরের হরিণ পারে অনায়াসে চ'লে যেতে গৃহস্থের গোধূম মাড়িয়ে।
সেই পথ থেকে তবু স'রে গিয়ে অন্য-এক অহংকার নিয়ে
কয়েকটি যুবা, নারী,—সমাহৃত হ'য়ে গিয়ে ছুরির ফলায়
এখানে বাটের দিকে চেয়েছিলো ;—কার যেন স্থির মুষ্টি টের পাওয়া যায় ;
যেন সব নাশপাতি পৃষ্ঠব্রণ হয় তার নিটোল ব্লেডের মুখে গিয়ে।

জ জানি সমবায়ে উদয়ন, নাগার্জুন, পুষ্পসেনী ছাড়া
কী রয়েছে এই সব নাম ছাড়া ?—সুনিপুণ ভাবনার ধারা
ক বুঝেছে সব নয় ?—জনতার হৃদয়ের ভীতি
ধা নয়—সেবা চায় ;—তাই ভেঙে ধ্ব'সে গেলো অমোঘ সমিতি ;—
বীক্ষার উচ্চারণে রয় কি হাঁসের ডিম মৃত্তিকায় খাড়া ?

আকাশরেখার পারে তবুও যাহারা এই পথে এসে আবার দাঁড়াবে—
প্রকম্পিত কম্পাসের সূচিমুখ খানিক স্থিরতা যেন পাবে
তাদের ছোঁয়াচে এসে ;—যদিও পাথরগুলো হ'য়ে গেছে আবার প্রাচীন
নিওলিথ পৃথিবীর ;—এই সব ঘাস, হরিতকী, সূর্য
মনে হয় যেন প্লিওসিন
হাড়গোড়ে প'ড়ে আছে নিরুত্তেজ মানুষের প্রেমের অভাবে।

ঘাস

মরণ তাহার দেহ কোঁচকায়ে ফেলে গেলো নদীটির পারে।
সফেন আলোক তাকে চেটে গেলো দুপুরবেলায়।
সবুজ বাতাস এসে পৃথিবীতে যাহা কোঁচকায়
তাহাকে নিটোল ক'রে নিতে গেলো নিজের সঞ্চারে।

উৎসাহে আলাপী জল তাহাকে মসৃণ
ক'রে নিতে গেলো—তবু—সময়ের ঋণ
ধীরে-ধীরে ডেকে নিয়ে গেলো তাকে কুৎসিত, কাঠ নগ্নতায়।
তখন নরক তার অকৃত্রিম প্রাচীন দুয়ার
খুলে দিতে গেলো দেখে কানসোনা ঘাসের ভিতরে
সহসা লুকায়ে গেলো ঘাসের মতন তার হাড়।
সেই থেকে হাসায় এ-পৃথিবীকে ঘাস
ছ-মাস গাধাকে, আর মনীষীকে মিহি ছয়মাস।

সমিতিতে

এইখানে বিকেলের সমিতিতে অগণন লোক।
উঠেছে বক্তা এক—ষড়যন্ত্রহীনভাবে—দেখে
দশ-বিশ বছরের আগে এক সূর্যের আলোক
সহসা দেখেছে কেউ ;—যদিও অনেকে
আশীর্বাদ করে ওর সুর উষ্ণ হোক ;
আরো অবারিত সুর বার হোক মাইক্রোফোন থেকে।

আরো বিস্তারিত সুর বার হোক—বার হয় যদি।
কেননা যুগের গালে কালি আর চুন।
আমাদের জলের গেলাশ তবু হ'তে পারে নদী ;
গোলকধাঁধার পথ—আকাশে বেলুন।
তাহ'লে বলুন এই শতাব্দির সমাপ্তি অবধি
কী ক'রে একটি চোর সাতজন প্রেমিককে করেছিলো খুন।

কোরাস

গম্ভীর নিপট মূর্তি সমুদ্রের পারে
এখনো দাঁড়ায়ে আছে
সূর্যের আলোয় সব উদ্ভাসিত পাখি
আসে তার কাছে।
জানো না কী চমৎকার!
বলিল মৃতের হাড়, বিদূষক, তরবার
আর যে-বলদ তার ফলার খেয়েছে ঘানিগাছে।

হে চিল, চিলের গান জ্যৈষ্ঠের দুপুরে,
হে মাছি, মাছির গান,
সমুদ্রের পারে এক শব্দহীন মূর্তির বিরাম ;
আর সব সাদা পাখি সূর্যের সন্তান।
জানো না কী চমৎকার!

বলিল মৃতের হাড়, বিদূষক, তরবার,
আর যে-বলদ তার ফলার খেয়েছে ঘানিগাছে।

আলোর ভিতর দিয়ে হেঁটে চ'লে যাবার কৌশল
কেবলই আয়ত্ত ক'রে নিতে চায় পৃথিবীর উৎকণ্ঠিত ভিড়।
সৈকতে পাখিদের বরফের মতো শাদা ডানা
সূর্যের পাকস্থলীর।
জানো না কী চমৎকার!
বলিল মৃতের হাড়, বিদূষক, তরবার
আর যে-বলদ তার ফলার খেয়েছে ঘানিগাছে।

কেবলই পায়ের নিচে বালির ভিতরে
উঠে আসে পারাপার-প্রত্যাখ্যাত হাড়;
কালো দস্তানায় যেন সমর্পিত, অব্যক্ত হাত—
তাদের দেখায় কিমাকার।
গম্ভীর নিপট মূর্তি সমুদ্রের পারে
এখানে দাঁড়ায়ে আছে।
সূর্যের আলোয় সব উদ্ভাসিত পাখি
আসে তার কাছে।
জানো না কী চমৎকার!
বলিল মৃতের হাড়, বিদূষক, তরবার,
আর যে-বলদ তার জুড়িকে দেখেছে ঘানিগাছে।

দোয়েল

একটি নীরব লোক মাঠের উপর দিয়ে চুপে
ঈষৎ স্থবিরভাবে হাঁটে।
লাঙল ও বলদের একগাল স্থির ছায়া খেয়ে
তাহার হেমন্তকাল দুই পায়ে ভর দিয়ে কাটে।

নিজের জলের কাছে ভাগীরথী পরমাত্মীয়।
চেয়েও পায় না তাকে কেউ তার সহিষ্ণু নিভৃতে।
লাশকাটা ঘরের ছাদের 'পরে একটি দোয়েল
পৃথিবীর শেষ অপরাহ্নের শীতে

শিশু ভুলে বিভোর হয়েছে।
কার লাশ? কেটেছিলো কারা?
সারা পৃথিবীতে আজ রক্ত ঝরে কেন?
সে-সব কোরাসে একতারা।

অপরাহ্নের চাষা ভুল বুঝে হেঁটে যায়, উচ্ছলিত রোদে।
নেই. তবু প্রতিভাত হ'য়ে ওঠে নারী।
মর্গের মৃতদেহ দোয়েলের শিশে মিটে গেলে
আদিম দোয়েল এলে—অনুভব ক'রে নিতে পারি।

সমুদ্র পায়রা

কেমন ছড়ানো লম্বা ডানাগুলো সারাদিন সমুদ্র-পাখির।
যত দূর চোখ যায় সাগরের গাঢ় নীলিমায়
নিজেকে উজোতে গিয়ে চোখের নিমেষে
সকালবেলার রোদ পাখি হ'য়ে যায়।

কোথায় আফ্রিকা আলুলায়িত শ্বেতাঙ্গ-নীল চোখে—
এ-পৃথিবী কবলিত হয়,—
কোথায় চড়ুই দেখে বেড়ালের নির্জন চোখের
নীলিমা কি জীবন—কি মৃত্যুর বিস্ময়,—

অনুভব ক'রে প্রিয় মনে হয় জীবনই গভীর,—
মদির মৃত্যুর সাথে ঐতিহাসিক কাল খেলে ;
সৈকতে বাজারে মৃত পমফ্রেটের অমাযামিনীর
নক্ষত্রে সূর্যের মতো পাখি তুমি এলে

আবহমান

পৃথিবী এখন ক্রমে হতেছে নিঝুম।
সকলেরই চোখ ক্রমে বিজড়িত হ'য়ে যেন আসে ;
যদিও আকাশ সিন্ধু ভ'রে গেলো অগ্নির উল্লাসে ;
যেমন যখন বিকালবেলা কাটা হয় খেতের গোধূম
চিলের কান্নার মতো শব্দ ক'রে মেঠো ইঁদুরের ভিড় ফসলের ঘুম

গাঢ় ক'রে দিয়ে যায় !—এইবার কুয়াশায় যাত্রা সকলের।
সমুদ্রের রোল থেকে একটি আবেগ নিয়ে কেউ
নদীর তরঙ্গে—ক্রমে—তুষারের স্তূপে তার ঢেউ
একবার টের পাবে—দ্বিতীয় বারের
সময় আসার আগে নিজেকেই পাবে না সে টের।

এইখানে সময়কে যতদূর দেখা যায় চোখে
নির্জন খেতের দিকে চেয়ে দেখি দাঁড়ায়েছে অভিভূত চাষা ;
এখনো চালাতে আছে পৃথিবীর প্রথম তামাশা
সকল সময় পান ক'রে ফেলে জলের মতন এক ঢোঁকে ;
অঘ্রানের বিকেলের কমলা আলোকে

নিড়ানো খেতের কাজ ক'রে যায় ধীরে ;
একটি পাখির মতো ডিনামাইটের 'পরে ব'সে।
পৃথিবীর মহত্তর অভিজ্ঞতা নিজের মনের মুদ্রাদোষে
নষ্ট হ'য়ে খ'শে যায় চারিদিকে আমিষ তিমিরে।
সোনালি সূর্যের সাথে মিশে গিয়ে মানুষটা আছে পিছু ফিরে।

ভোরের স্ফটিক রৌদ্রে নগরী মলিন হ'য়ে আসে।
মানুষের উৎসাহের কাছ থেকে শুরু হ'লো মানুষের বৃত্তি-আদায়।
যদি কেউ কানাকড়ি দিতে পারে বুকের উপরে হাত রেখে
তবে সে প্রেতের মতো ভেসে গিয়ে সিংহদরজায়
আঘাত হানিতে গিয়ে মিশে যায় অন্ধকার বিম্বের মতন।
অভিভূত হ'য়ে আছে—চেয়ে দ্যাখো—বেদনার নিজের নিয়ম।

নেউলধূসর নদী আপনার কাজ বুঝে প্রবাহিত হয় ;
জলপাই-অরণ্যের ওই পারে পাহাড়ের মেধাবী নীলিমা ;
ওই দিকে সৃষ্টি যেন উষ্ণ স্থির প্রেমের বিষয় ;
প্রিয়ের হাতের মতো লেগে আছে ঘড়ির সময় ভুলে গিয়ে
আকাশের প্রসারিত হাতের ভিতরে।

সেই আদি অরণির যুগ থেকে শুরু ক'রে আজ
অনেক মনীষা, প্রেম, নিমীল ফসলরাশি ঘরে
এসে গেছে মানুষের বেদনা ও সংবেদনাময়।
পৃথিবীর রাজপথে—রক্তপথে—অন্ধকার অববাহিকায়
এখনো মানুষ তবু খোঁড়া ঠ্যাঙে তৈমুরের মতো বার হয়।
তাহার পায়ের নীচে তৃণের নিকটে তৃণ মূক অপেক্ষায় ;
তাহার মাথার 'পরে সূর্য, স্বাতী, সরমার ভিড় ;
এদের নৃত্যের রোলে অবহিত হ'য়ে থেকে ক্রমে একদিন
কবে তার ক্ষুদ্র হেমন্তের বেলা হবে নিসর্গের চেয়েও প্রবীণ ?

চেয়েছে মাটির দিকে—ভূগর্ভে তেলের দিকে
সমস্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অবিরল যারা,
মাথার উপরে চেয়ে দেখেছে এবার ;
দূরবিনে কিমাকার সিংহের সাড়া
পাওয়া যায় শরতের নির্মেঘ রাতে।
বুকের উপরে হাত রেখে দেয় তারা।
যদিও গিয়েছে ঢের ক্যারাভান ম'রে,
মশালের কেরোসিনে মানুষেরা অনেক পাহারা
দিয়ে গেছে তেল, সোনা, কয়লা ও রমণীকে চেয়ে ;
চিরদিন এই সব হৃদয় ও রুধিরের ধারা।

মাটিও আশ্চর্য সত্য। ডান হাত অন্ধকারে ফেলে
নক্ষত্রও প্রামাণিক ; পরলোক রেখেছে সে জেলে ;
অমৃত সে আমাদের মৃত্যুতে ছাড়া।

মোমের আলোয় আজ গ্রন্থের কাছে ব'সে—অথবা ভোরের বেলা নদীর ভিতরে
আমরা যতটা দূর চ'লে যাই—চেয়ে দেখি আরো-কিছু আছে তারপরে।
অনির্দিষ্ট আকাশের পানে উড়ে হরিয়াল আমারও বিবরে
ছায়া ফ্যালে। ঘুরোনো সিঁড়ির পথ বেয়ে যারা উঠে যায় ধবল মিনারে,
কিংবা যারা ঘুমন্তের মতো জেগে পায়চারি করে সিংহদ্বারে,
অথবা যে-সব থাম সমীচীন মিস্ত্রির হাত থেকে উঠে গেছে বিদ্যুতের তারে,
তাহারা ছবির মতো পরিতৃপ্ত বিবেকের রেখায় রয়েছে অনিমেষ।
হয়তো অনেক এগিয়ে তারা দেখে গেছে মানুষের পরম আয়ুর পারে শেষ
জলের রঙের মতো স্বচ্ছ রোদে একটিও বোলতার নেই অবলেশ।

তাই তারা লোষ্ট্রের মতন স্তব্ধ। আমাদেরও জীবনের লিপ্ত অভিযানে
বর্জহিস অক্ষরে লেখা আছে অন্ধকার দলিলের মানে।
সৃষ্টির ভিতরে তবু কিছুই সুদীর্ঘতম নয়—এই জ্ঞানে
লোকসানি বাজারের বাক্সের আতাফল মারীগুটিকার মতো পেকে
নিজের বীজের তরে জোর ক'রে সূর্যকে নিয়ে আসে ডেকে :
অকৃত্রিম নীল আলো খেলা করে ঢের আগে মৃত প্রেমিকের শব থেকে।

একটি আলো নিয়ে ব'সে থাকা চিরদিন ;
নদীর জলের মতো স্বচ্ছ এক প্রত্যাশাকে নিয়ে,
সে-সবের দিন শেষ হ'য়ে গেছে।
এখন সৃষ্টির মনে—অথবা মনীষীদের প্রাণের ভিতরে।
সৃষ্টি আমাদের শত শতাব্দীর সাথে ওঠে বেড়ে।
একদিন ছিলো যাহা অরণ্যের রোমে—বালুচরে,
সে আজ নিজেকে চেনে মানুষের হৃদয়ের প্রতিভাকে নেড়ে।
আমরা জটিল ঢের হ'য়ে গেছি—বহুদিন পুরাতন গ্রহে বেঁচে থেকে।
যদি কেউ বলে এসে : 'এই সেই নারী,
একে তুমি চেয়েছিলে ; এই সেই বিশুদ্ধ সমাজ—'
তবুও দর্পণে অগ্নি দেখে কবে ফুরায়ে গিয়েছে কার কাজ ?

আমাদের মৃত্যু নেই আজ আর,
যদিও অনেক মৃত্যুপরম্পরা ছিলো ইতিহাসে ;
বিস্তৃত প্রাসাদে তারা দেয়ালের অবলুপ্ত ছবি ;
নানারূপ ক্ষতি ক্ষয়ে নানা দিকে ম'রে গেছি—মনে পড়ে বটে
এই সব ছবি দেখে ; বন্দীর মতন তবু নিস্তব্ধ পটে
নেই কোনো দেবদত্ত, উদয়ন, চিত্রসেনী স্থাণু।

এক দরজায় ঢুকে বহিষ্কৃত হ'য়ে গেছে অন্য-এক দুয়ারের দিকে
অমেয় আলোয় হেঁটে তারা সব।
(আমাদের পূর্বপুরুষেরা কোনো বাতাসের শব্দ শুনেছিলো ;
তারপর হয়েছিলো পাথরের মতন নীরব ?)
আমাদের মণিবন্ধে সময়ের ঘড়ি
কাচের গেলাশে জলে উজ্জ্বল শফরী ;
সমুদ্রের দিবারৌদ্রে আরক্তিম হাঙরের মতো ;
তারপর অন্য গ্রহ নক্ষত্রেরা আমাদের ঘড়ির ভিতরে
যা হয়েছে, যা হতেছে, অথবা যা হবে—সব এক সাথে প্রচারিত করে।
সৃষ্টির নাড়ির 'পরে হাত রেখে টের-পাওয়া যায়
অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে র'য়ে গেছে অমোঘ আমোদ ;
তবু তারা করে নাকো পরস্পরের ঋণশোধ।

জর্নাল : ১৩৪৬

আজকে অনেক দিন পরে আমি বিকেলবেলায়
তোমাকে পেলাম কাছে ;
শেষ রোদ এখন মাঠের কোলে খেলা করে—নেভে ;
এখন অব্যক্ত ঘুমে ভ'রে যায় কাচপোকা মাছির হৃদয় ;
নদীর পাড়ের ভিজে মাটি চুপে ক্ষয়
হ'য়ে যায় অক্ষান্ত ঢেউয়ের বুকে ;

ঘাসের ঘুমে শান্ত হ'য়ে আসে ঘুঘু শালিকের গতি ;
নিবিড় ছায়ার বুকে ক্রমে-ক্রমে পায় অব্যাহতি
মাঠের সমস্ত রেখা ;
ঝাউফল ঝরে ঘাসে—সান্ত্বনার মতো এসে বাতাসের হাত
অশ্বত্থের বুক থেকে নিভিয়ে ফেলেছে খাড়া সূর্যের আঘাত ;
এখুনি সে স'রে যাবে পশ্চিমের মেঘ

গোরুর গাড়িটি কার খড়ের সুসমাচার বুকে
লাল বটফলে থ্যাঁতা মেঠোপথে জারুল ছায়ার নিচে নদীর সুমুখে
কতক্ষণ থেমে আছে ;—চেয়ে দ্যাখো নদীতে পড়েছে তার ছায়া ;
নিঃশব্দ মেঘের পাশে সমস্ত বিকেল ধ'রে সে-ও যেন মেঘ এক, আহা,
শান্ত জলে জুড়োচ্ছে ;

এই সব নিস্তব্ধতা শান্তির ভিতর
তোমাকে পেয়েছি আজ এত দিন পরে এই পৃথিবীর 'পর
দু'জনে হাঁটছি ভরা প্রান্তরের কোল থেকে আরো-দূর প্রান্তরের ঘাসে ;
উশখুশ খোঁপা থেকে পায়ের নখটি আজ বিকেলের উৎসাহী বাতাসে
সচেতন হ'য়ে উঠে আবার নতুন ক'রে চিনে নিতে থাকে

এই ব্যাপ্ত পটভূমি ;—মহানিমে কোরালির ডাকে
হঠাৎ বুকের কাছে সব খুঁজে পেয়ে।
'তোমার পায়ের শব্দ', বললে সে, 'যেদিন শুনিনি
মনে হ'তো ব্রহ্মাণ্ডের পরিশ্রম ধুলোর কণার কাছে তবু
কিছু ঋণী ; ঋণী নয় ?
সময় তা বুঝে নেবে...
সেই সব বাসনার দিনগুলো ; ঘাস রোদ শিশিরের কণা
তারাও জাগিয়ে গেছে আমাদের শরীরের ভিতরে কামনা
সেই দিন ;
মা-মরা শিশুর মতো আকাঙ্ক্ষার মুখখানি কী যে ঃ
ক্লান্তি আনে, ব্যথা আনে, তবুও বিরল কিছু নিয়ে আসে নিজে।'

স্পষ্ট চোখ তুলে সে সন্ধ্যার দিকে ঃ 'কত দিন অপেক্ষার পরে
আকাশের থেকে আজ শান্তি ঝরে—অবসাদ নেই আর শূন্যের ভিতরে।'

রাত্রি হ'য়ে গেলে তার উৎসারিত অন্ধকার জলের মতন
কী-এক শান্তির মতো স্নিগ্ধ হ'য়ে আ'ছে এই মহিলার মন।
হেঁটে চলি তার পাশে, আমিও বলি না কিছু, কিছুই বলে না ;
প্রেম ও উদ্বেগ ছাড়া অন্য-এক স্থির আলোচনা
তার মনে ;—আমরা অনেক দূর চ'লে গেছি প্রান্তরের ঘাসে,
দ্রোণ ফুল লেগে আছে মেরুন শাড়িতে তার—নিম-আমলকীপাতা হালকা বাতাসে
চুলের ওপরে উড়ে-উড়ে পড়ে—মুখে চোখে শরীরের সর্বস্বতা ভ'রে,
কঠিন এ-সামাজিক মেয়েটিকে দ্বিতীয় প্রকৃতি মনে ক'রে !

অন্ধকার থেকে খুঁজে কখন আমার হাত একবার কোলে তুলে নিয়ে
গালে রেখো দিলো তার ঃ 'রোগা হ'য়ে গেছো এত—চাপা প'ড়ে গেছো যে হারিয়ে
পৃথিবীর ভিড়ে তুমি—'ব'লে সে খিন্ন হাত ছেড়ে দিলো ধীরে ;
শান্ত মুখে—সময়ের মুখপাত্রীর মতো সেই অপূর্ব শরীরে
নদী নেই—হৃদয়ে কামনা ব্যথা শেষ হ'য়ে গেছে কবে তার ;
নক্ষত্রেরা চুরি ক'রে নিয়ে গেছে, ফিরিয়ে দেবে না তাকে আর।

পৃথিবীলোক

দূরে কাছে কেবলি নগর ঘর ভাঙে ;
গ্রামপতনের শব্দ হয় ;
মানুষেরা ঢের যুগ কাটিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে,
দেয়ালে তাদের ছায়া তবু
ক্ষতি, মৃত্যু, ভয়,
বিহ্বলতা ব'লে মনে হয়।

এ-সব শূন্যতা ছাড়া কোনো দিকে আজ
কিছু নেই সময়ের তীরে।
তবু ব্যর্থ মানুষের গ্লানি ভুল চিন্তা সংকল্পের
অবিরল মরুভূমি ঘিরে
বিচিত্র বৃক্ষের শব্দে স্নিগ্ধ এক দেশ
এ-পৃথিবী, এই প্রেম, জ্ঞান, আর হৃদয়ের এই নির্দেশ।

পুনশ্চ

সিন্ধুসারস

আদি লিখন

দু-এক মুহূর্ত শুধু রৌদ্রের সিন্ধুর কোলে তুমি আর আমি
সে সিন্ধুসারস!
মালাবার পাহাড়ের কোল ছেড়ে অতি দূর তরঙ্গের জানালায় নামি
নাচিতেছে টারান্টেলা—রহস্যের; আমি এই সমুদ্রের পারে চুপে থামি
চেয়ে দেখি বরফের মতো শাদা ডানা দুটি আকাশের গায়
ধবল ফেনার মতো নেচে উঠে পৃথিবীরে আনন্দ জানায়।

মুছে যায় পাহাড়ের শিঙে-শিঙে গৃধিনীর অন্ধকার গান
হে সিন্ধুসারস,
আবার ফুরায় রাত্রি, হতাশ্বাস;—আবার তোমার গান করিছে নির্মাণ
নতুন সমুদ্র এক, শাদা রৌদ্র, সবুজ ঘাসের মতো প্রাণ
পৃথিবীর ক্লান্ত বুকে; আবার তোমার গান
শৈলের গহ্বর থেকে অন্ধকার তরঙ্গেরে করিছে আহ্বান।

জানো কি অনেক যুগ চ'লে গেছে? ম'রে গেছে অনেক নৃপতি?
হে সিন্ধুসারস,
অনেক সোনার ধান ঝ'রে গেছে জানো না কি? অনেক গহন ক্ষতি
আমাদের ক্লান্ত ক'রে দিয়ে গেছে,—হারায়েছি আনন্দের গতি
ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, ব্যথা, ভবিষ্যৎ, বর্তমান,—এই বর্তমান
হৃদয়ে বিরস গান গাহিতেছে আমাদের—বেদনার আমরা সন্তান?

জানি না কি ওগো পাখি, শাদা পাখি, ওগো নীল মালাবার ফেনার সন্তান?
হে সিন্ধুসায়স,
তুমি পিছে চাহো নাকো, তোমার অতীত নাই, স্মৃতি নাই,
বুকে নাই আকীর্ণ ধূসর
পাণ্ডুলিপি; পৃথিবীর পাখিদের মতো নাই শীত রাতে
ব্যথা আর কুয়াশার ঘর।
যে-রক্ত ঝরেছে তারে স্বপ্নে বেঁধে কল্পনার নিঃসঙ্গ প্রভাত

নাই তব ; নাই নিম্নভূমি—নাই আনন্দের অন্তরালে
প্রশ্ন আর চিন্তার আঘাত।

স্বপ্ন তুমি দ্যাখোনি তো,—পৃথিবীর সব পথ সব সিন্ধু ছেড়ে দিয়ে একা
হে সিন্ধুসারস,
বিপরীত দ্বীপে দূরে মায়াবীর আরশিতে হয় শুধু দেখা
রূপসীর সাথে এক ;—সন্ধ্যার নদীর ঢেউয়ে আসন্ন গল্পের মতো রেখা
প্রাণে তার,—ম্লান চুল ;—চোখ তার হিজল বনের মতো কালো ;
একবার স্বপ্নে তারে দেখে ফেলে পৃথিবীর সব স্পষ্ট আলো

নিভে গেছে ;—তুমি স্বপ্ন দ্যাখো নাকো—যেখানে সোনার মধু ফুরায়েছে,
করে না বুনন
হে সিন্ধুসারস,
মাছি আর ; হলুদ পাতার গন্ধে ভ'রে উঠে অবিচল শালিখের মন,
মেঘের দুপুর ভাসে—সোনালি চিলের বুক হয় উন্মন
মেঘের দুপুরে, আহা, ধানসিড়ি নদীটির পাশে ;
সেখানে আকাশে কেউ নাই আর, নাই আর পৃথিবীর ঘাসে।

তুমি সেই নিস্তব্ধতা চেনো নাকো,—অথবা রক্তের পথে পৃথিবীর
ধূলির ভিতরে
হে সিন্ধুসারস,
জানো নাকো আজো কাঞ্চী বিদিশার মুখশ্রী মাছির মতো ঝরে ;
সৌন্দর্য রাখিছে হাত অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে ;
গভীর নীলাভতম ইচ্ছা চেষ্টা মানুষের,—ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন
হেমন্তের কুয়াশায় ফুরাতেছে অল্পপ্রাণ দিনের মতন।

এই সব জানো নাকো প্রবালপঞ্জর ঘিরে ডানার উল্লাস
হে সিন্ধুসারস,
রৌদ্রে ঝিলমিল করে শাদা ডানা শাদা ফেনা-শিশুদের পাশে
হেলিওট্রোপের মতো দুপুরের অসীম আকাশে !
ঝিকমিক করে রৌদ্রে বরফের মতো শাদা ডানা,
যদিও এ-পৃথিবীর স্বপ্ন চিন্তা সব তার অচেনা অজানা।

চঞ্চল শরের নীড় কবে তুমি—জন্ম তুমি নিয়েছিলে কবে
সে সিন্ধুসারাস,
বিষণ্ণ পৃথিবী ছেড়ে দলে-দলে নেমেছিলে সবে
আরব সমুদ্রে, আর চীনের সাগরে,—দূর ভারতের সিন্ধুর উৎসবে।
শীতার্ত এ-পৃথিবীর আমরণ চেষ্টা ক্লান্তি বিহ্বলতা ছিঁড়ে
নেমেছিলে কবে নীল সমুদ্রের নীড়ে।

ধানের রসের গল্প পৃথিবীর—পৃথিবীর নরম অঘ্রাণ
হে সিন্ধুসারস,
পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী সেই ;—আর তার প্রেমিকের ম্লান
নিঃসঙ্গ মুখের রূপ,—বিশুষ্ক তৃণের মতো প্রাণ,
তুমি তাহা কোনোদিন জানিবে না ; সমুদ্রের নীল জানালায়
আমারই শৈশব আজ আমারেই আনন্দ জানায়।

রূপসী বাংলা

ভূমিকা

এই কাব্যগ্রন্থে যে-কবিতাগুলি সংকলিত হল, তার সবগুলিই কবির জীবিতকালে অপ্রকাশিত ছিল; তাঁর মৃত্যুর পরে কোনো কোনো কবিতা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

কবিতাগুলি প্রথমবারে যেমন লেখা হয়েছিল, ঠিক তেমনই পাণ্ডুলিপি-বদ্ধ অবস্থায় রক্ষিত ছিল; সম্পূর্ণ অপরিমার্জিত। পঁচিশ বছর আগে খুব পাশাপাশি সময়ের মধ্যে একটি বিশেষ ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল! এ-সব কবিতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-পর্যায়ের শেষের দিকের ফসল।

কবির কাছে এরা প্রত্যেকে আলাদা-আলাদা স্বতন্ত্র সত্তার মতো নয় কেউ, অপরপক্ষে সার্বিক বোধে একশরীরী; গ্রামবাংলার আলুলায়িত প্রতিবেশ-প্রসূতির মতো ব্যষ্টিগত হয়েও পরিপূরকের মতো পরস্পর নির্ভর।...

৩১শে জুলাই, ১৯৫৭ অশোকানন্দ দাশ

সেইদিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি—

সেইদিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি—
এই নদী নক্ষত্রের তলে
সেদিনো দেখিবে স্বপ্ন—
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে !
আমি চ'লে যাব ব'লে
চালতাফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে
নরম গন্ধের ঢেউয়ে ?
লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে নাকি তার লক্ষ্মীটির তরে ?
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে !

চারিদিকে শান্ত বাতি - ভিজে গন্ধ—মৃদু কলরব ;
খেয়ানৌকোগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে ;
পৃথিবীর এইসব গল্প বেঁচে র'বে চিরকাল ;
এশিরিয়া ধুলো আজ—বেবিলন ছাই হয়ে আছে ।

তোমরা যেখানে সাধ চ'লে যাও—আমি এই বাংলার পারে

তোমরা যেখানে সাধ চ'লে যাও - আমি এই বাংলার পারে
র'য়ে যাবে ; দেখিব কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে ;
দেখিব খয়েরী ডানা শালিখের সন্ধ্যায় হিম হ'য়ে আসে
ধবল রোমের নিচে তাহার হলুদ ঠ্যাং ঘাসে অন্ধকারে
নেচে চলে—একবার—দুইবার—তারপর হঠাৎ তাহারে
বনের হিজল গাছ ডাক দিয়ে নিয়ে যায় হৃদয়ের পাশে ;
দেখিব মেয়েলি হাত সকরুণ—শাদা শাঁখা ধূসর বাতাসে
শঙ্খের মতো কাঁদে ঃ সন্ধ্যায় দাঁড়ালো সে পুকুরের ধারে,

খইরঙা হাঁসটিরে নিয়ে যাবে যেন কোন কাহিনীর দেশে -
'পরণ-কথা'র গন্ধ লেগে আছে যেন তার নরম শরীরে,
কলমীদামের থেকে জন্মেছে সে যেন এই পুকুরের নীড়ে —
নীরবে পা ধোয় জলে একবার—তারপর দূরে নিরুদ্দেশে
চ'লে যায় কুয়াশায়,—তবু জানি কোনোদিন পৃথিবীর ভিড়ে
হারাব না তারে আমি—সে যে আছে আমার এ বাংলার তীরে ।

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর ঃ অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নীচে ব'সে আছে
ভোরের দয়েলপাখি চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম—বট—কাঁঠালের—হিজলের—অশথের ক'রে আছে চুপ ;

ফনীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে ;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল—বট—তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ

দেখেছিলো ; বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায় —
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিলো, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিলো,—একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিলো ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিলো পায় !

যতদিন বেঁচে আছি আকাশ চলিয়া গেছে কোথায় আকাশে

যতদিন বেঁচে আছি আকাশ চলিয়া গেছে কোথায় আকাশে
অপরাজিতার মতো নীল হ'য়ে—আরো নীল—আরো নীল হ'য়ে
আমি যে দেখিতে চাই ;—সে আকাশ পাখনায় নিঙড়ায়ে ল'য়ে
কোথায় ভোরের বক মাছরাঙা উড়ে যায় আশ্বিনের মাসে,
আমি যে দেখিতে চাই ;—আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে ;
পৃথিবীর পথ ঘুরে বহুদিন অনেক বেদনা প্রাণে স'য়ে
ধানসিড়িটির সাথে বাংলার শ্মশানের দিকে যাব ব'য়ে
যেইখানে এলোচুলে রামপ্রসাদের সেই শ্যামা আজো আসে,
যেইখানে কল্কাপেড়ে শাড়ি প'রে কোনো এক সুন্দরীর শব
চন্দন চিতায় চড়ে—আমের শাখায় শুক ভুলে যায় কথা ;
যেখানে সবচেয়ে বেশি রূপ—সবচেয়ে গাঢ় বিষন্নতা ;
যেখানে শুকায় পদ্ম—বহুদিন বিশালাক্ষী যেখানে নীরব ;
যেইখানে একদিন শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মানিকমালার
কাঁকন বাজিত, আহা, কোনোদিন বাজিবে কি আর !

একদিন জলসিড়ি নদীটির পারে এই বাংলার মাঠে

একদিন জলসিড়ি নদীটির পারে এই বাংলার মাঠে
বিশীর্ণ বটের নিচে শুয়ে র'ব—পশমের মতো লাল ফল
ঝরিবে বিজন ঘাসে,—বাঁকা চাঁদ জেগে র'বে—নদীটির জল
বাঙালীর মেয়ের মতো বিশালাক্ষী মন্দিরের ধূসর কপাটে
আঘাত করিয়া যাবে ভয়ে-ভয়ে—তারপর যেই ভাঙা ঘাটে
রূপসীরা আজ আর আসে নাকো, পাট শুধু পচে অবিরল,
সেইখানে কলমীর দামে বেঁধে প্রেতিনীর মতন কেবল
কাঁদিবে সে সারারাত,—দেখিবে কখন কারা এসে আমকাঠে

সাজায়ে রেখেছে চিতা ঃ বাংলার শ্রাবণের বিস্মিত আকাশ
চেয়ে র'বে ; ভিজে পেঁচা শান্ত স্নিগ্ধ চোখ মেলে কদমের বনে

শোনাবে লক্ষ্মীর গল্প—ভাসানের গান নদী শোনাবে নির্জনে ;
চারিদিকে বাংলার ধানী শাড়ি—শাদা শাঁখা—বাংলার ঘাস
আকন্দ বাসকলতা ঘেরা এক নীল মঠ—আপনার মনে
ভাঙিতেছে ধীরে-ধীরে,—চারিদিকে এইসব আশ্চর্য উচ্ছ্বাস—

আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি এই ঘাসে

আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি এই ঘাসে
ব'সে থাকি ; কামরাঙা-লাল মেঘ যেন মৃত মানয়ার মতো
গঙ্গাসাগরের ঢেউয়ে ডুবে গেছে—আসিয়াছে শান্ত অনুগত
বাংলার নীল সন্ধ্যা—কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে :
আমার চোখের 'পরে আমার মুখের 'পরে চুল তার ভাসে ;
পৃথিবীর কোনো পথ এ কন্যারে দেখেনিকো—দেখি নাই, অত
অজস্র চুলের চুমা হিজলে কাঁঠালে জামে ঝরে অবিরত,
জানি নাই এত স্নিগ্ধ গন্ধ ঝরে রূপসীর চুলের বিন্যাসে

পৃথিবীর কোনো পথে : নরম ধানের গন্ধ—কলমীর ঘ্রাণ,
হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা সরপুঁটিদের
মৃদু ঘ্রাণ, কিশোরীর চাল-ধোয়া ভিজে হাত—শীত হাতখান,
কিশোরের পায়ে-দলা মুথাঘাস,—লাল লাল বটের ফলের
ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা—এরি মাঝে বাংলার প্রাণ :
আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি পাই টের।

কোথাও দেখিনি, আহা, এমন বিজন ঘাস—প্রান্তরের পারে

কোথাও দেখিনি, আহা, এমন বিজন ঘাস—প্রান্তরের পারে
নরম বিমর্ষ চোখে চেয়ে আছে—নীল বুকে আছে তাহাদের
গঙ্গাফড়িঙের নীড়, কাঁচপোকা, প্রজাপতি, শ্যামাপোকা ঢের,
হিজলের ক্লান্ত পাতা—বটের অজস্র ফল ঝরে বারে বারে
তাহাদের শ্যাম বুকে ;—পাড়াগাঁর কিশোরেরা যখন কান্তারে
বেতের নরম ফল, নাটাফল খেতে আসে, ধুন্দুল বীজের
খোঁজ করে ঘাসে-ঘাসে,—বক তাহা জানে নাকো, পায়নাকো টের
শালিক খঞ্জনা তাহা ; লক্ষ-লক্ষ ঘাস এই নদীর দু'ধারে

নরম কান্তারে এই পাড়াগাঁর বুকে শুয়ে সে কোন্ দিনের
কথা ভাবে ; তখন এ জলসিড়ি শুকায়নি, মজেনি, আকাশ,
বল্লাল সেনের ঘোড়া—ঘোড়ার কেশর ঘেরা ঘুঙুর জিনের
শব্দ হ'তো এই পথে—আরো আগে রাজপুত্র কতোদিন রাশ
টেনে-টেনে এই পথে—কি যেন খুঁজেছে, আহা, হয়েছে উদাস ;
আজ আর খোঁজাখুঁজি নাই কিছু—নাটাফলে মিটিতেছে আশ—

হায় পাখি, একদিন কালীদহে ছিলে না কি—দহের বাতাসে

হায় পাখি একদিন কালীদহে ছিলে না কি—দহের বাতাসে
আষাঢ়ের দুপহরে কলরব করনি কি এই বাংলায়!
আজ সারাদিন এই বাদলের কোলাহলে মেঘের ছায়ায়
চাঁদ সদাগর : তার মধুকর ডিঙাটির কথা মনে আসে,
কালীদহে কবে তারা পড়েছিলো একদিন ঝড়ের আকাশে,—
সেদিনো অসংখ্য পাখি উড়েছিলো না কি কালো বাতাসের গায়,
আজ সারাদিন এই বাদলের জলে ধলেশ্বরীর চড়ায়
গাংশালিখের ঝাঁক, মনে হয়, যেন সেই কালীদহে ভাসে :
এইসব পাখিগুলো কিছুতেই আজিকার নয় যেন—নয়—

এ নদীও ধলেশ্বরী নয় যেন—এ আকাশ নয় আজিকার :
ফণীমনসার বনে মনসা রয়েছে না কি?—আছে; মনে হয়,
এ নদী কি কালীদহ নয়? আহা, ঐ ঘাটে এলানো খোঁপার
সনকার মুখ আমি দেখি না কি? বিষন্ন মলিন ক্লান্ত কি যে
সত্য সব;—তোমার এ স্বপ্ন সত্য, মনসা বলিয়া গেল নিজে।

জীবন অথবা মৃত্যু চোখে র'বে—আর এই বাংলার ঘাস

জীবন অথবা মৃত্যু চোখে র'বে—আর এই বাংলার ঘাস
র'বে বুকে; এই ঘাস : সীতারাম রাজারাম রামনাথ রায়
ইহাদের ঘোড়া আজো অন্ধকারে এই ঘাস ভেঙে চ'লে যায়—
এই ঘাস : এরি নিচে কঙ্কাবতী শঙ্খমালা করিতেছে বাস :
তাদের দেহের গন্ধ, চাঁপাফুল মাখা ম্লান চুলের বিন্যাস
ঘাস আজো ঢেকে আছে; যখন হেমন্ত আসে গৌড় বাংলায়
কার্তিকের অপরাহ্নে হিজলের পাতা শাদা উঠানের গায়
ঝ'রে পড়ে, পুকুরের ক্লান্ত জল ছেড়ে দিয়ে চ'লে যায় হাঁস,

আমি এ ঘাসের বুকে শুয়ে থাকি—শালিখ নিয়েছে নিঙড়ায়ে
নরম হলুদ পায়ে এই ঘাস; এ সবুজ ঘাসের ভিতরে
সোঁদা ধুলো শুয়ে আছে—কাঁচের মতন পাখা এ ঘাসের গায়ে
ভেরেণ্ডাফুলের নীল ভোমরারা বুলাতেছে—সাদা স্তন ঝরে
করবীর : কোন এক কিশোরী এসে ছিঁড়ে নিয়ে চ'লে গেছে ফুল,
তাই দুধ ঝরিতেছে করবীর ঘাসে ঘাসে : নরম ব্যাকুল।

যেদিন সরিয়া যাব তোমাদের কাছ থেকে—দূর কুয়াশায়

যেদিন সরিয়া যাব তোমাদের কাছ থেকে—দূর কুয়াশায়
চ'লে যাব, সেদিন মরণ এসে অন্ধকারে আমার শরীর
ভিক্ষা ক'রে লয়ে যাবে;—সেদিন দু'দণ্ড এই বাংলার তীর—

এই নীল বাংলার তীরে শুয়ে একা-একা কি ভাবিব, হায় ;—
সেদিন র'বে না কোনো ক্ষোভ মনে—এই সোঁদা ঘাসের ধুলায়
জীবন যে কাটিয়াছে বাংলায়—চারিদিকে বাঙালীর ভিড়
বহুদিন কীর্তন ভাসান গান রূপকথা যাত্রা পাঁচালীর
নরম নিবিড় ছন্দে যারা আজো শ্রাবণের জীবন গোঙায়,
আমারে দিয়েছে তৃপ্তি ; কোনোদিন রূপহীন প্রবাসের পথে
বাংলার মুখ ভুলে খাঁচার ভিতরে নষ্ট শুকের মতন
কাটাইনি দিন মাস, বেহুলার লহনার মধুর জগতে
তাদের পায়ের ধুলো-মাখা পথে বিকায়ে দিয়েছি আমি মন
বাঙালী নারীর কাছে—চাল-ধোয়া স্নিগ্ধ হাত, ধান-মাখা, চুল,
হাতে তার শাড়িটির কস্তা পাড় ;—ডাঁশা আম কামরাঙা কুল ।

পৃথিবী রয়েছে ব্যস্ত কোনখানে সফলতা শক্তির ভিতর

পৃথিবী রয়েছে ব্যস্ত কোনখানে সফলতা শক্তির ভিতর,
কোনখানে আকাশের গায়ে রূঢ় মনুমেন্ট উঠিতেছে জেগে,
কোথায় মাস্তুল তুলে জাহাজের ভিড় সব লেগে আছে মেঘে,
জানি নাকো ;—আমি এই বাংলার পাড়াগাঁয়ে বাঁধিয়াছি ঘর ;
সন্ধ্যায় যে দাঁড়কাক উড়ে যায় তালবনে—মুখে দু'টো খড়
নিয়ে যায়—সকালে যে নিমপাখি উড়ে আসে কাতর আবেগে
নীল তেঁতুলের বনে—তেমনি করুণা এক বুকে আছে লেগে ;
বঁইচির বনে আমি জোনাকির রূপ দেখে হয়েছি কাতর ;

কদমের ডালে আমি শুনেছি যে লক্ষ্মীপেঁচা গেয়ে গেছে গান
নিশুতি জ্যোৎস্নার রাতে,—টুপ্ টুপ্ টুপ্ টুপ্ সারারাত ঝরে
শুনেছি শিশিরগুলো,—ম্লান মুখে গড় এসে করেছে আহ্বান
ভাঙা সোঁদা ইঁটগুলো,—তারি বুকে নদী এসে কি কথা মর্মরে ;
কেউ নাই কোনোদিকে—তবু যদি জ্যোৎস্নায় পেতে থাক কান
শুনিবে বাতাসে শব্দ ঃ 'ঘোড়া চ'ড়ে কই যাও হে রায়রায়ান—'

ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে

ঘুমিয়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে
শিয়রে বৈশাখ মেঘ—শাদা-শাদা যেন কড়ি-শঙ্খের পাহাড়
নদীর ওপার থেকে চেয়ে র'বে—কোনো এক শঙ্খবালিকার
ধূসর রূপের কথা মনে হবে—এই আম জামের ছায়াতে
কবে যেন তারে আমি দেখিয়াছি—কবে যেন রাখিয়াছে হাতে
তার হাত—কবে যেন তারপর শ্মশান চিতায় তার হাড়
ঝ'রে গেছে, কবে যেন ; এ জনমে নয় যেন—এই পাড়াগাঁর
পথে তবু তিন শো বছর আগে হয়তো বা—আমি তার সাথে

কাটিয়েছি ; পাঁচ শো বছর আগে হয়তো বা—সাত শো বছর
কেটে গেছে তারপর তোমাদের আম জাম কাঁঠালের দেশে ;
ধান কাটা হয়ে গেলে মাঠে মাঠে কতবার কুড়ালাম খড়,
বাঁধিলাম ঘর এই শ্যামা আর খঞ্জনার দেশ ভালোবেসে,
ভাসানের গান শুনে কতবার ঘর আর খড় গেল ভেসে
মাথুরের পালা বেঁধে কত বার ফাঁকা হ'লো খড় আর ঘর।

ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে

ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে ;
তখনো যৌবন প্রাণে লেগে আছে হয়তো বা—আমার তরুণ দিন
তখনো হয়নি শেষ—সেই ভালো—ঘুম আসে—বাংলার তৃণ
আমার বুকের নিচে চোখ বুজে—বাংলার আমের পাতাতে
কাঁচপোকা ঘুমায়েছে—আমিও ঘুমায়ে র'ব তাহাদের সাথে,
ঘুমাব প্রাণের সাধে এই মাঠে—এই ঘাসে—কথাভাষাহীন
আমার প্রাণের গল্প ধীরে ধীরে মুছে যাবে—অনেক নবীন
নতুন উৎসব র'বে উজানের—জীবনের মধুর আঘাতে

তোমাদের ব্যস্ত মনে ;—তবুও, কিশোর, তুমি নখের আঁচড়ে
যখন এ ঘাস ছিঁড়ে চ'লে যাবে—যখন মানিকমালা ভোরে
লাল-লাল বটফল কামরাঙা কুড়াতে আসিবে এই পথে—
যখন হলুদ বোঁটা শেফালীর কোনো এক রকম শরতে
ঝরিবে ঘাসের 'পরে—শালিখ খঞ্জনা আজ কতোদূর ওড়ে—
কতোখানি রোদ—মেঘ—টের পাব শুয়ে-শুয়ে মরণের ঘোরে।

যখন মৃত্যুর ঘুমে শুয়ে র'বো—অন্ধকারে নক্ষত্রের নিচে

যখন মৃত্যুর ঘুমে শুয়ে র'বো—অন্ধকারে নক্ষত্রের নিচে
কাঁঠাল গাছের তলে হয়তো বা ধলেশ্বরী চিলাইয়ের পাশে—
দিনমানে কোনো মুখ হয়তো সে শ্মশানের কাছে নাহি আসে—
তবুও কাঁঠাল জাম বাংলার—তাহাদের ছায়া যে পড়িছে
আমার বুকের 'পরে—আমার মুখের 'পরে নীরবে ঝরিছে
খয়েরী অশত্থপাতা—বঁইচি শেয়ালকাঁটা আমার এ দেহ ভালোবাসে,
নিবিড় হয়েছে তাই আমার চিতার ছাইয়ে · বাংলার ঘাসে
গভীর ঘাসের গুচ্ছে র'য়েছি ঘুমায়ে আমি,—নক্ষত্র নড়িছে
আকাশের থেকে দূর—আরো দূর—আরো দূর—নির্জন আকাশে
বাংলার—তারপর অকারণ ঘুমে আমি প'ড়ে যাই ঢুলে ;
আবার যখন জাগি, আমার শ্মশানচিতা বাংলার ঘাসে
ভ'রে আছে, চেয়ে দেখি,—বাসকের গন্ধ পাই—আনারস ফুলে
ভোমরা উড়িছে, শুনি—গুবরে পোকার ক্ষীণ গুমরানি ভাসিছে
রোদের দুপুর ভ'রে—শুনি আমি ঃ ইহারা আমারে ভালোবাসে—

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে ;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায় ;
হয়তো বা হাঁস হ'বো—কিশোরীর—ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারা দিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে ;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায় ;

হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে ;
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে ;
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে ;
রূপ্‌সার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক শাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায়,—রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক ; আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে—

যদি আমি ঝ'রে যাই একদিন কার্তিকের নীল কুয়াশায়

যদি আমি ঝ'রে যাই একদিন কার্তিকের নীল কুয়াশায়
যখন ঝরিছে ধান বাংলার ক্ষেতে-ক্ষেতে ম্লান চোখ বুজে,
যখন চড়াই পাখি কাঁঠালীচাঁপার নীড়ে ঠোঁট আছে গুঁজে,
যখন হলুদ পাতা মিশিতেছে উঠানের খয়েরী পাতায়,
যখন পুকুরে হাঁস সোঁদা জলে শিশিরের গন্ধ শুধু পায়,
শামুক গুগলিগুলো প'ড়ে আছে শ্যাওলার মলিন সবুজে,—
তখন আমারে যদি পাও নাকো লালশাক-ছাওয়া মাঠে খুঁজে,
ঠেস দিয়ে ব'সে আর থাকি নাকো বুনো চালতার গায়,

তা'হলে জানিও তুমি আসিয়াছে অন্ধকারে মৃত্যুর আহ্বান—
যার ডাক শুনে রাঙা রৌদ্রেরো চিল আর শালিখের ভিড়
একদিন ছেড়ে যাবে আম জাম বনে নীল বাংলার তীর,
যার ডাক শুনে আজ ক্ষেতে ক্ষেতে ঝরিতেছে খই আর মৌরির ধান ;-
কবে যে আসিবে মৃত্যু ঃ বাসমতী চালে-ভেজা শাদা হাতখান
রাখো বুকে, হে কিশোরী, গোরোচনারূপে আমি করিব যে স্নান—

মনে হয় একদিন আকাশের শুকতারা দেখিব না আর

মনে হয় একদিন আকাশের শুকতারা দেখিব না আর ;
দেখিব না হেলেঞ্চার ঝোপ থেকে এক ঝাড় জোনাকি কখন
নিভে যায় ;—দেখিব না আর আমি পরিচিত এই বাঁশবন,

শুকনো বাঁশের পাতা-ছাওয়া মাটি হয়ে যাবে গভীর আঁধার
আমার চোখের কাছে ;—লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতে সে কবে আবার
পেঁচা ডাকে জ্যোৎস্নায় ;—হিজলের বাঁকা ডাল করে গুঞ্জরণ ;
সারা রাত কিশোরীর লাল পাড় চাঁদে ভাসে—হাতের কাঁকন
বেজে ওঠে : বুঝিব না—গঙ্গাজল, নারকোলনাড়ুগুলো তার—

জানি না সে কারে দেবে—জানি না সে চিনি আর শাদা তালশাঁস
হাতে ল'য়ে পলাশের দিকে চেয়ে দুয়ারে দাঁড়ায়ে র'বে কি না
আবার কাহার সাথে ভালোবাসা হবে তার—আমি তা জানি না :—
মৃত্যুরে কে মনে রাখে ?…কীর্তিনাশা খুঁড়ে খুঁড়ে চলে বারো মাস
নতুন ডাঙার দিকে—পিছনে অবিরল মৃত চর বিনা
দিন তার কেটে যায়—শুকতারা নিভে গেলে কাঁদে কি আকাশ ?

যে শালিক মরে যায় কুয়াশায়—সে তো আর ফিরে নাহি আ

যে শালিখ মরে যায় কুয়াশায়—সে তো আর ফিরে নাহি আসে :
কাঞ্চনমালা যে কবে ঝ'রে গেছে ;—বলে আজো কলমীর ফুল
ফুটে যায়—সে তবু ফেরে না, হায়,—বিশালাক্ষী : সে-ও তো রাতুল
চরণ মুছিয়া নিয়া চ'লে গেছে ;—মাঝপথে জলের উচ্ছ্বাসে
বাধা পেয়ে নদীরা মজিয়া গেছে দিকে-দিকে—শ্মশানের পাশে
আর তারা আসে নাকো,—সুন্দরীর বনে বাঘ ভিজে জুল-জুল
চোখ তুলে চেয়ে থাকে—কত পাটরানীদের গাঢ় এলো চুল
এই গৌড় বাংলার—প'ড়ে আছে তাহার পায়ের তলে ঘাসে

জানে সে কি ! দেখে নাকি তারাবনে প'ড়ে আছে বিচূর্ণ দেউল,
বিশুষ্ক পদ্মের দীঘি—ফোঁপরা মহলা ঘাট, হাজার মহাল
মৃত সব রূপসীরা : বুকে আজ ভেরেণ্ডার ফুলে ভীমরুল
গান গায়—পাশ দিয়ে খল্ খল্ খল্ খল্ ব'য়ে যায় খাল,
তবু ঘুম ভাঙে নাকো—একবার ঘুমালে কে উঠে আসে আর
যদি ডুকারি যায়—শঙ্খচিল—মর্মরিয়া মরে গো মাদার !

কোথায় চলিয়া যাবো একদিন ;—তারপর রাত্রির আকাশ

কোথায় চলিয়া যাবো একদিন,—তারপর রাত্রির আকাশ
অসংখ্য নক্ষত্র নিয়ে ঘুরে যাবে কতো কাল জানিব না আমি ;
জানিব না কতো কাল উঠানে ঝরিবে এই হলুদ বাদামী
পাতাগুলো—মাদারের ডুমুরের—সোঁদা গন্ধ—বাংলার শ্বাস
বুকে নিয়ে তাহাদের, জানিব না পরথুপী মধুকূপী ঘাস
কতোকাল প্রান্তরে ছড়ায়ে র'বে—কাঁঠাল-শাখার থেকে নামি
পাখনা ডলিবে পেঁচা এই ঘাসে—বাংলার সবুজ বালামী
ধানী শাল পশমিনা বুকে তার—শরতের রোদের বিলাস

কতো কাল নিঙড়াবে ;—আঁচলে নাটার কথা ভুলে গিয়ে বুঝি
কিশোরের মুখ চেয়ে কিশোরী করিবে তার মৃদু মাথা নিচু ;
আসন্ন সন্ধ্যার কাক—করুণ কাকের দল খোড়ো নীড় খুঁজে
উড়ে যাবে ;—দুপুরে ঘাসের বুকে সিঁদুরের মতো রাঙা লিচু
মুখ গুঁজে প'ড়ে র'বে ;—আমিও ঘাসের বুকে র'ব মুখ গুঁজি ;
মৃদু কাঁকনের শব্দ—গোরোচনা জিনি রং চিনিব না কিছু—

তোমার বুকের থেকে একদিন চ'লে যাবে তোমার সন্তান

তোমার বুকের থেকে একদিন চ'লে যাবে তোমার সন্তান
বাংলার বুক ছেড়ে চ'লে যাবে ; যে ইঙ্গিতে নক্ষত্রও ঝরে,
আকাশের নীলাভ নরম বুক ছেড়ে দিয়ে হিমের ভিতরে
ডুবে যায়,—কুয়াশায় ঝ'রে পড়ে দিকে দিকে রূপশালী ধান
একদিন ;—হয়তো বা নিমপেঁচা অন্ধকারে গা'বে তার গান,
আমারে কুড়ায়ে নেবে মেঠো ইঁদুরের মতো মরণের ঘরে—
হৃদয়ে ক্ষুদের গন্ধ লেগে আছে আকাঙ্ক্ষার—তবুও তো চোখের উপরে
নীল মৃত্যু উজাগর—বাঁকা চাঁদ, শূন্য মাঠ, শিশিরের ঘ্রাণ—

কখন মরণ আসে কে বা জানে—কালীদহে কখন যে ঝড়
কমলের নাল ভাঙে—ছিঁড়ে ফেলে গাংচিল শালিখের প্রাণ
জানি নাকো ;—তবু যেন মরি আমি এই মাঠ ঘাটের ভিতর,
কৃষ্ণা যমুনার নয়—যেন এই গাঙুড়ের ঢেউয়ের আঘ্রাণ
লেগে থাকে চোখে মুখে—রূপসী বাংলা যেন বুকের উপর
জেগে থাকে ; তারি নিচে শুয়ে থাকি যেন আমি অর্ধনারীশ্বর।

গোলপাতা ছাউনির বুক চুমে নীল ধোঁয়া সকালে সন্ধ্যায়

গোলপাতা ছাউনির বুক চুমে নীল ধোঁয়া সকালে সন্ধ্যায়
উড়ে যায়—মিশে যায় আমবনে কার্তিকের কুয়াশার সাথে ;
পুকুরের লাল সর ক্ষীণ ঢেউয়ে বার বার চায় যে জড়াতে
করবীর কচি ডাল ; চুমো খেতে চায় মাছরাঙাটির পায় ;
এক-একটি ইঁট ধ্বসে—ডুবজলে ডুব দিয়ে কোথায় হারায়
ভাঙা ঘাটলায় এই—আজ আর কেউ এসে চাল-ধোয়া হাতে
বিনুনি খসায় নাকো—শুকনো পাতা সারাদিন থাকে যে গড়াতে ;
কড়ি খেলিবার ঘর মজে গিয়ে গোখুরার ফাটলে হারায় ;

ডাইনীর মতো হাত তুলে-তুলে ভাঁট আঁশশ্যাওড়ার বন
বাতাসে কি কথা কয় বুঝি নাকো,—বুঝি নাকো চিল কেন কাঁদে
পৃথিবীর কোনো পথে দেখি নাই আমি, হায়, এমন বিজন
শাদা পথ—সোঁদা পথ—বাঁশের ঘোমটা মুখে বিধবার ছাঁদে

চ'লে গেছে—শ্মশানের পারে বুঝি ; সন্ধ্যা আসে সহসা কখন ;
সজিনার ডালে পেঁচা কাঁদে নিম—নিম—নিম কার্তিকের চাঁদে।

অশ্বত্থে সন্ধ্যার হাওয়া যখন লেগেছে নীল বাংলার বনে

অশ্বত্থে সন্ধ্যার হাওয়া যখন লেগেছে নীল বাংলার বনে
মাঠে মাঠে ফিরি একা : মনে হয় বাংলার জীবনে সংকট
শেষ হ'য়ে গেছে আজ ; - চেয়ে দ্যাখো কত কত শতাব্দীর বট
হাজার সবুজ পাতা লাল ফল বুকে ল'য়ে শাখার ব্যজনে
আকাঙ্ক্ষার গান গায়—অশ্বত্থেরো কি যেন কামনা জাগে মনে :
সতীর শীতল শব বহুদিন কোলে ল'য়ে যেন অকপট
উমার প্রেমের গল্প পেয়েছে সে,—চন্দ্রশেখরের মতো তার জট
উজ্জ্বল হতেছে তাই সপ্তমীর চাঁদে আজ পুনরাগমনে ;

মধুকূপী ঘাস-ছাওয়া ধলেশ্বরীটির পারে গৌরী বাংলার
এবার বল্লাল সেন আসিবে না জানি আমি— রায়গুণাকর
আসিবে না—দেশবন্ধু আসিয়াছে খরধার পদ্মায় এবার,
কালিদহে ক্লান্ত গাংশালিখের ভিড়ে যেন আসিয়াছে ঝড়,
আসিয়াছে চণ্ডীদাস—রামপ্রসাদের শ্যামা সাথে সাথে তার ;
শঙ্খমালা, চন্দ্রমালা ; মৃত শত কিশোরীর কংকণের স্বর।

দেশবন্ধু : ১৩২৬-১৩৩২-এর স্মরণে

ভিজে হয়ে আসে মেঘে এ-দুপুর—চিল একা নদীটির পাশে

ভিজে হয়ে আসে মেঘে এ-দুপুর—চিল একা নদীটির পাশে
জারুল গাছের ডালে ব'সে ব'সে চেয়ে থাকে ওপারের দিকে ;
পায়রা গিয়েছে উড়ে চবুতরে, খোপে তার ;—শসালতাটিকে
ছেড়ে গেছে মৌমাছি ;—কালো মেঘ জমিয়াছে মাঘের আকাশে,
মরা প্রজাপতিটির পাখার নরম রেণু ফেলে দিয়ে ঘাসে
পিঁপড়েরা চ'লে যায় ;—দুই দণ্ড আম গাছে শালিখে শালিখে
ঝুটোপুটি, কোলাহল—বউকথাকও আর রাঙা বউটিকে
ডাকে নাকো—হলুদ পাখনা তার কোন্ যেন কাঁঠালে পলাশে

হারায়েছে ; বউও উঠানে নাই—প'ড়ে আছে একখানা ঢেঁকি :
ধান কে কুটিবে বলো—কতো দিন সে তো আর কোটে নাকো ধান,
রোদেও শুকাতে সে যে আসে নাকো চুল তার—করে নাকো স্নান
এ পুকুরে—ভাঁড়ারে ধানের বীজ কলায়ে গিয়েছে তার দেখি,
তবুও সে আসে নাকো ; আজ এ-দুপুরে এসে খই ভাজিবে কি ?
হে চিল, সোনালি চিল, রাঙা রাজকন্যা আর পাবে না কি প্রাণ ?

খুঁজে তারে মরো মিছে—পাড়াগাঁর পথে তারে পাবে নাকো আর

খুঁজে তারে মরো মিছে—পাড়াগাঁর পথে তারে পাবে নাকো আর ;
রয়েছে অনেক কাক এ-উঠানে—তবু সেই ক্লান্ত দাঁড়কাক
নাই আর ;—অনেক বছর আগে আমে জামে হৃষ্ট এক ঝাঁক
দাঁড়কাক দেখা যেতো দিন রাত,—সে আমার ছেলেবেলাকার
কবেকার কথা সব ; আসিবে না পৃথিবীতে সেদিন আবার :
রাত না ফুরাতে সে যে কদমের ডাল থেকে দিয়ে যেত ডাক,—
এখানে কাকের শব্দে অন্ধকার ভোরে আমি বিমনা, অবাক
তার কথা ভাবি শুধু ; এত দিনে কোথায় সে ? কি যে হ'লো তার

কোথায় সে নিয়ে গেছে সঙ্গে ক'রে সেই নদী, ক্ষেত, মাঠ, ঘাস,
সেই দিন, সেই রাত্রি, সেই সব ম্লান চুল, ভিজে শাদা হাত
সেই সব নোনা গাছ, করমচা, শামুক, গুগ্‌লি, কচি তালশাঁস
সেই সব ভিজে ধুলো, বেলকুঁড়ি ছাওয়া পথ ধোঁয়াওঠা ভাত,
কোথায় গিয়েছে সব ?—অসংখ্য কাকের শব্দে ভরিছে আকাশ
ভোর রাতে—নবান্নের ভোরে আজ বুকে যেন কিসের আঘাত !

পাড়াগাঁর দু'পহর ভালোবাসি—রৌদ্রে যেন গন্ধ লেগে আছে

পাড়াগাঁর দু'পহর ভালোবাসি—রৌদ্রে যেন গন্ধ লেগে আছে
স্বপনের ;—কোন গল্প, কি কাহিনী, কি স্বপ্ন যে বাঁধিয়াছে ঘর
আমার হৃদয়ে, আহা, কেউ তাহা জানে নাকো—কেবল প্রান্তর
জানে তাহা, আর ঐ প্রান্তরের শঙ্খচিল ; তাহাদের কাছে
যেন এ-জনমে নয়—যেন ঢের যুগ ধ'রে কথা শিখিয়াছে
এ-হৃদয়—স্বপ্নে যে-বেদনা আছে : শুষ্ক পাতা শালিখের স্বর
ভাঙা মঠ—নক্সাপেড়ে শাড়িখানা মেয়েটির রৌদ্রের ভিতর
হলুদ পাতার মতো স'রে যায় জলসিঁড়িটির পাশে ঘাসে

শাখাগুলো নুয়ে আছে বহুদিন ছন্দোহীন বুনো চালতার :
জলে তার মুখখানা দেখা যায়—ডিঙিও ভাসিছে কার জলে,
মালিক কোথাও নাই, কোনোদিন এই দিকে আসিবে না আর,
ঝাঁঝরা, ফোঁপরা, আহা, ডিঙিটিরে বেঁধে রেখে গিয়েছে হিজলে :
পাড়াগাঁর দু'পহর ভালোবাসি রৌদ্রে যেন ভিজে বেদনার
গন্ধ লেগে আছে, আহা, কেঁদে-কেঁদে ভাসিতেছে আকাশের তলে।

কখন সোনার রোদ নিভে গেছে—অবিরল শুপুরির সারি

কখন সোনার রোদ নিভে গেছে—অবিরল শুপুরির সারি
আঁধার যেতেছে ডুবে—প্রান্তরের পার থেকে গরম বাতাস
ক্ষুধিত চিলের মতো চৈত্রের এ-অন্ধকারে ফেলিতেছে শ্বাস ;
কোন চৈত্রে চ'লে গেছে সেই মেয়ে—আসিবে না, ক'রে গেছে আড়ি :

ক্ষীরুই গাছের পাশে একাকী দাঁড়ায়ে আজ বলিতে কি পারি
কোথাও সে নাই এই পৃথিবীতে তাহার শরীর থেকে শ্বাস
ঝ'রে গেছে ব'লে তারে ভুলে গেছে নক্ষত্রের অসীম আকাশ,
কোথাও সে নেই আর—পাবো নাকো তারে কোনো পৃথিবী নিঙাড়ি ?

এই মাঠে—এই ঘাসে—ফল্‌সা এ ক্ষীরুয়ে যে গন্ধ লেগে আছে
আজো তার ; যখন তুলিতে যাই ঢেঁকিশাক দুপুরের রোদে
সর্ষের ক্ষেতের দিকে চেয়ে থাকি - অঘ্রাণে যে ধান ঝরিয়াছে,
তাহার দু'এক গুচ্ছ তুলে নিই, চেয়ে দেখি নির্জন আমোদে
পৃথিবীর রাঙা রোদ চড়িতেছে আকাঙ্ক্ষায় চিনিচাঁপা গাছে—
জানি সে আমার কাছে আছে আজো—আজো সে আমার কাছে আছে।

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে—সবচেয়ে সুন্দর করুণ

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে সবচেয়ে সুন্দর করুণ ঃ
সেখানে সবুজ ডাঙা ভ'রে আছে—মধুকূপী ঘাসে অবিরল ;
সেখানে গাছের নাম ঃ কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল ;
সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ ;
সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে,—সেখানে বরুণ ;
কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলাঙ্গীরে দেয় অবিরল জল ;
সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল,
সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ ;

সেখানে নেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপর ;
সুদর্শন উড়ে যায় ঘরে তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে ;
সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের 'পর—
শঙ্খমালা নাম তার ঃ এ-বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে
তারে আর খুঁজে তুমি পাবে নাকো—বিশালাক্ষ্মী দিয়েছিলো বর,
তাই সে জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর !

কত ভোরে—দু'পহরে—সন্ধ্যায় দেখি নীল শুপুরির বন

কত ভোরে—দু'পহরে—সন্ধ্যায় দেখি নীল শুপুরির বন
বাতাসে কাঁপিছে ধীরে ;—খাঁচার শুকের মত গাহিতেছে গান
কোন এক রাজকন্যা—পরনে ঘাসের শাড়ি—কালো চুল ধান
বালার শালিধান—আঙিনায় ইহাদের করেছে বরণ,
হৃদয়ে জলের গন্ধ কন্যার—ঘুম নাই, নাইকো মরণ
তার আর কোনোদিন—পালঙ্কে সে শোয় নাকো, হয় নাকো ম্লান,
লক্ষ্মীপেঁচা শ্যামা আর শালিখের গানে তার জাগিতেছে প্রাণ
সারাদিন—সারারাত বুকে ক'রে আছে তারে শুপুরির বন ;

সকালে কাকের ডাকে আলো আসে, চেয়ে দেখি কালো দাঁড়কাক

সবুজ জঙ্গল ছেয়ে শুপুরির—শ্রীমন্তও দেখেছে এমন ঃ
যখন ময়ূরপঙ্খী ভোরের সিন্ধুর মেঘে হয়েছে অবাক,
সুদূর প্রবাস থেকে ফিরে এসে বাংলার শুপুরির বন
দেখিয়াছে—অকস্মাৎ গাঢ় নীল ; করুণ কাকের ক্লান্ত ডাক
শুনিয়াছে—সে কত শতাব্দী আগে ডেকেছিলো তাহারা যখন।

এই ডাঙা ছেড়ে হায় রূপ কে খুঁজিতে যায় পৃথিবীর পথে

এই ডাঙা ছেড়ে হায় রূপ কে খুঁজিতে যায় পৃথিবীর পথে।
বটের শুকনো পাতা যেন এক যুগান্তের গল্প ডেকে আনে ঃ
ছড়ায়ে র'য়েছে তারা প্রান্তরের পথে পথে নির্জন অঘ্রাণে ;—
তাদের উপেক্ষা ক'রে কে যাবে বিদেশে বলো—আমি কোনো-মতে
বাসমতী ধানক্ষেত ছেড়ে দিয়ে মালাবারে—উটির পর্বতে
যাবো নাকো ; দেখিব না পামগাছ মাথা নাড়ে সমুদ্রের গানে
কোন্ দেশে—কোথায় এলাচিফুল দারুচিনি বারুণীর প্রাণে
বিনুনি খসায়ে ব'সে থাকিবার স্বপ্ন আনে ;—পৃথিবীর পথে

যাব নাকো ঃ অশ্বত্থের ঝরাপাতা ম্লান শাদা ধুলোর ভিতর,
যখন এ-দু'পহরে কেউ নাই কোনো দিকে—পাখিটিও নাই,
অবিরল ঘাস শুধু ছড়ায়ে র'য়েছে মাটি কাঁকরের 'পর,
খড়কুটো উল্টায়ে ফিরিতেছে দু'-একটা বিষণ্ণ চড়াই,
অশ্বত্থের পাতাগুলো প'ড়ে আছে ম্লান শাদা ধুলোর ভিতর ;
এই পথ ছেড়ে দিয়ে এ-জীবন কোনোখানে গেল নাকো তাই।

এখানে আকাশ নীল—নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল

এখানে আকাশ নীল—নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল
ফুটে থাকে হিম শাদা—রং তার আশ্বিনের আলোর মতন ;
আকন্দফুলের কালো ভীমরুল এইখানে করে গুঞ্জরণ
রৌদ্রের দুপুর ভ'রে ;—বার বার রোদ তার সুচিক্কণ চুল
কাঁঠাল জামের বুকে নিঙড়ায় ;—দহে বিলে চঞ্চল আঙুল
বুলায়ে বুলায়ে ফেরে এইখানে জাম লিচু কাঁঠালের বন,
ধনপতি, শ্রীমন্তের, বেহুলার, লহনার ছুঁয়েছে চরণ ;
মেঠো পথে মিশে আছে কাক আর কোকিলের শরীরের ধুল,

কবেকার কোকিলের, জানো কি তা ? যখন মুকুন্দরাম, হায়,
লিখিতেছিলেন ব'সে দু'-পহরে সাধের সে চণ্ডিকামঙ্গল,
কোকিলের ডাক শুনে লেখা তাঁর বাধা পায়—থেমে থেমে যায় ;—
অথবা বেহুলা একা যখন চলেছে ভেঙে গাঙুড়ের জল
সন্ধ্যার অন্ধকারে ধানক্ষেতে, আমবনে, অস্পষ্ট শাখায়
কোকিলের ডাক শুনে চোখে তার ফুটেছিলো কুয়াশা কেবল।

কোথাও মঠের কাছে—যেইখানে ভাঙা মঠ নীল হ'য়ে আছে

কোথাও মঠের কাছে—যেইখানে ভাঙা মঠ নীল হ'য়ে আছে
শ্যাওলায়—অনেক গভীর ঘাস জমে গেছে বুকের ভিতর,
পাশে দীঘি মজে আছে—রুপালি মাছের কণ্ঠে কামনার স্বর
যেইখানে পাটরানী আর তার রুপসী সখীরা শুনিয়াছে
বহু—বহুদিন আগে ;—সেইখানে শঙ্খমালা কাঁথা বুনিয়াছে
সে কতো শতাব্দী আগে মাছরাঙা-ঝিলমিল ;—কড়ি-খেলা ঘর,
কোন্ যেন কুহকীর ঝড়ফুঁকে ডুবে গেছে সব তারপর ;
একদিন আমি যাবো দুপহরে সেই দূর প্রান্তরের কাছে,

সেখানে মানুষ কেউ যায় নাকো—দেখা যায় বাঘিনীর ডোরা
বেতের বনের ফাঁকে,—জারুল গাছের তলে রৌদ্র পোহায়
রুপসী মৃগীর মুখ দেখা যায়,—শাদা ভাটপুষ্পের তোড়া
আলোকলতার পাশে গন্ধ ঢালে দ্রোণ ফুল বাসকের গায় ;
তবুও সেখানে আমি নিয়ে যাবো একদিন পাট্‌কিলে ঘোড়া,
যার রুপ জন্মে জন্মে কাঁদায়েছে আমি তারে খুঁজিব সেথায়।

চ'লে যাবো শুকনো পাতা-ছাওয়া ঘাস—জামরুল হিজলের বনে

চ'লে যাবো শুকনো পাতা-ছাওয়া ঘাস—জামরুল হিজলের বনে ;
তল্‌তা বাঁশের ছিপ হাতে র'বে—মাছ আমি ধরিব না কিছু ;—
দীঘির জলের গন্ধে রুপালি চিতল তার রুপসীর পিছু
জামের গভীর পাতা-মাখা শান্ত নীল জলে খেলিছে গোপনে ;
আনারস-ঝোপে ঐ মাছরাঙা তার মাছরাঙাটির মনে
অস্পষ্ট আলোয় যেন মুছে যায় ;—সিঁদুরের মত রাঙা লিচু
ঝ'রে পড়ে পাতা ঘাসে—চেয়ে দেখি কিশোরী করেছে মাথা নিচু—
এসেছে সে দুপুরের অবসরে জামরুল লিচু আহরণে,—

চ'লে যায় ; নীলাম্বরী স'রে যায় কোকিলের পাখনার মতো
ক্ষীরুয়ের শাখা ছুঁয়ে চাল্‌তার ডাল ছেড়ে বাঁশের পেছনে
কোনো দূর আকাঙ্ক্ষার ক্ষেতে মাঠে চ'লে যায় যেন অব্যাহত,
যদি তার পিছে যাও দেখিবে সে আকন্দের করবীর বনে
ভোমরার ভয়ে ভীরু ; বহুক্ষণ পায়চারি ক'রে আনমনে
তারপর চ'লে গেল ঃ উড়ে গেল যেন নীল ভোমরার সনে।

এখানে ঘুঘুর ডাকে অপরাহ্নে শান্তি আসে মানুষের মনে

এখানে ঘুঘুর ডাকে অপরাহ্নে শান্তি আসে মানুষের মনে ;
এখানে সবুজ শাখা আঁকাবাঁকা হলুদ পাখিরে রাখে ঢেকে ;
জামের আড়ালে সেই বউকথাকওটিরে যদি ফেলো দেখে
একবার,—একবার দুপহর অপরাহ্নে যদি এই ঘুঘুর গুঞ্জনে

ধরা দাও,—তাহ'লে অনন্তকাল থাকিতে যে হ'বে এই·বনে·;
মৌরির গন্ধমাখা ঘাসের শরীরে ক্লান্ত দেহটিরে রেখে
আশ্বিনের ক্ষেতঝরা কচি-কচি শ্যামা পোকাদের কাছে·ডেকে
র'বো আমি ;—চকোরীর সাথে যেন চকোরের মতন মিলনে ;

উঠানে কে রূপরতী খেলা করে—ছড়ায়ে দিতেছে বুঝি ধান
শালিখেরে ; ঘাস থেকে ঘাস খুঁটে-খুঁটে খেতেছে সে তাই ;
হলুদ নরম পায়ে খয়েরী শালিখগুলো ডলিছে উঠান ;
চেয়ে দ্যাখো সুন্দরীরে ঃ গোরোচনা রূপ নিয়ে এসেছে·কি·রাই·!
নীলনদে—গাঢ় রৌদ্রে—কবে আমি দেখিয়াছি—করেছিল স্নান—

শ্মশানের দেশে তুমি আসিয়াছ—বহুকাল গেয়ে'গেছ গান

শ্মশানের দেশে তুমি আসিয়াছ—বহুকাল গেয়ে গেছ গান
সোনালি চিলের মতো উড়ে উড়ে আকাশের রৌদ্র আর মেঘে,—
লক্ষ্মীর বাহন যেই স্নিগ্ধ পাখি আশ্বিনের জ্যোৎস্নার আবেগে
গান গায়—শুনিয়াছি রাখিপূর্ণিমার রাতে তোমার আহ্বান
তার মতো ; আম চাঁপা কদমের গাছ থেকে গাহে অফুরান
যেত স্নিগ্ধ ধান ঝরে···অনন্ত সবুজ শালি আছে যেন লেগে
বুকে তব ; বল্লালের বাংলায় কবে যে উঠিলে তুমি জেগে ;
পদ্মা মেঘনা ইছামতি নয় শুধু—তুমি কবি করিয়াছ স্নান

সাত সমুদ্রের জলে,—ঘোড়া নিয়ে গেছ তুমি ধূম্র নারী দেশে
অর্জুনের মতো, আহা,—আরো দূর ম্লান নীল রূপের কুয়াশা
ফুঁড়েছ সুপর্ণ তুমি—দূর রং আরো দূর রেখা ভালোবেসে ;
আমাদের কালীদহ—গাঙুড়—গাঙের চিল তবু ভালোবাসা
চায় যে তোমার কাছে—চায়, তুমি ঢেলে দাও নিজেরে নিঃশেষে
এই দহে—এই চূর্ণ মঠে-মঠে—এই জীর্ণ বটে বাঁধো বাসা।

তবু তাহা ভুল জানি—রাজবল্লভের কীর্তি ভাঙে কীর্তিনাশা

তবু তাহা ভুল জানি···রাজবল্লভের কীর্তি ভাঙে কীর্তিনাশা ;
তবুও পদ্মার রূপ একুশরত্নের চেয়ে আরো ঢের গাঢ়—
আরো ঢের প্রাণ তার, বেগ তার আরো ঢের জল, জয় আরো ;
তোমারো পৃথিবী পথ ; নক্ষত্রের সাথে তুমি খেলিতেছ পাশা ঃ
শঙ্খমালা নয় শুধু ঃ অনুরাধা রোহিণীর চাও ভালোবাসা,
না জানি সে কত আশা—কত ভালোবাসা তুমি বাসিতে যে পার !
এখানে নদীর ধারে বাসমতী ধানগুলো ঝরিছে আবারো ;
প্রান্তরের কুয়াশায় এইখানে বাদুড়ের যাওয়া আর আসা—

এসেছে সন্ধ্যার কাক ঘরে ফিরে ;—দাঁড়ায়ে রয়েছে জীর্ণ মঠ ;

মাঠের আঁধার পথে শিশু কাঁদে—লালপেড়ে পুরোনো শাড়ির
ছবিটি মুছিয়া যায় ধীরে-ধীরে—কে এসেছে আমার নিকট?
'কার শিশু? বল তুমি': শুধালাম; উত্তর দিল না কিছু বট;
কেউ নাই কোনোদিকে—মাঠে পথে কুয়াশার ভিড়;
তোমারে শুধাই কবি: 'তুমিও কি জান কিছু এই শিশুটির।'

সোনার খাঁচার বুকে রহিব না আমি আর শুকের মতন

সোনার খাঁচার বুকে রহিব না আমি আর শুকের মতন;
কি গল্প শুনিতে চাও তোমরা আমার কাছে—কোন্ গান, বলো,
তা'হলে এ-দেউলের খিলানের গল্প ছেড়ে চলো, উড়ে চলো,—
যেখানে গভীর ভোরে নোনাফল পাকিয়াছে,—আছে আতাবন;
পউষের ভিজে ভোরে, আজ হায় মন যেন করিছে কেমন;—
চন্দ্রমালা, রাজকন্যা, মুখ তুলে চেয়ে দ্যাখো—শুধাই, শুন লো,
কি গল্প শুনিতে চাও তোমরা আমার কাছে—কোন্ গান, বলো,
আমার সোনার খাঁচা খুলে দাও, আমি যে বনের হীরামন;

রাজকন্যা শোনে নাকো—আজ ভোরে আরসীতে দেখে নাকো মুখ,
কোথায় পাহাড় দূরে শাদা হয়ে আছে যেন কড়ির মতন—
সেই দিকে চেয়ে চেয়ে দিনভোর ফেটে যায় রূপসীর বুক;
তবুও সে বোঝে না কি আমারো যে সাধ আছে—আছে আনমন
আমারো যে…চন্দ্রমালা, রাজকন্যা, শোনো শোনো তোলো তো চিবুক।
হাড়পাহাড়ের দিকে চেয়ে-চেয়ে হিম হয়ে গেছে তার স্তন!

কত দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়াছি আমরা দু'জনে

কত দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়াছি আমরা দু'জনে;
আকাশ প্রদীপ জ্বেলে তখন কাহারা যেন কার্তিকের মাস
সাজায়েছে,—মাঠ থেকে গাজন গানের ম্লান ধোঁয়াটে উচ্ছ্বাস
ভেসে আসে; ডানা তুলে সাপমাসী উড়ে যায় আপনার মনে
আনন্দ বনের দিকে;—একদল দাঁড়কাক ম্লান গুঞ্জরণে
নাটার মতন রাঙা মেঘ নিঙড়ায়ে নিয়ে সন্ধ্যার আকাশ
দু'মুহূর্ত ভ'রে রাখে—তারপর মৌরির গন্ধমাখা-ঘাস
প'ড়ে থাকে; লক্ষ্মীপেঁচা ডাল থেকে ডালে শুধু উড়ে চলে বনে

আধ-ফোটা জ্যোৎস্নায়; তখন ঘাসের পাশে কতোদিন তুমি
হলুদ শাড়িটি বুকে অন্ধকারে ফিঙ্গার পাখনার মতো
বসেছ আমার কাছে এইখানে—আসিয়াছে শটিবন চুমি
গভীর আঁধার আরো—দেখিয়াছি বাদুড়ের মৃদু অবিরত
আসা-যাওয়া আমরা দু'জনে ব'সে—বলিয়াছি ছেঁড়াফাঁড়া কতো
মাঠ ও চাঁদের কথা: ম্লান চোখে একদিন সব শুনেছ তো!

এ-সব কবিতা আমি যখন লিখেছি ব'সে নিজ মনে একা

এ-সব কবিতা আমি যখন লিখেছি ব'সে নিজ মনে একা ;
চালতার পাতা থেকে টুপ্-টুপ্ জ্যোৎস্নায় ঝরেছে শিশির ;
কুয়াশায় স্থির হ'য়ে ছিলো ম্লান ধানসিঁড়ি নদীটির তীর ;
বাদুড় আঁধার ডানা মেলে হিম জ্যোৎস্নায় কাটিয়াছে রেখা
আকাঙ্ক্ষার ; নিভু দীপ আগলায়ে মনোরমা দিয়ে গেছে দেখা
সঙ্গে তার কবেকার মৌমাছির···কিশোরীর ভিড়
আমের বউল দিল শীতরাতে ;—আনিল আতার হিম ক্ষীর ;
মলিন আলোয় আমি তাহাদের দেখিলাম,—এ কবিতা লেখা

আহাদের ম্লান চুল মনে ক'রে ; তাহাদের কড়ির মতন
ধূসর হাতের রূপ মনে ক'রে ; তাহাদের হৃদয়ের তরে।
সে কত শতাব্দী আগে তাহাদের করুণ শঙ্খের মতো স্তন
তাদের হলুদ শাড়ি—ক্ষীর দেহ—তাহাদের অপরূপ মন
চ'লে গেছে পৃথিবীর সব চেয়ে শান্ত হিম সান্ত্বনার ঘরে ঃ
আমার বিষণ্ণ স্বপ্নে থেকে থেকে তাহাদের ঘুম ভেঙে পড়ে।

কতদিন তুমি আমি এইখানে বসিয়াছি ঘরের ভিতর

কতদিন তুমি আমি এইখানে বসিয়াছি ঘরের ভিতর
খড়ের চালের নিচে, অন্ধকারে ;—সন্ধ্যায় ধূসর সজল
মৃদু হাত খেলিতেছে হিজল জামের ডালে—বাদুড় কেবল
করিতেছে আসা-যাওয়া আকাশের মৃদু পথে ;—ছিন্ন ভিজে খড়
বুকে নিয়ে সনকার মতো যেন প'ড়ে আছে নরম প্রান্তর ;
বাঁকা চাঁদ চেয়ে আছে ;—কুয়াশায় গা ভাসিয়ে দেয় অবিরল
নিঃশব্দ গুবরে পোকা – সাপমাসী – ধানী শ্যামাপোকাদের দল ;
দিকে-দিকে চাল-ধোয়া গন্ধ মৃদু—ধূসর শাড়ির ক্ষীণ স্বর

শোনা যায় ;—মানুষের হৃদয়ের পুরোনো নীরব
বেদানার গন্ধ ভাসে ;—খড়ের চালের নিচে তুমি আর আমি
কত দিন মলিন আলোয় ব'সে দেখেছি বুঝেছি এই সব ;
সময়ের হাত থেকে ছুটি পেয়ে স্বপনের গোধূলিতে নামি
খড়ের চালের নিচে মুখোমুখি বসে থেকে তুমি আর আমি
ধূসর আলোয় ব'সে কতোদিন দেখেছি বুঝেছি এই সব।

এখানে প্রাণের স্রোত আসে যায়—সন্ধ্যায় ঘুমায় নীরবে

এখানে প্রাণের স্রোত আসে যায়—সন্ধ্যায় ঘুমায় নীরবে
মাটির ভিটের 'পরে—লেগে থাকে অন্ধকার ধুলোর আঘ্রাণ
তাহাদের চোখে-মুখে ;—কদমের ডালে পেঁচা গেয়ে যায় গান ;
মনে হয় একদিন পৃথিবীতে হয়তো এ-জ্যোৎস্না শুধু র'বে,

এই শীত র'বে শ্ধ্ ; রাত্রি ভ'রে এই লক্ষ্মীপেঁচা কথা ক'বে—
কাঁঠালের ডাল থেকে হিজলের ডালে গিয়ে করিবে আহ্বান
সাপমাসী পোকাটিরে···সেই দিন আঁধারে উঠিবে ন'ড়ে ধান
ইঁদ্রের ঠোঁটে-চোখে ;—বাদ্ড়ের কালো ডানা করমচা-পল্লবে

কুয়াশারে নিঙড়ায়ে উড়ে যাবে আরো দ্র নীল কুয়াশায়,
কেউ তাহা দেখিবে না ;—সেদিন এ-পাড়াগাঁর পথের বিস্ময়
দেখিতে পাব না আর—ঘ্মায়ে রহিবে সব ঃ যেমন ঘ্মায়
আজ রাতে ম্ত যারা ; যেমন হতেছে ঘ্মে ক্ষয়
অশ্বত্থ ঝাউয়ের পাতা চুপে চুপে আজ রাতে, হায় ;
যেমন ঘ্মায় ম্তা—তাহার ব্কের শাড়ি যেমন ঘ্মায়।

একদিন যদি আমি কোনো দূর মান্দ্রাজের সমুদ্রের জলে

একদিন যদি আমি কোনো দ্র মান্দ্রাজের সম্দ্রের জলে
ফেনার মতন ভাসি শীত রাতে—আসি নাকো তোমাদের মাঝে
ফিরে আর—লিচুর পাতার 'পরে বহ্দিন সাঁঝে
যেই পথে আসা-যাওয়া করিয়াছি,—একদিন নক্ষত্রের তলে
কয়েকটা নাটাফল তুলে নিয়ে আনারসী শাড়ির আঁচলে
ফিঙার মতন তুমি লঘ্ চোখে চ'লে যাও জীবনের কাজে,
এই শ্ধ্···বৌজর পায়ের শব্দ পাতার উপরে যদি বাজে
সারারাত···ডানার অস্পষ্ট ছায়া বাদ্ড়ের ক্লান্ত হয়ে চলে

যদি সে-পাতার 'পরে—শেষ রাতে প্থিবীর অন্ধকারে শীতে
তোমার ক্ষীরের মতো ম্দ্ দেহ—ধ্সর চিব্ক, বাম হাত
চালতা গাছের পাশে খোড়ো ঘরে স্নিগ্ধ হয়ে ঘ্মায় নিভৃতে,
তব্ও তোমার ঘ্ম ভেঙে যাবে একদিন চুপে অকস্মাৎ,
তুমি যে কড়ির মালা দিয়েছিলে—সে হার ফিরায়ে দিয়ে দিতে
যখন কে এক ছায়া এসেছিলো···দরজায় করেনি আঘাত।

দূর পৃথিবীর গন্ধে ভ'রে ওঠে আমার এ বাঙালীর মন

দ্র প্থিবীর গন্ধে ভ'রে ওঠে আমার এ বাঙালীর মন
আজ রাতে ঃ একদিন ম্ত্যু এসে যদি দ্র নক্ষত্রের তলে
অচেনা ঘাসের ব্কে আমারে ঘ্মায়ে যেতে বলে,
তব্ও সে ঘাস এই বাংলার অবিরল ঘাসের মতন
মউরির ম্দ্ গন্ধে ভ'রে র'বে ;—কিশোরীর স্তন
প্রথম জননী হ'য়ে যেমন ননীর ঢেউয়ে গলে
প্থিবীর সব দেশে—সব চেয়ে ঢের দ্র নক্ষত্রের তলে
সব পথে এই সব শান্তি আছে ঃ ঘাস—চোখ—শাদা হাত—স্তন—

কোথাও আসিবে ম্ত্যু—কোথাও সব্জ ম্দ্ ঘাস

আমারে রাখিবে ঢেকে—ভোরে, রাতে, দু'-পহরে পাখির হৃদয়
ঘাসের মতন সাধে ছেয়ে র'বে—রাতের আকাশ
নক্ষত্রের নীল ফুটে ফুলে র'বে ;—বাঙলার নক্ষত্র কি নয় ?
জানি নাকো ঃ তবুও তাদের বুকে স্থির শান্তি—শান্তি লেগে রয় ঃ
আকাশের বুকে তারা যেন চোখ—শাদা হাত—যেন স্তন ঘাস— ।

অশ্বত্থ বটের পথে অনেক হয়েছি আমি তোমাদের সাথী

অশ্বত্থ বটের পথে অনেক হয়েছি আমি তোমাদের সাথী ;
ছড়ায়েছি খই ধান বহুদিন উঠানের শালিখের তরে ;
সন্ধ্যায় পুকুর থেকে হাঁসটিরে নিয়ে আমি তোমাদের ঘরে
গিয়েছি অনেক দিন,—দেখিয়াছি ধূপ জ্বালো, ধরো সন্ধ্যাবাতি
থোড়ের মতন শাদা ভিজে হাতে,—এখুনি আসিবে কিনা রাতি
বিনুনি বেঁধেছ তাই—কাঁচপোকাটিপ তুমি কপালের 'পরে
পরিয়াছ—তারপর ঘুমায়েছ ঃ কল্কাপাড় আঁচলটি ঝরে
পানের বাটার 'পরে ; নোনার মতন নম্র শরীরটি পাতি

নির্জন পালঙ্কে তুমি ঘুমায়েছ,—বউকথাকওটির ছানা
নীল জামরুল নীড়ে—জ্যোৎস্নায়—ঘুমায়ে রয়েছে যেন, হায়,
আর রাত্রি মাতা-পাখিটির মতো ছড়ায়ে রয়েছে তার ডানা !...
আজ আমি ক্লান্ত চোখে ব্যবহৃত জীবনের ধুলোয় কাঁটায়
চ'লে গেছি বহু দূরে,—দ্যাখো নিকো, বোঝো নিকো, করো নিকো মানা
রূপসী শঙ্খের কৌটা তুমি যে গো প্রাণহীন—পানের বাটায় ।

১৩২৬-এর কতকগুলো দিনের স্মরণে

ঘাসের বুকের থেকে কবে আমি পেয়েছি যে আমার শরীর

ঘাসের বুকের থেকে কবে আমি পেয়েছি যে আমার শরীর—
সবুজ ঘাসের থেকে ; তাই রোদ ভালো লাগে—তাই নীলাকাশ
মৃদু ভিজে সকরুণ মনে হয় ;—পথে পথে তাই এই ঘাস
জলের মতন স্নিগ্ধ মনে হয় ;—মউমাছিদের যেন নীড়
এই ঘাস ;—যত দূরে যাই আমি আরো যত দূরে পৃথিবীর
নরম পায়ের তলে যেন কতো কুমারীর বুকের নিঃশ্বাস
কথা কয়—তাহাদের শান্ত হাত খেলা করে—তাদের খোঁপার এলো ফাঁস
খুলে যায়—ধূসর শাড়ির গন্ধে আসে তারা—অনেক নিবিড়

পুরানো প্রাণের কথা ক'য়ে যায়—হৃদয়ের বেদনার কথা—
সান্ত্বনার নিভৃত নরম কথা—মাঠের চাঁদের গল্প করে—
আকাশের নক্ষত্রের কথা কয় ;—শিশিরের শীত সরলতা
তাহাদের ভালো লাগে,—কুয়াশারে ভালো লাগে চোখের উপরে ;
গরম বৃষ্টির ফোঁটা ভালো লাগে ;—শীতে রাতে—পেঁচার নম্রতা ;

ভালো লাগে এই যে অশ্বত্থপাতা আমপাতা সারা রাত ঝরে।

এই জল ভালো লাগে ; বৃষ্টির রূপালি জল কতো দিন এসে

এই জল ভালো লাগে ;—বৃষ্টির রুপালি জল কতো দিন এসে
ধুয়েছে আমার দেহ—বুলায়ে দিয়েছে চুল—চোখের উপরে
তার শান্ত স্নিগ্ধ হাত রেখে কতো খেলিয়াছে,—আবেগের ভরে
ঠোঁটে এসে চুমো দিয়ে চ'লে গেছে কুমারীর মতো ভালোবেসে ;
এই জল ভালো লাগে ;—নীলপাতা মৃদু ঘাস রৌদ্রের দেশে,
ফিঙ্গা যেমন তার দিনগুলো ভালোবাসে — বনের ভিতরে
বার বার উড়ে যায়,—তেমনি গোপন প্রেমে এই জল ঝরে
আমার দেহের 'পরে আমার চোখের 'পরে ধানের আবেশে

ঝ'রে পড়ে ;—যখন অঘ্রাণ রাতে ভরা ক্ষেত হয়েছে হলুদ,
যখন জামের ডালে পেঁচার নরম হিম গান শোনা যায়,
বনের কিনারে ঝরে যেই ধান বুকে ক'রে শান্ত শালি-খুদ,
তেমনি ঝরিছে জল আমার ঠোঁটের 'পরে—চোখের পাতায়—
আমার চুলের 'পরে ;—অপরাহ্নে রাঙা রোদ সবুজ আতায়
রেখেছে নরম হাত যেন তার—ঢালিছে বুকের থেকে দুধ।

একদিন পৃথিবীর পথে আমি ফলিয়াছি ; আমার শরীর

একদিন পৃথিবীর পথে আমি ফলিয়াছি ; আমার শরীর
নরম ঘাসের পথে হাঁটিয়াছি ; বসিয়াছে ঘাসে
দেখিয়াছে নক্ষত্রেরা জোনাকিপোকার মতো কৌতুকের অমেয় আকাশে
খেলা করে ; নদীর জলের গন্ধে ভ'রে যায় ভিজে স্নিগ্ধ তীর
অন্ধকারে ; পথে পথে শব্দ পাই কাহাদের নরম শাড়ির,
ম্লান চুল দেখা যায় ; সান্ত্বনার কথা নিয়ে কারা কাছে আসে—
ধুসর কড়ির মতো হাতগুলো—নগ্ন হাত সন্ধ্যার বাতাসে
দেখা যায় ; হলুদ ঘাসের কাছে মরা হিম প্রজাপতিটির

সুন্দর করুণ পাখা প'ড়ে আছে—দেখি আমি ; চুমে থেমে থাকি ;
আকাশে কমলা রঙ্ ফুটে ওঠে সন্ধ্যায়—কাকগুলো নীল মনে হয় ;
অনেক লোকের ভিড়ে ডুবে যাই—কথা কই—হাতে হাত রাখি ;
করুণ বিষণ্ণ চুলে কার যেন কোথাকার গভীর বিস্ময়
লুকায়ে রয়েছে বুঝি···নক্ষত্রের নিচে আমি ঘুমাই একাকী ;
পেঁচার ধুসর ডানা সারারাত জোনাকির সাথে কথা কয়।

পৃথিবীর পথে আমি বহুদিন বাস ক'রে হৃদয়ের নরম কাতর

পৃথিবীর পথে আমি বহুদিন বাস ক'রে হৃদয়ের নরম কাতর
অনেক নিভৃত কথা জানিয়াছি ; পৃথিবীতে আমি বহুদিন

য়ছি ; বনে বনে ডালপালা উড়িতেছে—যেন পরী জিন্
কয় ; ধূসর সন্ধ্যায় আমি ইহাদের শরীরের 'পর
ধানের মতো দেখিয়াছি ঝরে ঝর্ ঝর্
ফোটা মাঘের বৃষ্টি,—শাদা ধূলো জলে ভিজে হয়েছে মলিন,
গন্ধ মাঠে ক্ষেতে—গুবরে পোকার তুচ্ছ বুক থেকে ক্ষীণ
করুণ শব্দ ডুবিতেছে অন্ধকারে নদীর ভিতর ঃ

সব দেখিয়াছি ; দেখিয়াছি নদীটিরে—মজিতেছে ঢালু অন্ধকারে ;
মাসী উড়ে যায় ; দাঁড়কাক অশ্বত্থের নীড়ের ভিতর
নার শব্দ করে অবিরাম ; কুয়াশায় একাকী মাঠের ঐ ধারে
যেন দাঁড়ায়ে আছে ; আরো দূরে দু'-একটা স্তব্ধ খোড়ো ঘর
ড়ে আছে ; খাগড়ার বনে ব্যাং ডাকে কেন—থামিতে কি পারে ;
াকের তরুণ ডিম পিছলায়ে প'ড়ে যায় শ্যাওড়ার ঝাড়ে।)

ুখের ব্যথা আমি পেয়ে গেছি পৃথিবীর পথে এসে—হাসির আস্বাদ

ুখের ব্যথা আমি পেয়ে গেছি পৃথিবীর পথে এসে—হাসির আস্বাদ
য়ে গেছি ; দেখেছি আকাশে দূরে কড়ির মতন শাদা মেঘের পাহাড়ে
র্যের রাঙা ঘোড়া ঃ পক্ষিরাজের মতো কমলারঙের পাখা ঝাড়ে
তর কুয়াশা ছিঁড়ে ; দেখেছি শরের বনে শাদা রাজহাঁসের সাধ
ঠেছে আনন্দে জেগে—নদীর স্রোতের দিকে বাতাসের মতন অবাধ
ল গেছে কলরবে ; দেখেছি সবুজ ঘাস—যত দূরে চোখ যেতে পারে ঃ
সের প্রকাশ আমি দেখিয়াছি অবিরল,—পৃথিবীর ক্লান্ত বেদনারে
ক আছে ; দেখিয়াছি বাসমতি,—কাশবন আকাঙ্ক্ষার রক্ত, অপরাধ

ছায়ে দিতেছে যেন বার বার—কোন্ এক রহস্যের কুয়াশার থেকে
খানে জন্মে না কেউ, যেখানে মরে না কেউ, সেই কুহকের থেকে এসে
ঙা রোদ, শালিধান, ঘাস, কাশ, মরালেরা বার-বার রাখিতেছে ঢেকে
মাদের রুক্ষ প্রশ্ন, ক্লান্ত ক্ষুধা, স্ফুট মৃত্যু—আমাদের বিস্মিত নীরব
খ দেয়—পৃথিবীর পথে আমি কেটেছি আঁচড় ঢের, অশ্রু গেছি রেখে ঃ
ধু ঐ মরালীর কাশ ধান রোদ ঘাস এসে এসে মুছে দেয় সব।

মি কেন বহু দূরে—ঢের দূরে—আরো দূরে—নক্ষত্রের অস্পষ্ট আকাশ

ম কেন বহু দূরে—ঢের দূরে—আরো দূরে—নক্ষত্রের অস্পষ্ট আকাশ,
ম কেন কোনদিন পৃথিবীর ভিড়ে এসে বলো নাকো একটিও কথা ;
মরা মিনার গড়ি—ভেঙ্গে পড়ে দু'দিনেই—স্বপনের ডানা ছিঁড়ে ব্যথা
হয়ে ঝরে শুধু এইখানে—ক্ষুধা হ'য়ে ব্যথা দেয়—নীল নাভিশ্বাস
নায়ে তুলিছে শুধু পৃথিবীতে পিরামিড্-যুগ থেকে আজো বারোমাস ;
মাদের সত্য, আহা, রক্ত হ'য়ে ঝরে শুধু ;—আমাদের প্রাণের মমতা
ড়ঙের ডানা নিয়ে ওড়ে, আহা ঃ চেয়ে দেখে অন্ধকার কঠিন ক্ষমতা
মাহীন—বার বার পথ আটকায়ে ফেলে—বার বার করে তারে গ্রাস ;

তারপর চোখ তুলে দেখি অই কোন্ দূরে নক্ষত্রের ক্লান্ত আয়োজন
কান্তিরে ভুলিতে বলে—ঘিয়ের সোনার-দীপে লাল নীল শিখা
জ্বলিতেছে যেন দূর রহস্যের কুয়াশায়,—আবার স্বপ্নের গন্ধে মন
কেঁদে ওঠে ;—তবু জানি আমাদের স্বপ্ন হ'তে অশ্রু ক্লান্তি রক্তের কণিকা
ঝরে শুধু— স্বপ্ন কি দেখেনি বুদ্ধ—নিউসিডিয়ায় ব'সে দেখেনি মণিকা ?
স্বপ্ন কি দেখেনি রোম, এশিরিয়া, উজ্জয়িনী, গৌড় বাংলা, দিল্লী, বেবিলন ?

আমাদের রূঢ় কথা শুনে তুমি স'রে যাও আরো দূরে বুঝি নীলাকাশ

আমাদের রূঢ় কথা শুনে তুমি স'রে যাও আরো দূরে বুঝি নীলাকাশ ;
তোমার অনন্ত নীল সোনালি ভোমরা নিয়ে কোনো দূর শান্তির ভিতরে
ডুবে যাবে ?...কতো কাল কেটে গেল, তবু তার কুয়াশার পর্দা না স'রে
পিরামিড্ বেবিলন শেষ হ'লো— ঝ'রে গেল কতোবার প্রান্তরের ঘাস,
তবুও লুকায়ে আছে যেই রূপ নক্ষত্রে তা' কোনোদিন হ'লো না প্রকাশ ;
যেই স্বপ্ন যেই সত্য নিয়ে আজ আমরা চলিয়া যাই ঘরে,
কোনো এক অন্ধকারে হয়তো তা' আকাশের যাযাবর মরালের স্বরে
নতুন স্পন্দন পায়—নতুন আগ্রহে গন্ধে ভ'রে ওঠে পৃথিবীর শ্বাস ;

তখন আমরা ওই নক্ষত্রের দিকে চাই—মনে হয় সব অস্পষ্টতা
ধীরে ধীরে ঝরিতেছে,—যেই রূপ কোনোদিন দেখি নাই পৃথিবীর পথে,
যেই শান্তি মৃত জননীর মতো চেয়ে থাকে—কয় নাকো কথা,
যেই স্বপ্ন বার বার নষ্ট হয় আমাদের এই সত্য রক্তের জগতে,
আজ যাহা ক্লান্ত ক্ষীণ আজ যাহা নগ্ন চূর্ণ, - অন্ধ মৃত হিম,
একদিন নক্ষত্রের দেশে তারা হয়ে র'বে গোলাপের মতন রক্তিম ।

এই পৃথিবীতে আমি অবসর নিয়ে শুধু আসিয়াছি—আমি হৃষ্ট কবি

এই পৃথিবীতে আমি অবসর নিয়ে শুধু আসিয়াছি—আমি হৃষ্ট কবি
আমি এক ;—ধুয়েছি আমার দেহ অন্ধকারে একা-একা সমুদ্রের জলে ;
ভালোবাসিয়াছি আমি রাঙা রোদ ক্ষান্ত কার্তিকের মাঠে—ঘাসের আঁচলে
ফড়িংয়ের মতো আমি বেড়ায়েছি ;—দেখেছি কিশোরী এসে হলুদ করবী
ছিঁড়ে নেয়—বুকে তার লাল-পেড়ে ভিজে শাড়ি করুণ শঙ্খের মতো ছবি
ফুটাতেছে ;—ভোরে আকাশখানা রাজহাঁস ভ'রে গেছে নব কোলাহলে
নব নব সূচনার ; নদীর গোলাপী ঢেউ কথা বলে—তবু কথা বলে,
তবু জানি তার কথা কুয়াশায় ফুরায় না—কেউ যেন শুনিতেছে সবি

কোন্ রাঙা শাটিনের মেঘে ব'সে—অথবা শোনো না কেউ, শূন্য কুয়াশায়
মুছে যায় সব তার ; একদিন বর্ণচ্ছটা মুছে যাবো আমিও এমন ;
তবু আজ সবুজ ঘাসের 'পরে ব'সে থাকি ; ভালোবাসি ; প্রেমের আশায়
পায়ের ধ্বনির দিকে কান পেতে থাকি চুপে ; কাঁটাবহরের ফল করি আহরণ ঃ
কারে যেন এইগুলো দেবো আমি ; মৃদু ঘাসে একা-একা ব'সে থাকা যায়
এই সব সাধ নিয়ে ; যখন আসিবে ঘুম তারপর, ঘুমাব তখন ।

াসে ধানের শব্দ শুনিয়াছি—ঝরিতেছে ধীরে ধীরে অপরাহ্ন ভ'রে

াসে ধানের শব্দ শুনিয়াছি – ঝরিতেছে ধীরে ধীরে অপরাহ্ন ভ'রে ;
ালি রোদের রঙ দেখিয়াছি – দেহের প্রথম কোন্ প্রেমের মতন
তার—এলোচুল ছড়ায়ে রেখেছে ঢেকে গূঢ় রূপ—আনারস বন ;
আমি দেখিয়াছি ; দেখেছি সজনে ফুল চুপে-চুপে পড়িতেছে ঝ'রে
ঘাসে ; শান্তি পায় ; দেখেছি হলুদ পাখি বহুক্ষণ থাকে চুপ ক'রে,
ন আমের ডালে দুলে যায় – দুলে যায় – বাতাসের সাথে বহুক্ষণ ;
কথা, গান নয়—নীরবতা রচিতেছে আমাদের সবার জীবন
য়াছি ঃ শুপুরির সারিগুলো দিনরাত হাওয়ায় যে উঠিতেছে ন'ড়ে,

রাত কথা কয়, ক্ষীরের মতন ফুল বুকে ধরে, তাহাদের উৎসব
য় না ; মাছরাঙাটির সাথী ম'রে গেছে—দুপুরের নিঃসঙ্গ বাতাসে
ঐ পাখিটির নীল লাল কমলা রঙের ডানা স্ফুট হ'য়ে ভাসে
ম নিম জামরুলে ; প্রসন্ন প্রাণের স্রোত – অশ্রু নাই—প্রশ্ন নাই কিছু,
চিল ডানা নিয়ে উড়ে যায় আকাশের থেকে দূর আকাশের পিছু ;
য় দেখি ঘুম নাই—অশ্রু নাই—প্রশ্ন নাই বটফলগন্ধ-মাখা ঘাসে ।

দিন এই দেহ ঘাস থেকে ধানের আঘ্রাণ থেকে এই বাংলার

দিন এই দেহ ঘাস থেকে ধানের আঘ্রাণ থেকে এই বাংলার
গছিলো ; বাঙালী নারীর মুখ দেখে রূপ চিনেছিলো দেহ একদিন ;
লার পথে পথে হেঁটেছিল গাংচিল শালিখের মতন স্বাধীন ;
লার জল দিয়ে ধুয়েছিলো ঘাসের মতন স্ফুট দেহখানি তার ;
দিন দেখেছিলো ধূসর বকের সাথে ঘরে চ'লে আসে অন্ধকার
লার ; কাঁচা কাঠ জ্ব'লে ওঠে—নীল ধোঁয়া নরম মলিন
াসে ভাসিয়া যায় কুয়াশার করুণ নদীর মতো ক্ষীণ ;
সা ভাতের গন্ধে আমমুকুলের গন্ধ মিশে যায় যেন বার-বার ;

সব দেখেছিলো ; রূপ যেই স্বপ্ন আনে – স্বপ্নে যেই রক্তাক্ততা আছে,
খেছিলো সেই সব একদিন বাংলার চন্দ্রমালা রূপসীর কাছে ;
রপর বেত বনে, জোনাকি ঝিঁঝির পথে হিজল আমের অন্ধকারে
রেছে সে সৌন্দর্যের নীল স্বপ্ন বুকে ক'রে,—রূঢ় কোলাহলে গিয়ে তারে—
ন্ত কন্যারে সেই – জাগাতে যায় নি আর—হয়তো সে কন্যার হৃদয়
খর মতন রুক্ষ, অথবা পদ্মের মতো – ঘুম তবু ভাঙিবার নয় ।

জ তারা কই সব ? ওখানে হিজল গাছ ছিলো এক—পুকুরের জলে

জ তারা কই সব ? ওখানে হিজল গাছ ছিলো এক—পুকুরের জলে
দিন মুখ দেখে গেছে তার ; তারপর কি যে তার মনে হ'লো কবে
ন সে ঝ'রে গেল; কখন ফুরাল, আহা,—চ'লে গেল কবে যে নীরবে,
ও আর জানি নাকো ;—ঠোঁট-ভাঙা দাঁড়কাক ঐ বেলগাছটির তলে

রোজ ভোরে দেখা দিত—অন্য সব কাক আর শালিখের হৃষ্ট কোলাহলে
তারে আর দেখি নাকো—কতদিন দেখি নাই ; সে আমার ছেলেবেলা হবে,
জানালার কাছে এক বোলতার চাক ছিলো – হৃদয়ের গভীর উৎসবে
খেলা ক'রে গেছে তারা কতো দিন—ফড়িঙ্‌, কীটের দিন যতো দিন চলে

তাহারা নিকটে ছিলো ;–রোদের আনন্দে মেতে—অন্ধকারে শান্ত ঘুম খুঁজে
বহুদিন কাছে ছিলো ;—অনেক কুকুর আজ পথে ঘাটে নড়াচড়া করে
তবুও আঁধারে ঢের মৃত কুকুরের মুখ—মৃত বেড়ালের ছায়া ভাসে ;
কোথায় গিয়েছে তারা ? অই দূর আকাশের নীল লাল তারার ভিতরে
অথবা মাটির বুকে মাটি হ'য়ে আছে শুধু—ঘাস হ'য়ে আছে শুধু ঘাসে ?
শুধালাম···উত্তর দিলো না কেউ উদাসীন অসীম আকাশে।

হৃদয়ে প্রেমের দিন কখন যে শেষ হয়—চিতা শুধু প'ড়ে থাকে তার

হৃদয়ে প্রেমের দিন কখন যে শেষ হয়—চিতা শুধু প'ড়ে থাকে তার,
আমরা জানি না তাহা ;—মনে হয় জীবনে যা আছে আজো তাই শালিধান
রূপশালি ধান তাহা···রূপ, প্রেম···এই ভাবি···খোসার মতন নষ্ট ম্লান
একদিন তাহাদের অসারতা ধরা পড়ে,—যখন সবুজ অন্ধকার,
নরম রাত্রির দেশ, নদীর জলে গন্ধ কোন্‌ এক নবীনাগতার
মুখখানা নিয়ে আসে—মনে হয় কোনোদিন পৃথিবীতে প্রেমের আহ্বান
এমন গভীর ক'রে পেয়েছি কি ঃ প্রেম যে নক্ষত্র আর নক্ষত্রের গান,
প্রাণ যে ব্যাকুল রাত্রি প্রান্তরের গাঢ় নীল অমাবস্যার—

চ'লে যায় আকাশের সেই দূর নক্ষত্রের লাল নীল শিখার সন্ধানে,
প্রাণ যে আঁধার রাত্রি আমার এ,—আর তুমি স্বাতীর মতন
রূপের বিচিত্র বাতি নিয়ে এলে,—তাই প্রেম ধুলায় কাঁটায় যেইখানে
মৃত হয়ে প'ড়ে ছিলো পৃথিবীর শূন্য পথে পেল সে গভীর শিহরণ ;
তুমি, সখি, ডুবে যাবে মুহূর্তের রোমহর্ষে—অনিবার অরুণের স্নানে
জানি আমি ; প্রেম যে তবুও প্রেম ঃ স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে র'বে, বাঁচিতে সে জানে।

কোনোদিন দেখিব না তারে আমি ; হেমন্তে পাকিবে ধান, আষাঢ়ের রা

কোনোদিন দেখিব না তারে আমি ; হেমন্তে পাকিবে ধান, আষাঢ়ের রাতে
কালো মেঘ নিঙড়ায়ে সবুজ বাঁশের বন গেয়ে যাবে উচ্ছ্বাসের গান
সারারাত,—তবু আমি সাপচরা অন্ধ পথে—বেণুবনে তাহার সন্ধান
পাব নাকো ঃ পুকুরের পাড়ে সে যে আসিবে না কোনোদিন হাঁসিনীর সাথে,
সে কোনো জ্যোৎস্নায় আর আসিবে না– আসিবে না কখনো প্রভাতে,
যখন দুপুরে রোদে অপরাজিতার মুখ হ'য়ে থাকে ম্লান,
যখন মেঘের রঙে পথহারা দাঁড়কাক পেয়ে গেছে ঘরের সন্ধান,
ধূসর সন্ধ্যায় সেই আসিবে না সে এখানে ;—এইখানে ধুন্দুল লতাতে

জোনাকি আসিবে শুধু ; ঝিঁ ঝিঁ শুধু সারারাত কথা ক'বে ঘাসে আর ঘাসে ;

বাদুড় উড়িবে শুধু পাখনা ভিজায়ে নিয়ে শান্ত হয়ে রাতের বাতাসে ;
প্রতিটি নক্ষত্র তার স্থান খুঁজে জেগে র'বে প্রতিটির পাশে
নীরব ধূসর কণা লেগে র'বে তুচ্ছ অণুকণাটির শ্বাসে
অন্ধকারে ;—তুমি, সখি, চ'লে গেলে দূরে তবু ;—হৃদয়ের গভীর বিশ্বাসে
অশ্বত্থের শাখা ঐ দুলিতেছে ঃ আলো আসে, ভোর হ'য়ে আসে।

ঘাসের ভিতরে সেই চড়ায়ের শাদা ডিম ভেঙে আছে—আমি ভালোবাসি

ঘাসের ভিতরে সেই চড়ায়ের শাদা ডিম ভেঙে আছে—আমি ভালোবাসি
নিস্তব্ধ করুণ মুখ তার এই—কবে যেন ভেঙেছিল—ঢের ধুলো খড়
লেগে আছে বুকে তার—বহুক্ষণ চেয়ে থাকি ;—তারপর ঘাসের ভিতর
শাদা-শাদা ধুলোগুলো প'ড়ে আছে, দেখা যায় ; খইধান দেখি একরাশি
ছড়ায়ে রয়েছে চুপে ; নরম বিষন্ন গন্ধ পুকুরের জল থেকে উঠিতেছে ভাসি ;
কান পেতে থাক যদি, শোনা যায়, সরপুঁটি চিতলের উদ্ভাসিত স্বর
মীনকন্যাদের মতো ; সবুজ জলের ফাঁকে তাদের পাতালপুরী ঘর
দেখা যায়—রহস্যের কুয়াশায় অপরূপ—রূপালি মাছের দেহ গভীর উদাসী

চ'লে যায় মন্ত্রীকুমারের মতো, কোটাল-ছেলের মতো, রাজার ছেলের মতো মিলে,
কোন্ এক আকাঙ্ক্ষার উদ্ঘাটনে কতো দূরে ;—বহুক্ষণ চেয়ে থাকি একা ;
অপরাহ্ন এলো বুঝি ?—রাঙা রৌদ্রে মাছরাঙা উড়ে যায়—ডানা ঝিলমিলে ;
এখুনি আসিবে সন্ধ্যা,—পৃথিবীতে ম্রিয়মান গোধূলি নামিলে
নদীর নরম মুখ দেখা যাবে—মুখে তার দেহে তার কতো মৃদু রেখা
তোমারি মুখের মতো ঃ তবুও তোমার সাথে কোনোদিন হবে নাকো দেখা।

(এইসব ভালো লাগে)ঃ জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের সোনালী রোদ এসে

(এইসব ভালো লাগে) ঃ জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের সোনালি রোদ এসে
আমারে ঘুমাতে দেখে বিছানায়,—আমার কাতর চোখ, আমার বিমর্ষ ম্লান চুল—
এই নিয়ে খেলা করে ঃ জানে সে যে বহুদিন আগে আমি করেছি কি ভুল
পৃথিবীর সব চেয়ে ক্ষমাহীন গাঢ় এক রূপসীর মুখ ভালোবেসে ;
পউষের শেষরাতে আজো আমি দেখি চেয়ে আবার সে আমাদের দেশে
ফিরে এলো ; রং তার কেমন তা জানে অই টস্‌টসে ভিজে জামরুল,
নরম জামের মতো চুল তার, ঘুঘুর বুকের মতো অস্ফুট আঙুল ঃ—
পউষের শেষ রাতে নিম পেঁচাটির সাথে আসে সে যে ভেসে

কবেকার মৃত কাক ঃ পৃথিবীর পথে আজ নাই সে তো আর ;
তবুও সে ম্লান জানালার পাশে উড়ে আসে নীরব সোহাগে,
মলিন পাখনা তার খড়ের চালের হিম শিশিরে মাখায় ;
তখন এ পৃথিবীতে কোনো পাখি জেগে এসে বসেনি শাখায় ;
পৃথিবীও নাই আর ;—দাঁড়কাক একা একা সারারাত জাগে ;
'কি বা, হায়, আসে যায়, তারে যদি কোনোদিন না পাই আবার।'

সন্ধ্যা হয়—চারিদিকে শান্ত নীরবতা

সন্ধ্যা হয়—চারিদিকে শান্ত নীরবতা ঃ
খড় মুখে নিয়ে এক শালিখ যেতেছে উড়ে চুপে ;
গোরুর গাড়িটি যায় মেঠো পথ বেয়ে ধীরে ধীরে ;
আঙিনা ভরিয়া আছে সোনালি খড়ের ঘন স্তূপে ;

পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে ;
পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে ;
পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দু'জনার মনে ;
আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকাশে আকাশে।

একদিন কুয়াশার এই মাঠে আমারে পাবে না কেউ খুঁজে আর, জানি

একদিন কুয়াশার এই মাঠে আমারে পাবে না কেউ খুঁজে আর, জানি ;
হৃদয়ের পথ-চলা শেষ হলো সেই দিন—গিয়েছে সে শান্ত হিম ঘরে,
অথবা সান্ত্বনা পেতে দেরি হবে কিছু কাল—পৃথিবীর এই মাঠখানি
ভুলিতে বিলম্ব হবে কিছু দিন ; এ মাঠের কয়েকটা শালিখের তরে

আশ্চর্য বিস্ময়ে আমি চেয়ে র'বো কিছু কাল অন্ধকার বিছানার কোলে,
আর সে সোনালি চিল ডানা মেলে দূরে থেকে আজো কি মাঠের কুয়াশায়
ভেসে আসে? সেই ন্যাড়া অশ্বত্থের পানে আজো চ'লে যায় সন্ধ্যা সোনার মতো হ'লে?
ধানের নরম শিষে মেঠো ইঁদুরের চোখ নক্ষত্রের দিকে আলো চায়

সন্ধ্যা হ'লে ? মউমাছি চাক আজো বাঁধে না কি জামের নিবিড় ঘন ডালে,
মউ খাওয়া হয়ে গেলে আজো তারা উড়ে যায় কুয়াশায় সন্ধ্যার বাতাসে—
কতো দূরে যায়, আহা…অথবা হয়তো কেউ চালতার ঝরাপাতা জ্বালে
মধুর চাকের নিচে—মাছিগুলো উড়ে যায়…ঝ'রে পড়ে…ম'রে থাকে ঘাসে—

ভেবে ভেবে ব্যথা পাবো ; মনে হবে, পৃথিবীর পথে যদি থাকিতাম বেঁচে

ভেবে ভেবে ব্যথা পাব ;—মনে হবে, পৃথিবীর পথে যদি থাকিতাম বেঁচে
দেখিতাম সেই লক্ষ্মীপেঁচাটির মুখ যারে কোনোদিন ভালো ক'রে দেখি নাই আমি—
এমন লাজুক পাখি,—ধূসর ডানা কি তার কুয়াশার ঢেউয়ে ওঠে নেচে ;
যখন সাতটি তারা ফুটে ওঠে অন্ধকারে গাবের নিবিড় বুকে আসে—সে কি নামি ?
চিউলির বাবলার আঁধার গলির ফাঁকে জোনাকীর কুহকের আলো
ঝরে না কি ? ঝিঁঝিঁর সবুজ মাংসে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বউদের প্রাণ
ভুলে যায় ; অন্ধকারে খুঁজে তারে আকন্দবনের ভিড়ে কোথায় হারালো
মাকাল লতার তলে শিশিরের নীল জলে কেউ তার পাবে না সন্ধান।

আর সেই সোনালি চিলের ডানা—ডানা তার আজো কি মাঠের কুয়াশায়
ভেসে আসে —সেই ন্যাড়া অশ্বত্থের পানে আজো চ'লে যায় সন্ধ্যা সোনার মতো হলে ?
ধানের নরম শিষে মেঠো ইঁদুরের চোখ নক্ষত্রের দিকে আজো চায় ?
আশ্চর্য বিস্ময়ে আমি চেয়ে র'বো কিছু কাল অন্ধকার বিছানার কোলে।

আবহমান

পৃথিবী এখন ক্রমে হতেছে নিঝুম।
সকলেরই চোখ ক্রমে বিজড়িত হ'য়ে যেন আসে ;
যদিও আকাশ সিন্ধু ভ'রে গেল অগ্নির উল্লাসে ;
যেমন যখন বিকেলবেলা কাটা হয় খেতের গোধূম
চিলের কান্নার মতো শব্দ ক'রে মেঠো ইঁদুরের ভিড় ফসলের ঘুম

গাঢ় ক'রে দিয়ে যায়।—এইবার কুয়াশায় যাত্রা সকলের।
সমুদ্রের রোল থেকে একটি আবেগ নিয়ে কেউ
নদীর তরঙ্গে—ক্রমে—তুষারের স্তূপে তার ঢেউ।
একবাব টের পাবে—দ্বিতীয় বারের
সময় আসার আগে নিজেকেই পাবে না সে টের।

এইখানে সময়কে যতদূর দেখা যায় চোখে
নির্জন খেতের দিকে চেয়ে দেখি দাঁড়ায়েছে অভিভূত চাষা ;
এখনো চালাতে আছে পৃথিবীর প্রথম তামাশা
সকল সময় পান ক'রে ফেলে জলের মতন এক ঢোঁকে ;
অঘ্রাণের বিকেলের কমলা আলোকে
নিড়োনো খেতের কাজ ক'রে যায় ধীরে ;
একটি পাখির মতো ডিনামাইটের 'পরে ব'সে।
পৃথিবীব মহত্তর অভিজ্ঞতা নিজের মনের মুদ্রাদোষে
নষ্ট হ'য়ে খ'সে যায় চারিদিকে আমিষ তিমিরে ;
সোনালি সূর্যের সাথে মিশে গিয়ে মানুষটা আছে পিছু ফিরে।

ভোরের স্ফটিক রৌদ্রে নগরী মলিন হ'য়ে আসে।
মানুষের উৎসাহের কাছ থেকে শুরু হ'লো মানুষের বৃত্তি আদায়।
যদি কেউ কানাকড়ি দিতে পারে বুকের উপরে হাত রেখে
তবে সে প্রেতের মতো ভেসে গিয়ে সিংহদরজায়
আঘাত হানিতে গিয়ে মিশে যায় অন্ধকার বিম্বের মতন।
অভিভূত হ'য়ে আছে—চেয়ে দ্যাখো—বেদনার নিজের নিয়ম।

নেউলধূসর নদী আপনার কাজ বুঝে প্রবাহিত হয় ;
জলপাই-অরণ্যের ওই পারে পাহাড়ের মেধাবী নীলিমা ;
ওই দিকে সৃষ্টি যেন উষ্ণ স্থির প্রেমের বিষয় ;

প্রিয়ের হাতের মতো লেগে আছে ঘড়ির সময় ভুলে গিয়ে
আকাশের প্রসারিত হাতের ভিতরে।

সে আদি অরণির যুগ থেকে শুরু ক'রে আজ
অনেক মনীষা, প্রেম, নিমীল ফসলরাশি ঘরে
এসে গেছে মানুষের বেদনা ও সংবেদনাময়।
পৃথিবীর রাজপথে—রক্তপথে—অন্ধকার অববাহিকায়
এখনো মানুষ তবু খোঁড়া ঠ্যাঙে তৈমুরের মতো বা'র হয়!
তাহার পায়ের নিচে তৃণের নিকটে তৃণ মূক অপেক্ষায়;
তাহার মাথার 'পরে সূর্য, স্বাতী, সরমার ভিড়;
এদের নৃত্যের রোলে অবহিত হ'য়ে থেকে ক্রমে একদিন
কবে তার ক্ষুদ্র হেমন্তের বেলা হবে নিসর্গের চেয়েও প্রবীণ?

চেয়েছে মাটির দিকে—ভূগর্ভে তেলের দিকে
সমস্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অবিরল যারা,
মাথার উপরে চেয়ে দেখেছে এবার;
দূরবীনে কিমাকার সিংহের সাড়া
পাওয়া যায় শরতের নির্মেঘ রাতে।
বুকের উপরে হাত রেখে দেয় তারা।
যদিও গিয়েছে ঢের ক্যারাভান ম'রে,
মশালের কেরোসিনে মানুষেরা অনেক পাহারা
দিয়ে গেছে তেল, সোনা, কয়লা ও রমণীকে চেয়ে;
চিরদিন এই সব হৃদয় ও রুধিরের ধারা।
মাটিও আশ্চর্য সত্য। ডান হাত অন্ধকারে ফেলে
নক্ষত্রও প্রামাণিক; পরলোক রেখেছে সে জ্বেলে;
অমৃত সে আমাদের মৃত্যুকে ছাড়া।

মোমের আলোয় আজ গ্রন্থের কাছে ব'সে—অথবা ভোরের বেলা নদীর ভিতরে
আমরা যতটা দূর চ'লে যাই—চেয়ে দেখি আরো-কিছু আছে তারপরে!
অনির্দিষ্ট আকাশের পানে উড়ে হরিয়াল আমারো বিবরে
ছায়া ফ্যালে। ঘুরোনো সিঁড়ির পথ বেয়ে যারা উঠে যায় ধবল মিনারে,
কিংবা যারা ঘুমন্তের মতো জেগে পায়চারি করে সিংহদ্বারে,
অথবা যে-সব থাম সমীচীন মিস্ত্রির হাত থেকে উঠে গেছে বিদ্যুতের তারে,
তাহারা ছবির মতো পরিতৃপ্ত বিবেকের রেখায় রয়েছে অনিমেষ।
হয়তো অনেক এগিয়ে তারা দেখে গেছে মানুষের পরম আয়ুর পারে শেষ
জলের রঙের মতো স্বচ্ছ রোদে একটিও বোল্‌তার নেই অবলেশ।

তাই তারা লোষ্ট্রের মতন স্তব্ধ। আমাদেরো জীবনের লিপ্ত অভিধানে
বর্জাইস অক্ষরে লেখা আছে অন্ধকার দলিলের মানে।

সৃষ্টির ভিতরে তবু কিছুই সুদীর্ঘতম নয়—এই জ্ঞানে
লোকসানী বাজারের বাক্সের আতাফল মারীগুটিকার মতো পেকে
নিজের বীজের তরে জোর ক'রে সূর্যকে নিয়ে আসে ডেকে।
অকৃত্রিম নীল আলো খেলা করে ঢের আগে মৃত প্রেমিকের শব থেকে।

একটি আলোক নিয়ে ব'সে থাকা চিরদিন ;
নদীর জলের মতো স্বচ্ছ এক প্রত্যাশাকে নিয়ে ;
সে-সবের দিন শেষ হ'য়ে গেছে
এখন সৃষ্টির মনে—অথবা মনীষীদের প্রাণের ভিতরে।
সৃষ্টি আমাদের শত শতাব্দীর সাথে ওঠে বেড়ে।
একদিন ছিলো যাহা অরণ্যের রোদে—বালুচরে,
সে আজ নিজেকে চেনে মানুষের হৃদয়ের প্রতিভাকে নেড়ে।
আমরা জটিল ঢের হ'য়ে গেছি—বহুদিন পুরাতন গ্রহে বেঁচে থেকে।
যদি কেউ বলে এসে ; 'এই সেই নারী,
একে তুমি চেয়েছিলে ; এই সেই বিশুদ্ধ সমাজ—'
তবুও দর্পণে অগ্নি দেখে কবে ফুরায়ে গিয়েছে কার কাজ?

আমাদের মৃত্যু নেই আজ আর,
যদিও অনেক মৃত্যুপরম্পরা ছিলো ইতিহাসে ;
বিস্তৃত প্রাসাদে তারা দেয়ালের অবলুপ্ত ছবি ;
নানারূপ ক্ষতি ক্ষয়ে নানা দিকে ম'রে গেছি—মনে পড়ে বটে
এই সব ছবি দেখে ; বন্দীর মতন তবু নিস্তব্ধ পটে
নেই কোনো দেবদত্ত, উদয়ন, চিত্রসেন : স্থাণু।
এক দরজায় ঢুকে বহিষ্কৃত হ'য়ে গেছে অন্য এক দুয়ারের দিকে
অমেয় আলোয় হেঁটে তারা সব।
(আমাদের পূর্বপুরুষেরা কোন বাতাসের শব্দ শুনেছিলো ;
তারপর হয়েছিলো পাথরের মতন নীরব ?)
আমাদের মণিবন্ধে সময়ের ঘড়ি
কাচের গেলাসে জলে উজ্জ্বল শফরী ;
সমুদ্রের দিবারৌদ্রে আরক্তিম হাঙরের মতো ;
তারপর অন্য গ্রহ নক্ষত্রেরা আমাদের ঘড়ির ভিতরে
যা হয়েছে, যা হতেছে, অথবা যা হবে সব এক সাথে প্রচারিত করে।
সৃষ্টির নাড়ীর 'পরে হাত রেখে টের পাওয়া যায়
অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে র'য়ে গেছে অমোঘ আমোদ ;
তবু তারা করেনাকো পরস্পরের ঋণশোধ।

ভিখিরী

একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি আহিরীটোলায়,
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি বাদুড়বাগানে,

একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো—
তবে আমি হেঁটে চ'লে যাবো মানে-মানে।
—ব'লে সে বাড়ায়ে দিলো অন্ধকারে হাত।
আগাগোড়া শরীরটা নিয়ে এক কানা যেন বুনে যেতে চেয়েছিলো তাঁত ;
তবুও তা নুলো শাঁখারীর হাতে হয়েছে করাত।

একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি মাঠকোটা ঘুরে,
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি পাথুরিয়াঘাটা,
একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো—
তা হ'লে ঢেঁকির চাল হবে কলে ছাঁটা।
—ব'লে সে বাড়ায়ে দিলো গ্যাসলাইটে মুখ।
ভিড়ের ভিতরে তবু—হ্যারিসন রোডে—আরো গভীর অসুখ,
এক পৃথিবীর ভুল ; ভিখিরীর ভুলে ; এক পৃথিবীর ভুলচুক।

তোমাকে

একদিন মনে হ'তো জলের মতন তুমি।
সকালবেলার রোদে তোমার মুখের থেকে বিভা—
অথবা দুপুরবেলা—বিকেলের আসন্ন আলোয়—
চেয়ে আছে—চ'লে যায়—জলের প্রতিভা।

মনে হ'তো তীরের উপরে ব'সে থেকে।
আবিষ্ট পুকুর থেকে সিঙাড়ার ফল
কেউ-কেউ তুলে নিয়ে চ'লে গেলে—নিচে
তোমার মুখের মতন অবিকল

নির্জন জলের রং তাকায়ে রয়েছে ;
স্থানান্তরিত হ'য়ে দিবসের আলোর ভিতরে
নিজের মুখের ঠাণ্ডা জলরেখা নিয়ে
পুনরায় শ্যাম পরগাছা সৃষ্টি করে ;

এক পৃথিবীর রক্ত নিপতিত হ'য়ে গেছে জেনে
এক পৃথিবীর আলো সব দিকে নিভে যায় ব'লে
রঙিন সাপকে তার বুকের ভিতরে টেনে নেয় ;
অপরাহ্নে আকাশের রং ফিকে হ'লে।

তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর অমোঘ সকাল ;
তোমার বুকের 'পরে আমাদের বিকেলের রক্তিল বিন্যাস ;
তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর রাত ;
নদীর সাপিনী, লতা, বিলীন বিশ্বাস।

মনোকণিকা

ও. কে.

একটি বিপ্লবী তার সোনা রূপো ভালোবেসেছিলো ;
একটি বণিক আত্মহত্যা করেছিলো পরবর্তী জীবনের লোভে ;
একটি প্রেমিক তার মহিলাকে ভালোবেসেছিলো ;
তবুও মহিলা প্রীত হয়েছিলো দশজন মূর্খের বিক্ষোভে।

বুকের উপরে হাত রেখে দিয়ে তারা
নিজেদের কাজ ক'রে গিয়েছিলো সব।
অবশেষে তারা আজ মাটির ভিতরে
অপরের নিয়মে নীরব

মাটির আহ্নিক গতি সে-নিয়ম নয় ;
সূর্য তার স্বাভাবিক চোখে
সে-নিয়ম নয়—কেউ নিয়মের ব্যতিক্রম নয় ;
সব দিক ও. কে.।

সাবলীল

আকাশে সূর্যের আলো থাকুক না—তবু—
দণ্ডাজ্ঞার ছায়া আছে চিরদিন মাথার উপরে।
আমরা দণ্ডিত হ'য়ে জীবনের শোভা দেখে যাই।
মহাপুরুষের উক্তি চারিদিকে কোলাহল করে।

মাঝে-মাঝে পুরুষার্থ উত্তেজিত হ'লে—
(এ-রকম উত্তেজিত হয় ;)
উপস্থাপয়িতার মতন
আমাদের চায়ের সময়

এসে প'ড়ে আমাদের স্থির হ'তে বলে।
সকলেই স্নিগ্ধ হ'য়ে আত্মকর্মক্ষম ;
এক পৃথিবীর দ্বেষ হিংসা কেটে ফেলে
চেয়ে দ্যাখে স্তূপাকারে কেটেছে রেশম।

এক পৃথিবীর মতো বর্ণময় রেশমের স্তূপ কেটে ফেলে
পুনরায় চেয়ে দ্যাখে এসে গেছে অপরাহ্নকাল :

প্রতিটি রেশম থেকে সীতা তার অগ্নিপরীক্ষায়—
অথবা খ্রীস্টের রক্ত করবীফুলের মতো লাল।

মানুষ সর্বদা যদি

মানুষ সর্বদা যদি নরকের পথ বেছে নিতো—
(স্বর্গে পেঁছুবার লোভ সিদ্ধার্থও গিয়েছিলো ভুলে,)
অথবা বিষম মদ স্বতই গেলাসে ঢেলে নিতো,
পরচুলা এঁটে নিতো স্বাভাবিক চুলে,
সর্বদা এ-সব কাজ ক'রে যেত যদি
যেমন সে প্রায়শই করে,
পরচুলা তবে কার সন্দেহের বস্তু হ'তো, আহা,
অথবা মুখোশ খুলে খুশি হ'তো কে নিজের মুখের রগড়ে।

চার্বাক প্রভৃতি—

'কেউ দূরে নেপথ্যের থেকে, মনে হয়,
মানুষের বৈশিষ্ট্যের উত্থান-পতন
একটি পাখির জন্ম—কীচকের জন্মমৃত্যু সব
বিচারসাপেক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।'

'তবু এই অনুভূতি আমাদের মর্ত্য জীবনের
কিংবা মরণের কোনো মূলসূত্র নয়।
তবুও শৃঙ্খলা ভালোবাসি ব'লে হেঁয়ালি ঘনালে
মৃত্তিকার অন্ধ সত্যে অবিশ্বাস হয়ে।'

ব'লে গেল বায়ুলোকে নাগার্জুন, কৌটিল্য, কপিল,
চার্বাক প্রভৃতি নিরীশ্বর ;
অথবা তা এড়িথ, মলিনা নাম্নী অগণন নার্সের ভাষা—
অবিরাম যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বায়ুর ভিতর।

সমুদ্রতীরে

পৃথিবীতে তামাশার সুর ক্রমে পরিচ্ছন্ন হ'য়ে
জন্ম নেবে একদিন। আমোদ গভীর হ'লে সব
বিভিন্ন মানুষ মিলে মিশে গিয়ে যে-কোনো আকাশে
মনে হবে পরস্পরের প্রিয়প্রতিষ্ঠ মানব।

এই সব বোধ হয় আজ এই ভোরের আলোর পথে এসে
জুহুর সমুদ্রপারে, অগণন ঘোড়া ও ঘেসেড়াদের ভিড়ে।
এদের স্বজন, বোন, বাপ-মা ও ভাই, ট্যাঁক, ধর্ম মরেছে ;
তবুও উচ্চস্বরে হেসে ওঠে অফুরন্ত রৌদ্রের তিমিরে।

সুবিনয় মুস্তফী

সুবিনয় মুস্তফীর কথা মনে পড়ে এই হেমন্তের রাতে
এক সাথে বেরাল ও বেরালের-মুখে-ধরা-ইঁদুর হাসতে
এমন আশ্চর্য শক্তি ছিলো ভূয়োদর্শী যুবার।
ইঁদুরকে খেতে-খেতে শাদা বেরালের ব্যবহার,
অথবা টুকরো হ'তে-হ'তে সেই ভারিক্কে ইঁদুর ঃ
বৈকুণ্ঠ ও নরকের থেকে তারা দুইজনে কতোখানি দূর
ভুলে গিয়ে আধো আলো অন্ধকারে হেঁচকা মাটির পৃথিবীতে
আরো কিছুদিন বেঁচে কিছুটা আমেজ পেয়ে নিতে
কিছুটা সুবিধা ক'রে দিতে যেত—মাটির দরের মতো রেটে ;
তবুও বেদম হেসে খিল ধ'রে যেত ব'লে বেরালের পেটে
ইঁদুর 'হুরুরে' ব'লে হেসে খুন হ'তো সেই খিল কেটে-কেটে।

অনুপম ত্রিবেদী

এখন শীতের রাতে অনুপম ত্রিবেদীর মুখ জেগে ওঠে।
যদিও সে নেই আজ পৃথিবীর বড়ো গোল পেটের ভিতরে
সশরীরে ; টেবিলের অন্ধকারে তবু এই শীতের স্তব্ধতা
এক পৃথিবীর মৃত জীবিতের ভিড়ে সেই স্মরণীয় মানুষের কথা
হৃদয়ে জাগায়ে যায় ; টেবিলে বইয়ের স্তূপ দেখে মনে হয়
যদিও প্লেটোর থেকে রবি ফ্রয়েড নিজ-নিজ চিন্তার বিষয়
পরিশেষ ক'রে দিয়ে শিশিরের বালাপোশে অপরূপ শীতে
নিজের কুলুপ এঁটে পৃথিবীতে—ওই পারে মৃত্যুর তালা
ত্রিবেদী কি খোলে নাই ? তান্ত্রিক উপাসনা মিস্টিক ইহুদী কাবালা
ঈশার শবোত্থান—বোধিদ্রুমের জন্ম মরণের থেকে শুরু ক'রে
হেগেল ও মার্কস ঃ তার ডান আর বাম কান ধ'রে
দুই দিকে টেনে নিয়ে যেতেছিলো ; এমন সময়
দু-পকেটে হাত রেখে ভ্রূকুটিল চোখে নিরাময়
জ্ঞানের চেয়েও তার ভালো লেগে গেল মাটি মানুষের প্রেম ;
প্রেমের চেয়েও ভালো মনে হ'লো একটি টোটেম ঃ
উটের ছবির মতো—একজন নারীর হৃদয়ে ;
মুখে-চোখে আকৃতিতে মধীচিকা জয়ে
চলেছে সে ; জড়ায়েছে ঘিয়ের রঙের মতো শাড়ি ;
ভালো ক'রে দেখে নিলে মনে হয় অতীব চতুর দক্ষিণরাঢ়ী
দিব্য মহিলা এক ; কোথায় যে আঁচলের খুঁট ;
কেবলি উত্তরপাড়া ব্যাণ্ডেল কাশীপুর বেহালা খুরুট
ঘুরে যায় স্টালিন, নেহেরু, ব্লক, অথবা রায়ের বোঝা ব'য়ে,
ত্রিপাদ ভূমির পরে আরো ভূমি আছে এই বলির হৃদয়ে ?
তাহ'লে তা প্রেম নয় ; ভেবে গেল ত্রিবেদীর হৃদয়ের জ্ঞান।

জড় ও অজড় ডায়ালেকটিক মিলে আমাদের দু-দিকের কান
টানে ব'লে বেঁচে থাকি—ত্রিবেদীকে বেশি জোরে দিয়েছিলো টান।

একটি নক্ষত্র আসে

একটি নক্ষত্র আসে ; তারপর একা পায়ে চ'লে
ছাউয়ের কিনারা ঘেঁষে হেমন্তের তারা ভরা রাতে
যে আসবে মনে হয় ;—আমার দুয়ার অন্ধকারে
কখন খুলেছে তার সপ্রতিভ হাতে।
হঠাৎ কখন সন্ধ্যা মেয়েটির হাতের আঘাতে
সকল সমুদ্র সূর্য সত্বরতাকে ঘুম পাড়িয়ে রাত্রি হ'তে পারে
সে এসে দেখিয়ে দেয় ;
শিয়রে আকাশ দূর দিকে
উজ্জ্বল ও নিরুজ্জ্বল নক্ষত্র গ্রহের আলোড়নে
অঘ্রাণের রাত্রি হয় ;
এ-রকম হিরণ্ময় রাত্রি ছাড়া ইতিহাস আর কিছু রেখেছে কি মনে।

শেষ ট্রাম মুছে গেছে, শেষ শব্দ, কলকাতা এখন
জীবনের জগতের প্রকৃতির অন্তিম নিশীথ ;
চারিদিকে ঘর বাড়ি পোড়ো সাঁকো সমাধির ভিড় ;
সে অনেক ক্লান্তি ক্ষয় অবিনশ্বর পথে ফিরে
যেন ঢের মহাসাগরের থেকে এসেছে নারীর
পুরানো হৃদয় নব নিবিড় শরীরে।

(প্রথম খণ্ড সমাপ্ত)